পুষ্পরাণী

(উপন্যাস)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি. এ

প্রণীত

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীবিধুভূষণ বসু
কল্পনাকুঞ্জ কার্য্যালয়
২৬।৩, স্কট্ লেন,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস,
৬নং চিদামমুদির লেন,
কলিকাতা।

যাহাকে আমার অদেয়
কিছুই নাই
তাহাকেই দিলাম।

এই পুস্তকখানি

আমার

শ্রী কে

দিলাম।

শ্রী

পুষ্পরাণী

১
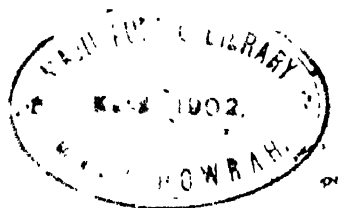
যাহারা সুদের কারবার করিয়া খায় হরকুমার তাহাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিত; কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহাকে সেই কুসীদজীবি রুদ্রনারায়ণেরই আশ্রয় লইতে হইল। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পরই হরকুমারের পিতৃবিয়োগ হয়, তাহারই অল্পদিন পূর্ব্বে জননী গতাসু হইয়াছিলেন; মাতুল রুদ্রনারায়ণ ছাড়া তাহার আর কোন আত্মীয় ছিল না, পিতাও কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কাজেই মাতুলের আশ্রয়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল। রুদ্রনারায়ণেরও স্ত্রী পুত্র কেহই ছিল না। অর্থই ছিল তাঁহার আত্মীয়পরিজন! অর্থের পরিমাণ কি করিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারে ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার

মৃত্যুর পর এ অর্থ যে কে ভোগ করিবে সে কথা তিনি একদিনও ভাবিতেন না। হরকুমার যেদিন আসিয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইল সেই দিন হঠাৎ তিনি স্থির করিলেন, এই হরকুমারই তাঁহার সুদের কারবার চালাইয়া এ অঞ্চলে তাঁহার নাম-ডাকটা বজায় রাখিবে। তাই হরকুমারকে তিনি বিশেষ যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

হরকুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে চাহিলে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না। কিন্তু দুই বৎসর পরে হরকুমার যখন এল. এ পাশ করিয়া বি. এ. পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তিনি বলিলেন, "বাপু হে, আর পড়া-শুনার দরকার নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, তোমাকেই ত এই কারবার চালিয়ে খেতে হবে, এখন কাজকর্ম্ম সব বুঝে-সুজে নাও।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হরকুমার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

দিন দুই পরে রুদ্রনারায়ণ তাহাকে কহিলেন, "এর নাম তোমাদের লেখাপড়া শেখা! দু'বছর মিছামিছি আমার এতগুলা টাকা নষ্ট হ'ল। চক্রবৃদ্ধি সুদ কষতে হয় কি করে তা জান না তবে শিখেছ কি ছাই!"

হরকুমার তাহার মাতুলের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। চক্রবৃদ্ধি কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। মাতুল

যদি তাহাকে ইংরাজী করিয়া বলিতেন 'কম্পাউণ্ড ইন্টারেষ্ট', তাহা হইলে কথাটা অন্ততঃ সে বুঝিতে পারিত।

রুদ্রনারায়ণ চশমা জোড়াটী খুলিয়া কহিলেন, "তোমাকে দেখছি কিছুদিন পাঠশালায় পড়াতে হবে। আরে ছিঃ ছিঃ এর নাম তোমাদের লেখা-পড়া শেখা!"

যাহা হউক হরকুমারকে পাঠশালায় যাইতে হইল না। রুদ্রনারায়ণ নিজেই গুরুমহাশয় হইয়া তাহাকে স্নুদ-কষা শিখাইতে লাগিলেন। হরকুমার মেধাবী ছিল, দুই দিনেই বেশ শিখিয়া লইল। রুদ্রনারায়ণ ভারী খুসী হইলেন।

প্রতিদিন মাতুলের পার্শ্বে বসিয়া হরকুমার কম্পিত হস্তে স্নুদ কষিতে লাগিল। কিন্তু এই কারবারের উপর তাহার যে ঘৃণা ছিল তাহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল বই কমিল না। এ কি ভীষণ অত্যাচার! লোকে বিপদে পড়িয়া পাঁচ টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, আর তাহারই নিকট হইতে কিনা স্নুদের স্নুদ, তস্য স্নুদ হিসাব করিয়া ছয় মাসে নয় টাকা আদায় করিয়া লইতে হয়, লোকের কাকুতিমিনতি কান্নাকাটীতে কোন ফল হয় না, বৃদ্ধ রুদ্র-নারায়ণ অটল হইয়া বসিয়া থাকেন। গভীর বেদনায় হর-কুমারের বুক ভরিয়া যাইত। এই ব্যবসা করিয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইবে!

এই ভাবে সপ্তাহ দুই কাটিয়া গেল। রুদ্রনারায়ণ কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। কারবার দেখিবার সমস্ত ভার পড়িল

হরকুমারের উপর। রোগের যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেন তবু হরকুমারকে সেবা করিবার অবকাশ দিতেন না। একদিন বলিয়া দিলেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, এমন অসুখ আমার মাঝে মাঝে হবে, তা বলে আমার কারবার ত ভেসে যেতে পারে না! যাও কারবার দেখ্ গে। খুব সাবধান, সব বেটা জুয়াচোর। দেখ, কেউ যেন একটা আধ্‌লা না ঠকিয়ে নিয়ে যায়!" হরকুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল।

এক সপ্তাহের মধ্যে রুদ্রনারায়ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। দোকানে উপস্থিত হইয়া কারবারের খাতা দেখিয়া তিনি একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হরকুমার পার্শ্বে বসিয়াছিল। তাহার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাহিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "হারে আবাগীর বেটা, আমার এ কি সর্ব্বনাশ করেছিস! যদো বেটা দু'দু পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে গেল আর তুই তাকে অমনি ছেড়ে দিলি!"

হরকুমার অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, "তার কাছে আমি সুদ চাইতে পারিনি। তার যে ছেলের ব্যায়রামের সময় সে টাকা নিয়েছিল, সে ছেলে তার মারা গেছে!"

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তার ছেলে মরেছে তা আমার কি! তবেই তুমি আমার কারবার চালিয়েছ! সুদ নাও নি বলছ, কিন্তু তার সুদের কোটায় চার আনা পয়সা জমা হ'ল কোত্থেকে?"

হরকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নিজের কাছে চার আনা ছিল তাই আমি ওর নামে জমা দিয়েছি।"

রুদ্রনারায়ণ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "বেশ করেছ! আর এ দোকানে তুমি ঢুকো না।"

শাপে বর হইল ভাবিয়া হরকুমার মনে মনে আনন্দ অনুভব করিল। এ কাজ তাহার নহে। সে যে এত সহজে অব্যাহতি লাভ করিবে তাহা সে ভাবে নাই। ধীরে ধীরে সে কহিল, "আমি তা হ'লে কলেজে ভর্ত্তি হই ?"

বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার পয়সা কি এত সস্তা! তোমার পেছনে দু'বছর যা খরচ করলাম তা থাকলে আমার কত সুদ আসত। তোমার মতন লক্ষ্মীছাড়ার জন্যে আমি আর একটা পয়সাও খরচ কচ্ছি না। বড় হ'য়েছ, নিজের পথ নিজে দেখে নাও গে। বাপটা ছিল যেমন হতভাগা ছেলেও ত তেমনি হবে! টাকা কি জিনিস: লক্ষ্মীছাড়ারা বুঝবে কোত্থেকে!"

নিজের সম্বন্ধে হরকুমার সমস্ত সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু তাহার দেবতুল্য পিতৃদেবকে কেহ অন্যায় করিয়া গালিগালাজ করিবে ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। সে বলিয়া ফেলিল, "আপনি আমাকে যা ইচ্ছা বলতে পারেন, কিন্তু বাবাকে গাল দেবেন না।"

একটা অনাথ আশ্রয়হীন বালকের যে এতদূর স্পর্দ্ধা হইতে পারে রুদ্রনারায়ণের তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বিষ নেই কুলো-পানা চক্র! সংসারটা কেমন একবার বেয়ে-চেয়ে দেখে আয়। তারপর এ তেজ ভাঙ্গবে! দিব্যি নিশ্চিন্তে দু'বেলা মামার অন্ন ধ্বংস করছিস সংসারটা কি ব্যাপার বুঝবি কোত্থেকে! আমার বাড়ীতে তোর আর জায়গা হবে না।"

মাতুলের এই উক্তি অভিমানী হরকুমারের বুকে দারুণ বাজিল! সে নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, সামান্য কিছু ত লেখাপড়া শিখিয়াছে ইহাতে কি একটা পেটের সংস্থান করিতে পারিবে না? তবে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে কেন? কিন্তু একটা আশ্রয় ত চাই। সে কপর্দ্দকহীন, কিছু যে কিনিয়া খাইবে এমন পয়সাও তাহার নাই। কি করিবে কোথায় যাইবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে পথ চলিতে লাগিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, না খাইয়া মরিবে তাও স্বীকার তবু মাতুলগৃহে আর ফিরিবে না। যে কলেজে সে পড়িত সেই কলেজের অধ্যাপক নগেনবাবু তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। সে বরাবর তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। নগেনবাবু তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার নিকট সে অকপটে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত

বিবৃত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি কহিলেন, "তুমি মাষ্টারি করেই বি. এ. পরীক্ষা দাও। আমার স্থির বিশ্বাস তুমি পাশ করবে। মাষ্টারী তোমাকে একটা আমি যোগাড় করে দিতে পারব। হরিহরপুর স্কুলের হেডমাষ্টার আমার বিশেষ বন্ধু; তিনি তাঁর স্কুলের জন্যে একজন মাষ্টারের কথা আমায় লিখেছেন। আজই তাঁকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, যে ক'দিন উত্তর না আসে, সে ক'দিন তুমি আমার এখানেই থাক।"

হরকুমারের চক্ষে জল আসিল। এত সহজে যে ভগবান তাহার একটা উপায় করিয়া দিবেন ইহা যে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে কল্পনা করে নাই।

পত্রের উত্তর আসিতে দিন তিনেক বিলম্ব হইল। চতুর্থ দিনে হরকুমার শিক্ষকের পদ পাইয়া নগেনবাবুর পদধূলি লইয়া হরিহরপুর যাত্রা করিল।

২

এই অপরিচিত স্থানে দিন কয়েক হরকুমারের ভারী অসুবিধা হইল। একদিন হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "থাকবার কোন সুবিধা করতে পারলেন?"

হরকুমার কহিল, "আজ্ঞে না, এখনো ত কিছু ঠিক করতে পারিনি, নিজেই দু'বেলা রেঁধে খাচ্ছি।"

হেডমাষ্টার মহাশয় কহিলেন, "আমাদের শচীনাথবাবু একটী লোকের কথা আমায় বলেছিলেন, তা আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা'হলে আপনার কথা তাঁকে আমি বলতে পারি। সেখানে বিশেষ কিছু কাজ নেই, তাঁয় দুটী ছোট ছোট নাতিকে পড়াতে হবে।"

হরকুমার সম্মতি জানাইয়া কহিল, "তা হ'লে ত আমার খুব সুবিধা হয়।"

পরদিন হরকুমার শচীনাথবাবুর গৃহ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল। তাহার আর কোন অসুবিধা রহিল না। সে বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

মাস দুই. পরে একদিন শচীনাথ হরকুমারকে কহিলেন, "হাঁ হে হরকুমার বি. এ. পরীক্ষা ত দেবে, কিন্তু তুমি পড় কখন? বেলা দশটা থেকে চারটা অবধি স্কুলের খাটুনি খাট, আর সকাল সন্ধ্যে ঘণ্টা চার পাঁচ ত আমার নাতিদের নিয়েই কাটাও, এত খাটুনী খেটে পরীক্ষার পড়াই বা পড়বে কখন, আর পাশই বা করবে কি করে!"

হরকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। শচীনাথ কহিলেন, "চুপ করে রইলে যে?"

হরকুমার কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আজ্ঞে রাত্রে ঘণ্টা তিনেক পড়ি।"

শচীনাথ কহিলেন, "সে ত আমি জানি বাপু, কিন্তু অসুখ করে বসলে পরীক্ষা দেবে কে! আর এক কথা তুমি আমার নাতি দু'টোর মাথা খেতে চাও?" হরকুমার ভীত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। তিনি কহিলেন, "দেখ, সকালে যেটুকু হয় আমার নাতিদের পড়িও! সন্ধ্যের সময় তোমার পড়াতে হবে না; ওতেই আমার নাতিদের ঢের বিদ্যে হবে। সন্ধ্যা-বেলা আমিও ত তাদের নিয়ে একটু বসতে পারি। তুমি কি-রকমের ছোকরা তা ত আমি বুঝতে পারি না, নিজের স্বার্থের দিকেও ত একটু দেখতে হয়!"

ইহার কি উত্তর দিবে! হরকুমারের মুখে কথা জোগাইল না। ইহার উপর যে আর কোন কথা চলে না! ঐ দুইটী নাতিকে পড়াইবার জন্যই ত শচীনাথ তাহাকে খাইতে দিতেছেন এবং তাহার নিজের বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। কোথায় কাজ ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা আদায় করিয়া লইবেন তা নয় এই কথা!

শচীনাথ কহিলেন, "আমার কথা শুনে কাজ কর, তোমার ভাল হবে। হাঁ, হরকুমার তোমাব খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না ত? পুষ্প মা আমার ছেলেমানুষ, তাঁর ওপর সংসারের ভার। যদি কোন অসুবিধা হয় সেটা তুমি আমার কাছে বল কিন্তু। স্কুলের বেলা হ'ল আর তোমায় বকাবো না। আমারও এখন বেরুতে হবে। হীরু-মণ্ডলের

মেয়েটা যাহ'ক বেঁচে উঠল. আবার ছেলেটার কলেরা হ'য়েছে !"

এই বৃদ্ধ বয়সে শচীনাথের অদ্ভুত শক্তি ছিল। গ্রামে কোথায় কাহার অসুখ হইয়াছে শচীনাথ সেবা করিতে ছুটিলেন; কোথায় কে হয় ত অনাহারে রহিয়াছে শচীনাথ তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যে কয়টী টাকা তিনি পেনশান পাইতেন, সংসার-খরচ বাদ তাঁহার বাকী সব কয়টী টাকাই এই ভাবে ব্যয় হইত। তিনি বিপত্নীক, সংসারের মধ্যে তাহার দুইটী কন্যা,—বড়টীর নাম রাধারাণী ও ছোটটীর নাম পুষ্পরাণী। পুষ্প অবিবাহিতা, দ্বাদশ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি কন্যার বিবাহের কোন চেষ্টা করেন নাই। নিজে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন; সেই সঙ্গে পুষ্প নানারূপ শিল্পকার্য্যও শিক্ষা করিয়াছে। ছোট ছেলেদের জামা সে এমনই সুন্দর তৈয়ারী করিত যে ভাল ভাল দর্জ্জীরা তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত। তাহা ছাড়া এই বয়সে সে পাকা রাঁধুনী হইয়া উঠিয়াছিল। শচীনাথ মাঝে মাঝে তাঁহার বড় মেয়ের কাছে বলিতেন, "দেখিস রাধু, পুষ্প-মা আমার কোন কষ্ট পাবে না; যে অবস্থায় সে পড়ুক না কেন সব সামলে নিতে পারবে।"

যথাসময়ে হরকুমার বি. এ. পাশ করিল। সে স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হইল।

রাধারাণী মাস দুইয়ের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে কহিল, "হাঁ বাবা তুমি কি পুষ্পকে চিরকাল আইবুড়ো করে রাখবে নাকি? আমার শ্বশুরবাড়ীর ওঁরা তোমার কত নিন্দা করছিলেন। যাই বল বাবা আর ভাল দেখায় না!"

শচীনাথ হাসিয়া কহিলেন, "আমি ও কথা একবারে ভুলেই গেছলাম। পুষ্প মা কি এত বড় হ'য়ে উঠেছে?"

রাধারাণী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি কি যে বল বাবা তার ঠিক নেই। ওর কত বয়স হ'ল তার হিসেব রাখ! হিঁদু-ঘরের মেয়ে পনের বছর পার হ'তে চললো আর কত বড় হবে!"

শচীনাথ কহিলেন, "কোথায় গেল পুষ্প মা আমার? ডাক্ দেখি তাকে। দেখি একবার কত বড় হ'ল।"

রাধারাণী "পুষ্পী, পুষ্পী" করিয়া ডাকিতেই পুষ্পরাণী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

শচীনাথ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "হাঁ মা পুষ্প তুই নাকি খুব বড় হ'য়ে উঠিছিস? তোর দিদি আমায় ভারী বকছিল। না, তোর দিদি দেখছি তোকে এ বাড়ী থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না। যা হয় করুক! সে দু'মাস পরে এল, যা দিকি ভাল করে খাবার বন্দোবস্ত করে ফেল্ত মা।" পুষ্পরাণী চলিয়া গেলে তিনি আবার কহিলেন, "হাঁ মা, রাধু, তুই ঠিক

বলেছিস্। পুষ্পর এবার বিয়ে দিতে হবে। আমার পয়সা-কড়ি কিছু নেই, তাই বলে পুষ্পমাকে আমি যার-তার হাতে দিতে পারি না; তুই একটা ভাল সম্বন্ধ খোঁজ।”

রাধারাণী কহিল, “আমি একটি পাত্র ঠিক করেছি। তোমার মত হবে কিনা তা ত জানি না।”

শচীনাথ কহিলেন, “বেশ, আমি মত দিলাম।”

রাধারাণী হাসিয়া কহিল, “কে পাত্র, কোথায় তার বাড়ী-ঘর, সে কি করে কিছু জান্‌লে না—অমনি মত দিয়ে দিলে!”

শচীনাথ কহিলেন, “তুমি ত মা বুঝে-সুজেই পাত্র ঠিক করেছ,—আমার আবার মতামত কি? আচ্ছা, পাত্রটী কে শুনি?

রাধারাণী একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, “মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?”

শচীনাথ একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কথা তাঁহারও মনে হইয়াছিল, তবে কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। হরকুমার যে রূপেগুণে পুষ্পরাণীর যোগ্য সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না, কিন্তু হরকুমার যদি বিবাহ করিতে না চায়, এই ছিল তাঁহার আশঙ্কা। তিনি কন্যাকে কহিলেন, “হাঁ মা রাধু, তুমি ত বলছ কিন্তু হরকুমারের কি মত হবে? সে আমার মত গরীবের মেয়েকে কি বিনা পয়সায় বিয়ে করবে?”

রাধারাণী কহিল, "সে ভার আমার। টাকা সে অবিশ্যি অনেক পেতে পারে, কিন্তু পুষ্পর মত মেয়ে পাওয়া বড় শক্ত। তুমি রাজী ত বাবা ?"

"আমি ত রাজী" বলিয়া শচীনাথ হাসিলেন; আর কিছু বলিলেন না।

ইহারই মাস খানেক পরে এক শুভলগ্নে পুষ্পরাণী ও হরকুমারের বিবাহ হইয়া গেল; সমারোহের মধ্যে শচীনাথ তিন চারি শত কাঙ্গালী খাওয়াইলেন।

বিবাহের বৎসর ঘুরিবার পূর্ব্বেই শচীনাথ সকলকে কাঁদাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। গ্রামময় একটা হাহাকার পড়িয়া গেল।

শ্রাদ্ধান্তে রাধারাণী শিশু দুইটিকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

একদিন হরকুমার পুষ্পরাণীকে কহিল, "আমার ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে মাষ্টারী করি, তুমি কি বল ?" স্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া সে কোন কাজ করিত না।

পুষ্প কহিল, "আমারও তাই ইচ্ছে, সেখানে গেলে তোমার এম. এ. পড়বারও সুবিধা হবে।"

হরকুমার কহিল, "তা হ'লে চেষ্টা করা যাক্।"

কিছুদিন পরে তাহারা কলিকাতায় চলিয়া গেল।

৩

চৌদ্দ বৎসর পরের কথা। হরকুমার কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেছে, কিন্তু নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া তাহার আর এম. এ. পাশ করা হয় নাই। স্কুলের মাহিনা ও টিউশানি করিয়া যাহা সে রোজগার করে তাহাতে তাহার সংসার বেশ চলিয়া যায়। তাহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র দুইটি বড়, কন্যাটি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ সুশীলের বয়স বৎসর বার, মধ্যম করুণার বৎসর নয়েক ও কনিষ্ঠ কন্যা লীলার বয়স ছয় বৎসর।

বাড়ীভাড়া, ছেলেমেয়েদের দুধ জলখাবার ও সংসারের অন্যান্য খরচ বাদে মাসের শেষে হরকুমারের কিছুই বাঁচিত না। তাহার অভাবও ছিল না, সঞ্চয়ও ছিল না; দিন কাটিয়া যাইত। এই দিন কাটাইবার জন্য সামর্থ্যের অপেক্ষা তাহাকে বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরে সেই যে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা আর ঠিক জোড়া লাগে নাই। কোনরূপ অসুখ না থাকিলেও সে দেহে আর তেমন জোর পাইত না। এতদিন তাহার মনে কোনরূপ চিন্তার উদয় হয় নাই। হঠাৎ একদিন পড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে তাহার মনে হইল, আমি এ কি করিতেছি, চারিটী প্রাণী আমার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া আছে

তাহাদের জন্য ত আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। আজ আমি যদি চক্ষু বুজি তাহা হইলে কাল যে তাহারা পথে বসিবে; সঞ্চয় বলিতে যে একটী কপর্দ্দকও নাই! ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত অস্থির চিত্তে গৃহে ফিরিল, কাপড় ছাড়িয়া মুখে হাতে জল দিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়াই সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পুষ্প সেখানে দাঁড়াইয়াছিল,— ব্যাকুল হইয়া তাহার মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। হরকুমার খানিক পরে চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "গায়ে এত জল দিলে কে?" একটু থামিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া আবার কহিল, "তুমি বুঝি ভয় পেয়ে এই কাজ করেছ? ভাবলে বুঝি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছি। ও কিছু নয়; তুমি ভেব না! ক্লান্ত হ'য়ে ফিরেছিলাম কিনা, তাই একটু ঘুম এসেছিল।"

পুষ্পরাণী তাহার এই কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিল না। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে কহিল, "তোমার জন্যে এক বাটী দুধ গরম করে আনি, তাই খেয়ে একটু সুস্থ হও; তারপর ভাত খেও'খন।"

হরকুমার কহিল, "কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হ'চ্ছ? আমার দুধের দরকার নেই, ছেলেদের জন্যে রেখে দাও। তাদের যে দুধে কম পড়ে যাবে। আমি বেশ সুস্থ হ'য়েছি।"

পুষ্প কোন কথা শুনিল না। এক বাটী গরম দুধ আনিয়া জোর করিয়া স্বামীকে খাওয়াইল।

রাত্রে আহারের পর পুষ্প কহিল, "অত খাট্‌লে তোমার শরীর টিক্‌বে কেন? তুমি এক জায়গায় পড়ান ছেড়ে দাও।"

হরকুমার কহিল, "তা হ'লে সংসার চলবে কি করে? যা পাই তার থেকে ত এক পয়সা বাঁচে না। কোন রকমে এই পর্য্যন্ত চলছে। এর চেয়ে আয় কমে গেলে কি হবে? আমি ত মনে করেছি আরো একটা টিউশানি কর্‌ব।"

পুষ্প স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "টাকা আগে না শরীর আগে! না, তোমার খাটুনী কমাইতেই হবে। সংসার খরচ একরকম করে চলে যাবে।"

হরকুমার কহিল, "কি করে চল্‌বে তা ত আমি ভেবেই পাচ্ছি না।"

পুষ্প কহিল, "তোমার তা ভাববার কোন দরকার নেই! তুমি দেখ না, আমি ঠিক চালিয়ে নেব। তুমি এক কাজ কর; এর চেয়ে একটা কম ভাড়ার বাড়ী দেখ। আর মাসের এই ক'টা দিন গেলেই ঝী ছাড়িয়ে দেব, তা হ'লেই অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে।"

হরকুমার চক্ষু বুজিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিল, তার পর কহিল, "দেখ পুষ্প আজ পথে আস্‌তে আস্‌তে একটা কথা মনে হওয়ায় আমায় ভারী ভাবিয়ে তুলেছে। আমি যদি আজ মরে যাই কাল তোমাদের কি দশা হবে বল দেখি?"

পুষ্প শিহরিয়া উঠিল। দিন দুই পূর্ব্বে তাহারও যে

ঠিক এই কথাই একবার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ তাহা মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইয়াছিল, যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। আজ স্বামীর কথায় সে প্রথমটা বিচলিত হইয়া উঠিলেও আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "ওপরে যিনি আছেন তিনি দেখবেন। সে ভাবনা তোমার আমার দরকার নেই। দেখ, আমি ক'দিন ধরে বল্‌ব বল্‌ব করে বল্‌তে পারি নি। আমার ইচ্ছে একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে তোমার শরীরটা দেখিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আর ওষুধপত্রের একটা ব্যবস্থা করে নাও।"

হরকুমার হাসিয়া কহিল, "আমার কি হ'য়েছে যে ডাক্তার দেখাব! বয়স বাড়ছে বই ত আর কমছে না, সঙ্গে সঙ্গে জোরও কমে আসছে, তুমি কিছু ভেবো না পুষ্প! যাক্ অনেক রা'ত হয়েছে ঘুমান যাক্।"

প্রত্যুষে উঠিয়া হরকুমার পুষ্পকে কহিল, "এতদিন একটা কাজ বড় ভুল হয়ে গেছে।"

পুষ্প উৎসুক নয়নে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

হরকুমার কহিল, "আমার একটা ইন্‌সিওর করা উচিত ছিল, এতদিন তা মনে হয় নি। কাল রাত্রে ভাবতে ভাবতে—"

পুষ্প বাধা দিয়া শুষ্কমুখে কহিল, "কাল বুঝি সারারাত ঘুমোও নি, খালি ভেবেছ। নিজে ইচ্ছে করে শরীরটা নষ্ট করছ। ভারী অন্যায়! আমি বলি কিছুদিন ছুটি নাও, কোথায় ঘুরে এস।"

হরকুমার হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা আর ভাববো না। তবে ইন্সিওর করলে ত আর ক্ষতি নেই, সেটা দরকারও, দিন দিন ও বয়স বেড়ে যাচ্ছে, শেষে দেরী করলে হয় ত হবে না। আর দেখ এতে আর একটা সুবিধাও হবে। তুমি ত ডাক্তার দেখাবার কথা বলছিলে বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখানও হয়ে যাবে।"

পুষ্প কহিল, "যাই কর না কেন তোমার খাটুনি কমাতেই হবে। খরচ আমি কমিয়ে ফেলবই।"

হরকুমার কহিল, "ইনসিওর করতে গেলে খরচ কমাইতেই হবে। তুমিই বা একলা কত খাটবে ; তোমারও ত শরীর।"

পুষ্প হাসিয়া কহিল, "আমার শরীরের জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। সামান্য এইটুকু খেটে যদি মেয়েমানুষের শরীর খারাপ হয়, তেমন শরীর থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। আমাদের তুলনায় তোমরা কত বেশী কাজ কর বল দেখি ? আর আমরা নিজের ঘরের এইটুকু কাজ কর্ত্তে পারব না !"

হরকুমার আর কোন কথা বলিল না। সে মনে মনে ভারী তৃপ্তি বোধ করিল। এমন স্ত্রী যার, তার দুঃখ কিসের !

যে স্কুলে সে কাজ করিত সেই স্কুলের আর একজন শিক্ষক ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট ছিলেন। হরকুমার তাঁহার নিকট ইন্সিওর করিবার প্রস্তাব করিয়া কহিল, "শীগ্গীর যাতে হয় অনুগ্রহ করে তার চেষ্টা করবেন।"

শিক্ষক মহাশয় কহিলেন, "সে জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। আমি আজই আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। খুব বেশী হ'লেও দিন সাতেকের মধ্যেই আপিস থেকে চিঠি পাব। এর মধ্যে আপনি প্রিমিয়ামটা ঠিক করে রাখবেন।"

হরকুমার ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গোলমাল হবে না ত ?"

এজেণ্ট মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, "আপনিও যেমন, গোলমাল কিসের। আপনার বয়সও তেমন কিছু হয় নি, শরীরও খারাপ নয়। কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দেব। আপনাকে কত আগে বলেছিলাম বলুন দেখি, এত দিনে আপনার কত সুবিধা হ'ত। যাক্ যা হবার হ'য়ে গেছে। আপনি প্রিমিয়ামের টাকা ক'টা ঠিক করে রাখবেন, আজ ছুটীর পরই আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

যাহারা কোন দিন কোন ইন্সিওরেন্সের এজেণ্টের সম্পর্কে আসে নাই, তাহারই হরকুমারের মত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহারই মত কতকগুলা কথা মিথ্যা খরচ করে। কেননা তাহারা জানে না যে ইন্সিওর করিতে তাহারা যতটা ব্যগ্র—এজেণ্টরা তদপেক্ষা কম ব্যগ্র নহে। হরকুমারের মত মক্কেল এজেণ্টদের ভাগ্যে কমই জুটিয়া থাকে !

সেইদিন বৈকালেই হরকুমারের ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। তাহার পর সাতদিন হরকুমার যে কিরূপ উদ্বিগ্নে

কাটাইয়াছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। এজেণ্ট মহাশয় তাঁহাকে প্রিমিয়ামের একটা আঁচ দিয়াছিলেন, হরকুমার সেই টাকাটা নানা উপায়ে, অর্থাৎ কতক বা কর্জ্জ করিয়া কতক বা ছাত্রদের নিকট হইতে টিউশানের অগ্রিম লইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সে সাত দিন যেন আসিতে চাহে না।

যথা সময়ে হরকুমার ইন্সিওর অফিসের পত্র পাইল। খামখানি খুলিতে তাহার হাত বারংবার কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল বুঝি বা এই পত্রখানি কি অশুভ বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এমন মানুষ নাই যাহার অন্তরে ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কার মধ্যেও আশার প্রদীপ অতি ক্ষীণ হইয়া জ্বলে না। হরকুমারেরও তাহাই হইয়াছিল। আশার ক্ষীণ রশ্মির দিকে চাহিয়া হরকুমার পত্রখানি উন্মোচন করিল। কিন্তু দু'ছত্র পড়িয়াই সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে! তাহার পুত্রকন্যা ও স্ত্রীর জন্য যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিবার শেষ আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল! সে কোন দিন পুষ্পর নিকট কোন কথা গোপন করে নাই, কিন্তু আজ এ কথা বলিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। কোন রকমে চারিটি অন্ন মুখে দিয়া সে স্কুলে চলিয়া গেল। পুষ্প যে তাহা ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই তাহা নহে, তাহার স্বামীর মুখে সামান্য একটু চিন্তার রেখাপাত হইলেও যে তাহা পুষ্পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে না! কিন্তু সে

বুঝিয়াও স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। জিজ্ঞাসা করিলে যে তাহাকে আরও ব্যথা দেওয়া হইবে! ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে সে কহিল, "হে ঠাকুর আমার স্বামীর কষ্ট দূর করে দাও।" তাহার এই কাতর প্রার্থনা ভগবানের স্বর্ণ-সিংহাসনের তলে পৌঁছিল কি না কে বলিতে পারে?

স্কুলে পৌঁছিতেই এজেণ্ট মহাশয় হরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশায় চিঠি এসেছে?"

হরকুমার বিবর্ণমুখে কহিল "এসেছে; কিন্তু খবর খারাপ; আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'য়েছে।"

এজেণ্ট মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "সে কি! পত্র-খানা এনেছেন? দেখি একবার।" হরকুমার কম্পিতহস্তে পত্রখানি বাহির করিয়া দিল। দুই, তিনবার ভাল করিয়া পড়িয়া তিনি আবার কহিলেন, "তাই ত! এমন ত খুব কমই হয়। কি যে হ'ল আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না! ছুটীর পর একবার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করা যাক. তাহ'লেই সব খবর জানতে পারা যাবে। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর রিপোর্টে কিছু খারাপ লিখেছেন। দেখি কোন উপায় করতে পারি কিনা"

বৈকালে উভয়ে ডাক্তারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজেণ্ট মহাশয়ের সহিত ডাক্তার বাবুর কি কথাবার্ত্তা হইল হরকুমার তাহা শুনিতে পাইল না। সে বিবর্ণমুখে দূরে

বসিয়া রহিল। খানিক পরে ডাক্তার বাবু তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "হরিবাবু জানেন আমি সাধ্যপক্ষে তাঁহার কোন কেশ খারাপ লিখি না, কিন্তু আপনারটা কিছুতেই পারলাম না।"

হরকুমার শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি দোষ পেলেন ?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনাকে বলাই ভাল, লুকিয়ে কোন লাভ নেই ; এখনও চেষ্টা করলে অসুখ সারতে পারে। আমার ত মনে হয় আপনার যক্ষ্মার উপক্রম হ'য়েছে।"

হরকুমারের মুখখানি মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। খানিকক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "আপনি যদি দয়া করে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে দেন ?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনার বুকটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখি।"

প্রায় মিনিট পনের ধরিয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিলেন। ঔষধপত্রের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন, "এ রোগের পক্ষে কলকাতা বড় খারাপ জায়গা যত শীঘ্র পারেন এ জায়গা ছেড়ে যান।"

৪

হরকুমার ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিল। আর পুষ্পর কাছে কিছু গোপন করা চলে না। এই বিপদে সেই যে তাহার একমাত্র বন্ধু। কলিকাতা ছাড়িতে হইলে তাহার জীবিকা-অর্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, অথচ না ছাড়িলেও চলিবে না। হায়, ভগবান্, তাহাকে এ কি বিপদে ফেলিলে!

পুষ্পকে দেখিয়া সে অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কহিল, "আমার ইন্সিওর হ'ল না পুষ্প!"

স্বামীর ব্যথিত কণ্ঠস্বরে পুষ্প চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার স্বামী যে দুরন্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এটা সে বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল অর্থের অনটনের জন্যই তাহার স্বামী ইন্সিওর করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তাই সে তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য কহিল, "নাই করা হ'ল তাতে কি হ'য়েছে?"

হরকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে যা হবার হয়েছে তার জন্য ভেবে আর কি করব পুষ্প, ডাক্তারবাবু কি বলেছেন জান?"

পুষ্পর মুখ সহসা একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি কোন শক্ত অসুখের কথা বলেছেন না কি?"

যদিও হরকুমার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিল পুষ্পর নিকট অসুখের কথা গোপন করিবে না, কিন্তু এখন পত্নীর মুখ দেখিয়া সে অসুখের কথা বলিতে পারিল না। কহিল, "ডাক্তারবাবু বলছিলেন, কলকাতা আমার সইবে না। অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে যাই কি করে বল দেখি। খাব কি?"

পুষ্প মনের চাঞ্চল্য যথাসম্ভব চাপিয়া কহিল, "কলকাতা ছাড়া কি আর কোথাও মাষ্টারী পাওয়া যাবে না? কিন্তু দেখ, আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছে কি লুকচ্চো। বিয়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই পনের বৎসর তুমি ত আমার কাছে কোনদিন কিছু লুকোও নি; সত্যি করে বল ডাক্তার কি বলেছে?"

কিন্তু হরকুমার সত্য কথা বলিতে পারিল না; জিহ্বাগ্রে আসিয়া কথা আটকাইয়া গেল, অথচ চুপ করিয়া থাকাও চলে না! পুষ্পর মনের সন্দেহ যে তাহা হইলে আরও দৃঢ় হইবে। তাই সে জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "না না মিথ্যা কথা কেন বলব। ডাক্তার স্পষ্ট কোন অসুখের কথা বলেন নি; তবে এইটুকু বললেন যে কলকাতায় থাকলে অসুখ ধরতে পারে।"

পুষ্প অসুখের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল, "ওষুধপত্র কিছু খেতে বললেন?"

হরকুমার কহিল, "ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা আজ আর আনা হয় নি।"

পুষ্প কহিল, "কাগজখানা দাও দিকি? আমি সুশীলকে দিয়ে এখনি আনাচ্ছি। আমি ত তোমায় ক'দ্দিন ধরে বলছি তোমার শরীরটা খারাপ হ'য়েছে, খাটুনী কমাও। তা তুমি কিছুতেই শুনলে না! কাল থেকে তোমায় কিন্তু রাত্রে বেরুতে দেবো না, তা বলে রাখছি। কই কাগজখানা দাও।"

হরকুমার হাসিয়া কহিল, "একদিন ওষুধ না খেলে আমি মরে যাব না। এ রাত্রে আর সুশীলকে পাঠিয়ে দরকার নেই, আমি কাল সকালে নিজেই নিয়ে আসবো।"

যক্ষ্মা। যক্ষ্মা কি কখন সারে? যদি বা সারে তাহা হইলেও ত অনেক দিন ভুগিতে হইবে। পড়িয়া থাকিলে কি করিয়া সংসার চলিবে? এই সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হরকুমার সে রাত্রি প্রায় বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিল। পুষ্পরাণীরও চোখে ঘুম ছিল না। দারুণ দুশ্চিন্তাগুলাকে মন হইতে দূর করিবার জন্য সে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু পারিয়াছে কি? তাহার কয়েকখানি পিতৃদত্ত অলঙ্কার ছিল, তাহারই উপর ভরসা করিয়া অবশেষে সে মনকে বুঝাইল, নূতন জায়গায় গিয়া যে কয়দিন উনি কাজের যোগাড় করিতে না পারেন, সে কয়দিন এই অলঙ্কার বেচিয়া সংসার চালাইব। তার পর,—ভগবান কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইবে হরকুমার কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এদিকে তাহার দেহ দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পুষ্পরাণী তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল; ব্যগ্র হইয়া কহিল, "যেখানে হ'ক চল, আর দেরী কর না। ওষুধে ত কোন উপকার হচ্ছে না, দিন দিন তোমার শরীর আরো শুকিয়ে যাচ্ছে।"

হরকুমার কহিল, "হেডমাষ্টার মশায় বলছিলেন কাশী গিয়ে থাকতে, সেখানে তাঁর একজন জানাশুনা লোক আছে, তাঁকে লিখে গঙ্গার ধারে তিনি একটা বাড়ী ভাড়া করিয়ে দিতে পারেন। তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে তাঁকে কিছু এখনো বলিনি। তুমি কি বল? কাশী খুব বড় জায়গা। সেখানে স্কুলও অনেক আছে।"

চেষ্টা করলে একটা মাষ্টারী যোগাড় হ'তে পারে। তোমায় নীরোর কথা বলেছিলাম না, সেই আমার মাসতুতো বোন, নীরো—তার স্বামী কাশীতে চাকরী করে—কোন এক বড় ফার্ম্মের ম্যানেজার, তারা চেষ্টা করলে একটা ভাল টিউশানিও যোগাড় ক'রে দিতে পারে। পয়সা কড়ির সাহায্য তাদের কাছে পাব না জানি, কিন্তু এটুকু সাহায্য হয় ত পেতে পারি। বিদেশে এ রকম এক জন আত্মীয় থাকলে তবু অনেকটা ভরসা থাকে, কি বল?"

পুষ্প কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, "এ'ত খুব ভাল কথা; তবে আর দেরী কর না। আজকে গিয়েই বাড়ী ভাড়ার জন্যে লিখে দিতে বল। তত দিনে এদিকে আমরা সব গুছিয়ে নি।"

হরকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তাই গিয়ে বলব এখন। এখন কিছু টাকা ধারের চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। রেল ভাড়া অনেকগুলা টাকা। সেখানে গিয়ে কিছু দিন ত বসে খেতে হবে, তার ওপর বাড়ী ভাড়া আছে। যাক্ যা হয় হবে। এখন এ কাঠের জিনিস, খাট আলমারী, টেবিল এগুলা রেখে যাই কোথা?"

পুষ্পরাণী কহিল, "রেখে যাবার দরকার কি; ওগুলা বেচে ফেলবার চেষ্টা দেখ।"

হরকুমার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওগুলা তোমার বাপের জিনিস, তা ছাড়া ওরকম জিনিস এখন অনেক টাকা খরচ না করলে তৈয়ারী করাই যায় না—ওগুলো বেচে ফেলব?"

পুষ্পরাণী কহিল, "হ'লই বা বাবার জিনিস। তোমার শরীর আগে না জিনিসগুলা আগে! ওসব কিছু ভেব না, বেচে ফেলে দাও, আবার হ'তে কতক্ষণ।"

হরকুমার নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বাপের দেওয়া জিনিষে মেয়েদের সচরাচর খুব বেশী মায়া জন্মে। এমন স্ত্রীলোক কম

দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্ততঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া জিনিস-গুলা হস্তান্তর করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা দূরের কথা পুষ্পরাণী দ্বিধাশূন্য অন্তরে নিজেই সেই সমস্ত প্রিয় জিনিস হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব করিল। এমন অনেক রমণী আছেন যাঁহারা এই ব্যাপারটীকে পুষ্পরাণীর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু এমন দুই এক-জনও আছেন যিনি পুষ্পরাণীর এই নির্ব্বুদ্ধিতাকে তাঁহাদের গর্ব্বের সামগ্রী মনে করিয়া থাকেন।

হরকুমার সে দিন সুস্থমনে স্কুলে চলিয়া গেল।

৫

হরকুমারের জন্য কাশীতে বাড়ীভাড়া করিতে যেদিন হেড মাষ্টার মহাশয় তাঁহার বন্ধুকে পত্র লিখিলেন সেই দিন পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকা সহরের দ্বিতল গৃহের একটী কক্ষে এক-জন বৃদ্ধ রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। নিকটে কেহই ছিল না, শুধু কক্ষের বাহিরে বারান্দায় একজন ভৃত্য বসিয়াছিল।

মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারে, এবং কিছু করিতে না পারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। মৃত্যু-পথের যাত্রী রুদ্র-নারায়ণেরও আজ সেই অবস্থা হইয়াছে। নিজের গর্হিত আচরণের

কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে মনে দগ্ধ হইতেছিলেন, কিন্তু তাহার সংশোধনের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁহার মনে পড়িতেছিল তাহার টাকার সুদের সুদ দিতে গিয়া কত লোকের ভিটামাটী উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কত আশ্রয় হীন অনাথের তপ্ত অশ্রুতে তাহার কক্ষতল সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়, সেই বহু লোকের বক্ষ-বিদারি তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া সগর্ব্বে অর্জ্জিত এই বিপুল ধনরাশি ত তাঁহার সহযাত্রী হইবে না! সে ত সিন্দুকের ভিতর তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিবে। তাহা ভোগ করিবার জন্য তিনি ত আর ফিরিয়া আসিবেন না। হঠাৎ তাহার হরকুমারের কথা মনে পড়িল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল তাহার জননীর কথা। তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "হরর মা, আমার সেই আদরের ছোট বোন মরবার সময় যে আমার হাতে ধরে বলে গিয়েছিল, দাদা এর দেখবার ভার তোমার ওপর রইল, আর আমি কিনা সেই হরকে বিনা দোষে তাড়িয়ে দিলাম। সে ত কিছুই করেনি। সে যে মানুষ শুধু এই টুকুরই সে পরিচয় দিয়েছিল। তাহার বাপকে আমি গাল দিয়েছিলাম সে সহ্য করতে পারেনি। আমি টাকার মোহে অন্ধ হ'য়ে তাকে অন্যায় করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আহা কচি ছেলে হয় ত কত কষ্ট পেয়েছে। বড় অভিমানী ছিল বলে আমার কাছে ফিরে আসে নি। আমি তাকে ভুলেছিলাম

কিন্তু সে ত আমায় ভোলে নি। সে আমায় দু তিন খানা চিঠি লিখেছিল, খামের উপর তার হাতের লেখা চিন্তে পেরে আমি রাগ করেই সেগুলা ফেরত দিয়েছি। সে এখন কি করছে কোথায় আছে কিছুই জানি না। খবর পেলে এ সময়ে সে নিশ্চয়ই আসত। উঃ!” তাহার এই কাতরধ্বনি শুনিয়া ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বৃদ্ধ রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “কে তোকে ডেকেছে, সরে যা, সরে যা, আমি কাউকে চাই না।” ভৃত্য চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় বৃদ্ধের উইলের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, “উইল খানা ঐ হাতবাক্স থেকে বের করে আন্‌ত, এনে উকিল ডাক্‌তে যা। বলগে আমি উইল বদলাব।” হরকুমারের উপর রাগ করিয়া বৃদ্ধ তাহার সমস্ত টাকা হরকুমারের মাসতুতো বোন নীরদার নামে উইল করিয়াছিলেন, সেই উইল বদলাইবার জন্য বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় নীচে গাড়ী থামার শব্দ শ্রুত হইল। বৃদ্ধ ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওরে দেখ্‌ত মোধো, নীরদা এল বুঝি। আমি তাদের যে আসতে চিঠি লিখেছিলাম।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ চক্ষু মুদিত করিলেন। রোগের যন্ত্রণা তখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরে নীরদা ও তাহার স্বামী অমূল্যকুমার রুদ্রনারায়ণের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পদশব্দে

বৃদ্ধ চক্ষু মেলিতেই নীরদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "মামাবাবু, আমি খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। এত অসুখ, আর আপনি আমাদের একটু আগে খবর দেন নি!"

রোগের অসহ্য যন্ত্রণার ভিতরেও রুদ্রনারায়ণের হাসি পাইল! আজ যদি তাহার সিন্দুকভরা টাকা না থাকিত তাহা হইলে নীরদা কি মামা বলিয়া এই মৌখিক উদ্বিগ্নতাও প্রকাশ করিত! তিনি ডাকিলেন, "নীরদা, অমূল্য?"

অমূল্য কহিল, "আজ্ঞে।"

নীরদা কহিল, "মামাবাবু, মাথা টিপে দেব।"

একে দেহের মনের এই দারুণ যন্ত্রণা তাহার উপর নীরদার ঐ মিথ্যা স্নেহের অভিনয়, বৃদ্ধ রুদ্রনারায়ণের নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তোমাদের কিছু করতে হবে না। আমি মানুষের সেবা যত্নের বাইরে চলেছি। তোমাদের দু'জনকে একটা কথা বলে যাব; উকিলও ডাকতে পাঠিয়েছি, সে আসতে আসতে হয় ত আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। শোন, আমি তখন হরকুমারের ওপর অন্যায় রাগ করে, নীরদার নামে আমার সমস্ত টাকাকড়ি উইল করে দিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার মত ফিরে গেছে, আমি উইল বদলাব।" একটু থামিয়া ভগ্ন কণ্ঠে আবার কহিলেন, "আমার বুক কেমন কচ্চে, আর বেশী দেরী নেই। দোয়াত কলম কাগজ শীঘ্র নিয়ে এস, আমি উইল বদলাব। যাও দেরী কর না।"

নীরদা শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধের শিয়রের নিকট টেবিলের উপর দোয়াত কলম কাগজ ছিল, অমূল্য সেগুলি তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিল। তিনি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "অমূল্য যা বলি লেখ।"

অমূল্য কলম লইয়া লিখিতে বসিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, আমি মরিলে আমার সমস্ত টাকাকড়ি—আমার ভাগিনেয় হরকুমার ও ভাগিনেয়ী নীরদা সমান অংশে পাইবে; এই আমার শেষ উইল। আগের উইল মত কোন কার্য্য হইবে না। লিখেছ ত? নিয়ে এস এবার সই করি।"

নীরদার মুখখানি একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া অমূল্য বৃদ্ধের নিকট কাগজখান লইয়া গেল। বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "ভাল করে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কই, উকিল এল না? নীরদা, আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দাও। কলম কই?"

অমূল্য কলমটী বৃদ্ধের হাতে দিল। বৃদ্ধ কোন রকমে কলমটী ধরিয়া কম্পিত হস্তে সই করিলেন।

এমন সময় মধু চাকর উকিলকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। নীরদা ঘোমটা টানিয়া এক কোণে সরিয়া গেল।

উকিলবাবু কহিলেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?"

রুদ্রনারায়ণের চোখের সম্মুখে আলোক ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। কানেও তিনি কিছু শুনিতে পাইতেছিলেন না।

তিনি আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "সাক্ষী রইলেন ভগবান, আমার এই টাকার অর্দ্ধেক যদি তোমরা হরকুমারকে না দাও তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে। উকিল কই উকিল কই? সর্ব্বনাশ হবে। টাকা—টাকা—টাকা!" বৃদ্ধের গলা ঘড়ঘড় করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া

৬

হরকুমার স্ত্রী পুত্র লইয়া যখন কাশী ষ্টেশনে পৌছিল তখন ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। হরকুমার বর্ষাস্নাত হইয়া গৃহে পৌছিল। পুষ্পরাণী তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে শুষ্কবস্ত্র ও একখানি তোয়ালে বাহির করিয়া দিল। কাপড় ছাড়া হইলে সে ব্যস্ত হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বেশী অসুখ কচ্ছে না কি?"

হরকুমার হাসিয়া কহিল, "অসুখ করতে যাবে কেন? আমি ত আর একলা ভিজিনি, তোমরাও ত ভিজেছ। ছেলেদের গা বেশ ভাল করে মুছে দিয়েছ ত? তাদের যেন কোন অসুখ না হয়।" বলিতে বলিতে সে দুই তিনবার খক্‌খক্ করিয়া কাসিয়া উঠিল।

পুষ্পরাণী বিবর্ণ মুখে কহিল, "কাসিটা বড্ড বেড়েছে দেখছি; দেখি গায়ে হাত দিয়ে।" স্বামীর দেহ স্পর্শ করিতেই

মনে হইল অত্যন্ত গরম, বেশ জ্বর হইয়াছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, "জ্বর হ'য়েছে যে!"

হরকুমার হাসিয়া কহিল, "এ গা গরম বুঝি জ্বরের! ভেজবার পর গা ঐ রকম হ'য়েই থাকে।" সে আবার দুই তিন বার কাসিল। পুষ্পরাণীর মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের সেই বন্ধুটী তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন কাজেই তাহাদের বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। উনান ধরাইয়া পুষ্পরাণী তাড়াতাড়ি এক বাটী দুধ গরম করিয়া আনিয়া স্বামীকে জোর করিয়া খাওয়াইয়া কহিল, "তুমি ছেলেদের নিয়ে একটু বস। আমি খান কতক লুচি ভেজে আনি।"

হরকুমার কহিল, "এই ত দুধ খেলাম, অত তাড়াতাড়ি কেন, তুমি একটু বস।" পুষ্পরাণী তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হরকুমার কহিল, "বাড়ীটী কিন্তু বেশ, চারদিকে ফাঁকা। খুব গঙ্গার হাওয়া পাওয়া যাবে। হ্যাঁ গো ছেলেরা কোথায় গেল?"

পুষ্প কহিল, "তাদের রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি; সে ঘরটীও বেশ খট্‌খটে।"

হরকুমার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কাসিতে কাসিতে

সোজা হইয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। পুষ্পরাণীর মুখখান একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। হরকুমার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "বৃষ্টিতে ভিজে কাসিটা একটু বেড়ে গেছে দেখছি। ও দু'দিন পরে সেরে যাবে। ভাবছ কেন? দেখ, সুশীলের পড়াশুনার যাতে ক্ষতি না হয় সেটা আগে দেখতে হবে। আমি মনে করছি কালই তাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজেরও একটা সন্ধান করতে হবে; বসে বসে ক'দিন খাওয়া চলবে পুষ্প?"

পুষ্পরাণী মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ করিয়া কহিল, "চাকরী তোমার এখন করা হবে না। শরীর একেবারে না সেরে গেলে কোন কাজ করতে পারবে না; এ কিন্তু আমি বলে রাখছি।"

হরকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমাদের মত নিঃসম্বল লোকের বসে খাওয়া ক'দিন চলে পুষ্প! জোর না হয় সপ্তাহ খানেক! তারপর?"

পুষ্প কহিল, "তারপর ভগবান আছেন। বাবা বিশ্বেশ্বর কি আমাদের দয়া করবেন না। তুমি আগে একেবারে আরাম হয়ে ওঠ, তারপর চাকরীর কথা ভেব। আর বসব না, তোমার জন্যে খাবার করে আনি। সারাদিন খাওনি, ছেলেদেরও ক্ষিদে পেয়েছে। আমি গিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি; তুমি তাদের নিয়ে ততক্ষণ গল্প কর।"

দিন দুই পরে হরকুমার সুশীল ও করুণাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং নিজে এ স্কুল সে স্কুলে কাজের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু আপাততঃ কোথাও কোন আশা পাইল না। এমনই করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল।

একদিন চাকুরীর সন্ধান করিয়া ফিরিবার পথে হরকুমার আবার বৃষ্টিতে ভয়ানক ভিজিল। নূতন স্থানে আসিয়া প্রথম দিন বৃষ্টিতে ভেজা সত্ত্বেও তাহার কাসিটা কিছু কম পড়িয়াছিল এবং শরীরেও সে যেন কিছু বল পাইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কাসিটা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল; সে শয্যা-গ্রহণ করিল। সেদিন রাত্রে আহারে তাহার রুচি হইল না, কোন রকমে খান দুই লুচি খাইয়া শুইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে পুষ্পরাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা অত্যন্ত গরম! জ্বরের যন্ত্রণায় হরকুমার ঘুমাইতে পারে নাই, সে চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল। পুষ্পর স্পর্শে চোখ চাহিয়া সে কহিল, "পুষ্প জ্বরটা খুব বেশী হ'য়েছে, না? সমস্ত গা হাত পা জ্বলে যাচ্ছে। বড্ড জল তেষ্টা পাচ্ছে, এক গ্লাস জল দাও ত।"

পুষ্প পূর্ব্ব হইতেই জল গরম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জল গ্লাসে ঢালিয়া স্বামীকে আনিয়া দিল।

জল পান করিয়া হরকুমার কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "পুষ্প কি হবে!"

পুষ্পরাণী অন্তরের ব্যথা চাপিয়া কহিল, "হবে আবার কি!

জ্বর হ'য়েছে দু'দিনেই সেরে যাবে, তার জন্যে অত ভাবছ কেন!
আমি বিশ্বেশ্বরকে রাতদিন ডাকছি।"

হরকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ক'টা টাকাই বা সঙ্গে এনেছি, তাতে ক'দিনই বা চলবে। তার ওপর আবার আমার এই জ্বর! তোমাদের অবস্থা কি হবে ভাবলেও যে বুক কেঁপে ওঠে।"

পুষ্প জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "ভগবান আছেন। তিনি যা ভাল বোঝেন কর্বেন; তুমি কেন মিছে ভাবছ। আমি মাথাটা টিপে দিচ্ছি, তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।"

হরকুমার কহিল, "একে জ্বরের যন্ত্রণা তাতে বুকের জ্বালা, ঘুম কি আর আসবে পুষ্প! কাল একবার ডাক্তার দেখালে হয় না?"

পুষ্প কহিল, "নিশ্চয়ই ডাক্তার দেখাতে হবে!" সুশীলকে দিয়ে কাল সকালেই ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাব।"

হরকুমার কহিল, "সুশীল ছেলেমানুষ; সে ত এখানকার কিছুই জানে না।"

পুষ্প কহিল, "মাসীমার চেনা ডাক্তার আছেন তাঁকে ডেকে পাঠাব।"

হরকুমার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আবার মাসী এখানে কে আছে তা ত আমি জানি না।"

পুষ্প কহিল, "ঐ যে আমাদের পাশের বাড়ীতে যিনি থাকেন, তিনি আমায় বড্ড ভালবাসেন। আমি যে তাকে মাসী-মা বলেই ডাকি।"

এই দূর বিদেশে এই দুঃসময়ে ভগবান যে, পুষ্পর একজন সহায় মিলাইয়া দিয়াছেন ইহাতে হরকুমার মনে মনে ভারি তৃপ্তি অনুভব করিল। কহিল, "পুষ্প, তা'হলে আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি।"

পরদিন ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল। ঔষধেরও ব্যবস্থা হইল, কিন্তু রোগ সারিল না। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন কাঁসি বাড়ীতে লাগিল। এই ভাবে হরকুমার প্রায় চারি মাস রোগ ভোগ করিবার পর সকলের আশা হইল বুঝি বা এ যাত্রা সে রক্ষা পাইয়া গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে একদিনের জন্যও শয্যাত্যাগ করিতে পারে নাই, এখন বাহিরের বারান্দায় আসিয়া বসিতে পারে। জ্বরটা খুবই কমিয়া গেল, কিন্তু একেবারে ছাড়িল না; কাসিও একেবারে গেল না। তবে হরকুমার যেন দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সে অল্প অল্প হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সে দিন হরকুমার পুষ্পরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ পুষ্প, কদ্দিন অসুখে ভুগলাম?"

পুষ্প বিষণ্ণমুখে কহিল, "মাস চারেক হবে।"

হরকুমার বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে পত্নীর মুখের দিকে

চাহিয়া কহিল, "চার মাস! কি সর্বনাশ! এ রোগের খরচ ত কম নয়! তা ছাড়া বাড়ীভাড়া, অন্যান্য খরচ এসব কি করে চল্‌লো? কত টাকাই বা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম! না পুষ্প, আর ত বসে থাকা চলে না। আমাকে অন্ততঃ দু'বেলা দুটো টিউশানি জুটিয়ে নিতে হবে। তুমি এক কাজ কর, আজ দুপুর বেলা নীরদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এস। সে চেষ্টা করলে টিউশানি জুটিয়ে দিতে পারবে। আমাদের অবস্থার কথা তাকে সব খুলে বল, কিন্তু আজ যেতে ভুল না পুষ্প। শেষকালে কি আমি বেঁচে থাকতে তোমরা দু'মুঠো খেতে পাবে না।"

নীরদা বলিয়া যে হরকুমারের এক ভগিনী আছে তাহা পুষ্প জানিত, কিন্তু নীরদার স্বামীর নাম কি, কাশীর কোন্ পাড়ায় তাঁহারা থাকেন, পুষ্প তাহা জানে না। সে সম্বন্ধে স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কহিল, "তুমি যখন বলছ তখন আজই যাব; কিন্তু এখনই কাজ করবার জন্যে অত ব্যস্ত কেন? আগে ভাল করে সেরে ওঠ। এই শরীরে কি মানুষ কাজ করতে পারে!"

হরকুমার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "খুব পারব। আমি ত এখন বেশ সেরে উঠেছি। হ্যাঁ পুষ্প, ছেলে দুটোর কি কল্লাম বল দেখি! চার মাস বিছানায় পড়ে রইলাম, তাদের একটু পড়াশুনাও বলে দিতে পারলাম না। তারা স্কুলে যাচ্ছে ত?"

পুষ্প অতিকষ্টে চোখের জল রোধ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ যাচ্ছে। সকাল বিকেল তারা নিজেরাই বই নিয়ে পড়ে, আমায় একটা কথাও বলতে হয় না। ওদের নিয়ে আমার একটুও কষ্ট পেতে হয় না।"

হরকুমার মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিল। অল্পক্ষণ পরে কহিল, "নীরোর কাছে ত তোমায় যেতে বল্লাম, কিন্তু তার ঠিকানা ত ঠিক জানি না। তার স্বামী অমূল্য বাবু শুনেছি জগদীশ বাবুর বেনারসি কাপড়ের কারখানার ম্যানেজার। তোমার ঐ মাসীমা অনেক দিন ত কাশীতে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করো দেখি তিনি যদি তাঁর ঠিকানাটা বলে দিতে পারেন। যেমন করে হ'ক তার কাছে একবার যাওয়া চাই না হ'লে ত আমাদের কোন উপায় হবে না।"

পুষ্প এবারে কোন প্রতিবাদ করিল না। কহিল, "আচ্ছা তাই করবো।"

৭

নীরদার স্বামী অমূল্যচরণকে কাশীর অনেকেই চিনিত। কাজেই তাহার ঠিকানা জানিতে পুষ্পর কোন অসুবিধা হইল না। পরদিন রবিবার স্কুলের ছুটী ছিল। সুশীলকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পরাণী নীরদার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

নীরদার গৃহ দাসী চাকরে পূর্ণ। একজন দাসী আসিয়া

তাহাদের দুইজনকে উপরে লইয়া গেল। নীরদা তখন অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় শয্যার উপর বসিয়াছিল। একজন দাসী পাখা লইয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছিল। পুষ্প সুশীলের হাত ধরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সে সেই ভাবেই বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তোমরা? কোথা থেকে আসছ?"

পুষ্পর ইঙ্গিতে সুশীল অগ্রসর হইয়া নীরদার পদধূলি লইয়া কহিল, "বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন।"

নীরদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ত তোমাদের চিনতে পারছি না! তুমি কাদের ছেলে?"

সুশীল ধীরে ধীরে কহিল, "আমার বাবার নাম শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায়।"

নীরদা চমকিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল, "হরকুমার মুখুজ্যে! কে হরকুমার! কোথায় থাকে? কি করে? আমি ত তাকে চিনি না। এখানে আমার সঙ্গে তোমাদের কি দরকার?"

পুষ্প এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার কহিল, "আপনার মাসতুতো ভাই!"

নীরদা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আমার মাসতুতো ভাই হরকুমার! সে এখানে এল কোত্থেকে?"

পুষ্প ধীরে ধীরে কহিল, "আমরা এখানে জগদীশবাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে আছি।"

নীরদা আরও আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ জগদীশবাবু ?"

পুষ্প কহিল, "যার বেনারসী কাপড়ের কারখানা আছে। ঠাকুরজামাই যাঁর দোকানের ম্যানেজার।"

নীরদা আপন মনে বলিয়া উঠিল, "জগদীশবাবুর সমস্ত বাড়ীই ত আমার স্বামীর জেম্মায়। কখন্ এসে ভাড়া নিলে, তা তিনি একবার জান্তে পারলেন না !"

পুষ্প তখন একে একে তাহার নিকট সমস্ত কথা বলিল, কি কারণে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছে, এখানে আসিবার সপ্তাহখানেক পর হইতে তাহার স্বামীর পীড়া লইয়া সে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিল, সেই অসুখে ও সংসার খরচের জন্য তাহার হাতের কড়ি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সে যে অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে বাধ্য হইয়াছে, সে সমস্ত কথাই অকপটে সে নীরদার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিল, "আপনাদের ত অনেকের সঙ্গে এখানে জানাশুনা আছে। তিনি বলছিলেন যদি পারো ওখানে ঠাকুরজামাই ছেলে পড়াবার একটা কাজ জুটিয়ে দেন।"

নীরদা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ কাশীতে আসতে তোমাদের কে পরামর্শ দিয়েছিল ! এখানে কেউ মাষ্টার টাষ্টার রাখে না।"

তাহার পর দাসীকে কক্ষ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আবার

কহিল, "হর দাদাকে বল, এখানে কোন সুবিধা হবে না। কাশী ছাড়া আরো ত জায়গা আছে, সেই সব জায়গায় গিয়ে মাষ্টারীর চেষ্টা করুক। কি ঘেন্নার কথা! আমরা যাব মাষ্টারীর জন্য বলতে! আমাদের ত মানসম্ভ্রম আছে।"

পুষ্পরাণী নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় নীরদার তৃতীয় পুত্র অতুল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "মা এ ছোঁড়াটা কোত্থেকে এল এখানে! জান মা কাল স্কুলে ভারী মজা হ'য়েছিল। এরা আমাদের স্কুলে পড়ে কিনা, কাল একে আর এর ছোট ভাইকে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কেন জান মা, এরা এমাসের মাইনে দিতে পারে নি। মাষ্টার মশাই বলে দিয়েছে সাতদিনের ভেতর মাইনে না দিতে পারলে তাড়িয়ে দেবে। এরা বুঝি ভিক্ষে করতে এয়েছে মা?"

সুশীল একবার ছলছল নেত্রে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া রহিল।

নীরদা তাহার পুত্রের সমস্ত কথা শুনিতে পাইল কি না সন্দেহ। এ আপদ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ইহাই সে কেবল ভাবিতেছিল। আর মনে পড়িতেছিল তাহার মাতুলের শেষ উইলের কথা! যদি ইহারা কোন মতে তাহা জানিতে পারে তাহা হইলেই—তাহা হইলেই বা কি করিবে? রেজেষ্টারী

করা উইলের সর্ত্তে সমস্ত টাকাই ত আমার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সাধ্য কি টাকার ভাগ লয়, কিন্তু তবুও নীরদা সুস্থ হইতে পারিতেছিল না। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই! কি জানি কখন কি বিপদ বাধাইয়া বসে। এই আপদগুলা এ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও না গেলে সে যে কিছুতেই শান্তি পাইতে পারে না। ইহাদের দৃষ্টি সহ্য করাও যে তাহার পক্ষে অসম্ভব! তাই সে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কহিল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কেন? তাকে গিয়ে বল আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবে না।"

নীরদার পুত্র অতুল সুশীলের মাথায় সহসা সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ রে তোর মাথার টুপি গেল কোথা?" বলিয়াই তাহার পৃষ্ঠদেশে আবার দুম্ করিয়া এক কিল বসাইয়া দিল।

এমন সময় নীরদার জ্যেষ্ঠ পুত্র পঙ্কজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা শীগ্‌গির একশ টাকা দাও; দেরী করছ কেন? শীগ্‌গির দাও।"

নীরদা বিরক্তির সহিত কহিল, "যা যা, জ্বালাস্‌নি।"

পঙ্কজ বলিয়া উঠিল, "ওসব কোন কথা শুনতে চাই না আমার টাকা চাই। কোথায় চাবী দাও, না দেও আমি বাক্স ভেঙ্গে টাকা বের করে নিয়ে যাব।"

নীরদা আঁচল হইতে চাবী খুলিয়া পুত্রের দিকে ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া কহিল, "বেশী নিস না যেন।" তারপর পুষ্পরাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা ছোটলোকের মেয়ে ত! এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ?"

পুষ্পরাণী যেন এইমাত্র স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে কহিল, "হ্যাঁ। যাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন মামার—"

নীরদা বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "মামার টাকার ভাগ নিতে এসেছ! বেরো বেরো, ছোটলোকের মেয়েকে যখন বিয়ে করে তখন মামার কথা মনে ছিল না! ভালয় ভালয় না বেরুলে শেষকালে অপমান হয়ে বেরুতে হবে।"

পুষ্পরাণী আর কোন কথা না বলিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে পুত্রের হাত ধরিয়া কক্ষত্যাগ করিল। দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই অতুল ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে সুশীলের পিঠে এমনি লাথি মারিল যে সুশীল উপুড় হইয়া চৌকাটের উপর পড়িয়া গেল। অতুল হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। পড়িয়া গিয়া সুশীলের ঠোঁট কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে একবার জননীর দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া ক্ষতস্থান হাত দিয়া চাপিয়া অগ্রসর হইল।

সুশীলের দেহে এত শক্তি ছিল যে সে ইচ্ছা করিলে ওরকম তিনটা অতুলকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিত, কিন্তু জননীর

মুখ চাহিয়া সে সমস্তই সহ্য করিল। পুষ্পরাণীর চোখের জল কান্নায় কান্নায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, আর একটু হইলে ঝরঝর করিয়া সকলের সামনেই ঝরিয়া পড়িত, কিন্তু সে অতি কষ্টে তাহা রোধ করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। বাহিরের দরজার নিকট পৌঁছিতেই নীরদার তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কানে গিয়া বাজিল। দাসীকে শাসাইয়া নীরদা বলিতেছিল, "তোরা যাকে তাকে কি জন্যে বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিস! তোদের বলে রাখছি ঐ মাগী যদি ফের আসে, তখনই তাড়িয়ে দিবি, ভেতরে ঢুকতে দিবি না।"

পুষ্প চলিয়া গেলে নীরদা অস্থিরপদে ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বামীর সঙ্গে এখনই দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। মুহূর্ত্তে হয় ত কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতে পারে! তাহার স্বামী ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার আগে ফিরিবেন না; তাহার যে এখন প্রায় তিন চারি ঘণ্টা বিলম্ব! দুশ্চিন্তাভারগ্রস্ত মন লইয়া কি করিয়া সে এতক্ষণ অতিবাহিত করিবে! স্থির করিল এখনই পত্র লিখিয়া স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইবে। তখনই দোয়াত কলম লইয়া কম্পিত হস্তে স্বামীকে লিখিল; "বড় বিপদ শীঘ্র বাড়ী এস।" পত্র ত লেখা হইল, কিন্তু পাঠাইবে কাহাকে দিয়া তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। এ চিঠি কিছুতেই সে ভৃত্যকে দিয়া পাঠাইতে পারে না। জ্যেষ্ঠপুত্র পঙ্কজ এই মাত্র টাকা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, অতুল ছেলেমানুষ তাহাকে দিয়া পাঠান

চলে না, কাজেই নীরদা একজন দাসীকে দিয়া তাহার মধ্যমপুত্র শশধরকে ডাকাইয়া আনিল।

শশধর বিরক্তিপূর্ণ মুখে জননীর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি করতে ডেকেছ?"

নীরদা মিনতি করিয়া কহিল, "লক্ষ্মী বাবা আমার, এই চিঠিখানা বড্ড দরকারী, ওঁকে এখনই দিয়ে আসতে হবে যে!"

শশধর বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আমি এখন যাব তোমার চিঠি দিতে! আজ জ্যোতিষের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে। আমি তোমার চিঠি নিয়ে যেতে পারব না।"

নীরদা কহিল, "আচ্ছা তোকে একটা টাকা দিচ্ছি, তুই চিঠিখানা দিয়ে আয় লক্ষ্মীটি আমার।"

শশধর নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ওঃ ভারী একটা টাকা দেখাচ্ছ! জ্যোতিষের কাছে এখন না গেলেই নয়। যদি এক রাস্তায় হ'ত তাহ'লে না হয় তোমার চিঠি দিয়ে আসতাম।"

নীরদা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আচ্ছা তোকে দুটো টাকা দিচ্ছি, তুই যা।"

শশধর এবার অনেকটা নরম হইয়া কহিল, "দু'টাকায় হবে না। তিনটে টাকা যদি দাও তাহ'লে আমি দিয়ে আসতে পারি কিন্তু কোন উত্তর আনতে পারব না। তা আমি এখন থেকে বলে রাখছি।"

নীরদা হাঁপ ছাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা তোকে তিনটা টাকাই

দিচ্ছি। দেখ্ খুব সাবধান, চিঠিখানা যেন আর কারো হাতে না পড়ে।" বলিয়া সে বাক্স হইতে তিনটী টাকা বাহির করিয়া আনিল এবং সেই টাকা ও পত্রখানি শশধরের হাতে দিয়া আবার কহিল, "দেখিস্ খুব সাবধান! আর শোন্, তুই মুখেও বলে দিস এখনি যেন উনি বাড়ী আসেন।"

শশধর প্রফুল্লচিত্তে বাহির হইয়া গেল। নীরদা বালিশে মুখ ঢাকিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল। বাহিরের আলো যেন তাহার সহ্য হইতেছিল না। কিন্তু তাহাতেও সে নিস্তার পাইল না। তাহার মাতুলের সেই শেষ বাণী অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে আসিয়া তাহার কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল। সে অস্থির হইয়া দাসীকে কহিল, "ওরে শীগ্গির দরজা জানালাগুলা বন্ধ করে দে।" দরজা জানালা বন্ধ হইল বটে কিন্তু শব্দ থামিল না, ক্রমাগত তাহার কর্ণরন্ধ্রের ভিতর তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। শুইয়া থাকা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতেও পারিল না। বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের মেঝের উপর ক্রমাগত পাইচারী করিতে লাগিল। এত দেরী! এখন এলো না। আর ত সহ্য করা যায় না। দূরহ'কগে ছাই; কিসের ভয়! আমরা দু'জন ছাড়া আর ত সে কথা কেউ জানে না। হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া সে নিজের মনে আবার কহিল, "কি সর্ব্বনাশ, সেই উকিলটা যে জানে! জানুক না, তাহাতেই বা ভয়

কি। টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করেছি, সে কাগজ ত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি—আসল উইল ত আমাদের কাছে, ওরা করবে কি ? না, না, তবু তাদের কিছুতেই এত কাছে থাকতে দেওয়া হবে না। আঃ, এখনো এল না।" এইভাবে সে আপন মনে অনবরত বকিতে লাগিল।

এমন সময় অতুল সশব্দে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জননীর আঁচল টানিয়া ধরিয়া কহিল, "তুই যে বড় মেজদাদাকে তিনটে টাকা দিলি। আমায় দে বলছি শীগ্‌গির।"

নীরদা সজোরে তাহার গালে এক চড় মারিয়া কহিল, "দূর হয়ে যা, হতভাগা ছেলে কোথাকার। সবাই মিলে আমায় পাগল করে দিলে !"

অতুল জননীর অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ভূমিতলে পদাঘাত করিয়া ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে কহিল, "দাঁড়া তোর বাক্স আমি ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া হাত-বাক্সর নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

নীরদা ক্ষিপ্রপদে সেখানে গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া পিঠে তিন চারি কিল বসাইয়া দিল,—ভারি আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে !

অতুল চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল।

নীরদা অঞ্চল হইতে চাবী লইয়া বাক্স খুলিয়া দুইটী টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল,—"যা নিয়ে যা। ষাঁড়ের মত চেঁচাতে হবে না।"

অতুলের মুখের উপর বৃষ্টি ও রৌদ্র যেন একত্রে খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। সে টাকা দুইটী তুলিয়া লইয়া একছুটে বাহির হইয়া গেল।

নীরদার পত্র পাইয়া অমূল্যচরণ কাজ ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বুক অনবরত কাঁপিতেছিল। বিপদটা কে কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে আসিয়াছে সে সারাপথ ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিল না। শেষকালে গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "দূর হ'কগে ছাই। আর ত ভাবতে পারি না, হতভাগা ছেলেটাকে জিজ্ঞেসা করলাম কি হ'য়েছে, তা কিনা একটা কথা বল্লে না! চিঠিখানা ফেলে দিয়ে ছুটে চলে গেল।"

নীরদার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে অনেকক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। নীরদাও চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে অমূল্যচরণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল?"

নীরদা মুখখানি এতটুকু করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, হরদাদা এখানে এসেছে যে!"

অমূল্যচরণ এতক্ষণে বিপদের একটা কিনারা পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কহিল, "এই কথা! তা চিঠিতে লিখলেই পারতে। কি রকম ভাবিয়ে তুলিছিলে বল দেখি।"

নীরদা কহিল, "একি কম ভাবনার কথা। এখন যেমন করে হ'ক তাকে এখান থেকে তাড়াও।"

অমূল্য কহিল, "এখানে কি করতে এসেছে কিছু শুনতে পেলে ?"

নীরদা কহিল, "তার বউটা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখেই ত আমার গলা একবার শুকিয়ে উঠেছিল। বলে কিনা এখানে মাষ্টারী খুঁজতে এসেছে। মাষ্টারী করার ত আর জায়গা পেলে না, ওসব কাজের কথা নয়! মামার মরবার খবর নিশ্চয় পেয়েছে—তাই টাকার খোঁজে এখানে এসেছে। কোথায় সে উঠেছে জান? আমাদের জগদীশবাবুর ভাঁড়াটে বাড়ীতে। আচ্ছা তোমার জিম্মায় সব বাড়ী থাকে, কবে এল তুমি কিছু ঠিকও পেলে না।"

অমূল্যচরণ কহিল, "এখন মনে পড়ছে বটে, হরকুমার মুখোপাধ্যায় বলে একজন লোক ছ'নম্বরের বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। সে যে তোমার হরদাদা তা কি করে বুঝব। অমন কত গণ্ডা হরকুমার আছে।"

নীরদা কহিল, "তা ত আছে। এখন কি হবে ? একটা উপায় ঠিক করে ফেল দেখি। আমি কিছুতেই সুস্থ হ'তে পারছি না। যে [illegible] করে হ'ক ওকে শীগ্‌গীর এখান থেকে বিদেয় কর।"

অমূল্যচরণ খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "সরকার

মশায় বলছিল, ২নং বাড়ীর ভাড়া মাস তিন চার বাকি পড়েছে। বোধ হয় তাদের হাতে টাকাকড়ি বিশেষ কিছু নেই। আরও কিছু বাকি পড়ুক, তারপর ডিগ্রি জারি করিয়ে দিলেই হবে। পালাতে পথ পাবে না।”

নীরদা তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে কহিল, “ডিগ্রি জারি করতে হয় এখনই ক'রে ফেল, দেরী কর না। ওরা এখান থেকে না গেলে আমি ভেবে ভেবে মরে যাব!”

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “কিন্তু টাকাগুলো তখন দিয়ে দিলেই হ'ত। আমি তোমায় কত বল্‌লাম, তুমি তা শুনলে না, কিন্তু এখন আর উপায় নেই। প্রায় সব টাকা দেনা দিতেই গেছে। আছে কেবল বাড়ীখানা, তা তোমার ছেলেরা যে রকম দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে, তাতে বুঝি আর কিছু থাকে না। আমি ত আর পারি না!”

নীরদা কহিল, “তুমি কেবলই ছেলেদের দোষ দাও, তারা করেছে কি? দু'চার টাকা খরচ করবে না,—তারা ত গরীবের ঘরে জন্মায় নি!”

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল। নীরদা অন্ধ হইতে পারে, কিন্তু সে ত জানে তাহারা ছেলেরা কি ভাবে টাকা নষ্ট করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে সে বহুবার এ ব্যাপার উল্লেখ করিয়া স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই তাহার স্ত্রী সে কথা এই ভাবে উড়াইয়া দিয়াছে।

নীরদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল, "হরদাদাকে এখান থেকে তাড়াবার যা-হয় কর বাপু, আমি আর ভাবতে পারি না।"

অমূল্য কহিল, "দেখা যাক্ কি করতে পারি।"

৮

পথে যাইতে যাইতে পুষ্পরাণী ভাবিতে লাগিল, স্বামী যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন সে কি বলিবে? তাঁহার কাছে সে যে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই, আজ কি করিয়া সে মিথ্যা কথা বলিবে। কিন্তু উপায় যে নাই! তাঁহার মঙ্গলের জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ যে করিতেই হইবে। অন্তর্য্যামী ত দেখিতেছেন,—এ মিথ্যা বলায় দোষ কি? সে মনকে নানা রকম করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিল। খানিক পরে ডাকিল, "সুশীল!"

সুশীল কহিল, "কি মা?"

পুষ্পরাণী তাহার মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "তোমাকে যে তোমার পিসিমার ছেলে মেরেছিল, ওঁর কাছে তা বল না বাবা। উনি শুনলে খুব রাগ করবেন। জানত বাবা ওঁর শরীর খারাপ, রাগলে আবার অসুখ বাড়তে পারে, তুমি কিছু বল না বাবা, যা বলতে হয় আমি বল্‌ব।"

সুশীল কহিল, "আমি কিছু বল্‌ব না মা।"

বাড়ী পৌঁছিতেই হরকুমার আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "নীরো কি বল্‌লে, কিছু সুবিধে করে দিতে পারবে?"

পুষ্প কহিল, "তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন,—শরীরটা আগে ভাল করে সারুক, তারপর ত কাজ করবে।"

হরকুমার কহিল, "শরীরে ত আমি বেশ জোর পাচ্ছি, আমি খুব কাজ করতে পারব। বসে থাক্‌লে চল্‌বে কি করে? নীরোদের নিশ্চয়ই অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, সে চেষ্টা করলেই পারবে। কি বল্‌লে সে?"

পুষ্প ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কহিল, "চেষ্টা করবে বৈ কি। সুবিধে হ'লেই ছেলেদের দিয়ে খবর পাঠাবে।"

হরকুমারের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যাক্ এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। নীরো যখন চেষ্টা করিবে বলিয়াছে তখন একটা সুবিধে হইবেই। প্রকাশ্যে সে কহিল, "বিদেশে আপনার জন থাকলে কত সুবিধে হয় বল দিকি? এই চাক্‌রী খোঁজবার জন্যে আমায় কত কষ্ট পেতে হ'ত; সে কষ্টের হাত থেকে ত অব্যাহতি পেলাম। তুমি বেশ করে বলে এসেছ ত যে কোন একটা কাজ পাওয়া বিশেষ দরকার,—না পেলে ভারি কষ্ট পাব, সব কথা বুঝিয়ে না বল্‌লে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া পুষ্প কহিল, "সব বুঝিয়ে

বলেছি, তুমি কিচ্ছু ভেব না। ভগবান আছেন, তিনি ত সব দেখছেন। ভাবনা কিসের। যাই তোমার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না?"

হরকুমার কহিল, "আজ ক্ষিদেটা হ'য়েছে। হ্যাঁ গো নীরো একদিন আমায় দেখ্‌তে আসবে না? কত দিন তাকে দেখি নি। সেই যা ছেলেবেলায় দেখেছি। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে দেখে এলে ত?"

অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া পুষ্প কহিল, "সুখে আছে বৈ কি; মস্ত বাড়ী, কত লোক জন। অত বড় সংসার ফেলে শীগ্‌গির কি তার আসা ঘটে উঠ্‌বে।"

হরকুমার কহিল, "আমি না হয় একদিন বেড়াতে বেড়াতে তার সঙ্গে দেখা করে আস্‌ব।"

পুষ্প মনে মনে বিচলিত হইয়া উঠিলেও, বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিল, "তা যেয়ো; বেশ ত,—সে আস্‌বে বলেছে, আসুক, তারপর যেয়ো। তোমার খাবারের দেরী হয়ে যাচ্ছে আমি আর দাঁড়াব না।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। স্বামীর এই উত্তেজনায় তাহার মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। কয়দিন জ্বর নাই সত্য, কিন্তু শরীর ত এখনও সারে নাই। যদি আবার জ্বর আসে? তখন সে কি করিবে? ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি একবার এসে দেখে যাও, তোমার দাদা তোমায় কত ভালবাসেন। তিনি মামার টাকার প্রত্যাশী নন, শুধু তোমার

একটুখানি স্নেহের প্রার্থী, একটু করুণার ভিখারী। ঠাকুরঝি আমাকে যাহা ইচ্ছা হয় বলিয়া গাল দাও, তাঁহার উপর নির্দ্দয় হইও না। তুমি একবার এসে দুটো মিষ্টি কথা বলিয়া যাও, তিনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন, আমরা তখনই কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। হায়, মিথ্যা কথায় কতদিন তাঁহাকে ভুলাইতে পারিব ?

খানিক পরে খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া পুষ্প স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই চমকিয়া উঠিল। হরকুমার দুই হাতের উপর মাথা রাখিয়া চৌকির উপর হেলান দিয়া ঘুমাইয়া আছে। রেকাবীখানি সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিয়া কপালে হাত দিতেই তাহার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কপাল বেশ গরম। হা ভগবান্, তাহার আশঙ্কা কি শেষকালে সত্যে পরিণত হইল !

এমন সময় হরকুমার ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল ; পুষ্পকে দেখিয়া কহিল, "গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে, এক গ্লাস জল দাও ত ?"

পুষ্প কম্পিত হস্তে জলের গ্লাসটি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমস্ত জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া দম লইয়া হরকুমার কহিল, "মাথাটা ভার ভার বোধ হচ্ছে, বুঝতে পারছি না জ্বর হ'ল কি না, গায়ে হাত দিয়ে দেখ ত পুষ্প ?"

পুষ্প তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াই হাত সরাইয়া লইয়া অতি

কষ্টে নিজের মনের ভাব চাপিয়া কহিল, "জ্বর বলে ত মনে হ'চ্ছে না ; তখন অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিলে, তাই বোধ হয় মাথাটা ধরেছে। ঘুমুলেই সেরে যাবে। ও রকম বসে থেক না, এক বাটী গরম দুধ আনি, তাই খেয়ে শোও, কি বল ?"

হরকুমার কহিল, "তাই আন। আবার যদি জ্বরে পড়ি, তা হ'লে কি হবে পুষ্প ?" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে পুষ্পর দিকে চাহিল।

পুষ্প কান্না চাপিয়া কহিল, "না, শুধু শুধু তুমি বড্ড ভাব ! এই ত সেদিন ডাক্তারবাবু বলে গেলেন—জ্বর আর হবে না, আস্তে আস্তে শরীর সেরে উঠবে। তবু কেন ভাবছ ; নাও, অমন করে আর বসে থেক না, ওতে আরও মাথা ধরবে।"

হরকুমার আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশেই বিছানা, তাহার উপর গিয়া সে বসিল এবং আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িল।

সারারাত্রি হরকুমার জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিল। পুষ্প আশা করিতেছিল, ভোররাত্রে জ্বরটা কমিয়া যাইবে, কিন্তু জ্বর কমিল না, হরকুমার বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল।

সকালবেলা সুশীল ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইল। রোগীকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া ঔষধের লম্বা ফর্দ্দ লিখিয়া দিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় লইবেন, এমন সময় পুষ্প আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্ব্বে

কয়েকবার, তিনি হরকুমারকে দেখিয়া গিয়াছেন, পুষ্প কোনদিন তাঁহার সম্মুখে বাহির হয় নাই, দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছেলেদের মাঝখানে রাখিয়া কথা বলিয়াছে। কিন্তু আজ আর সে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এবার কি রকম দেখ্‌লেন?" ডাক্তারবাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া অসুখের কথা কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আপনার আত্মীয়স্বজন কে আছেন?"

পুষ্প কহিল, "কেউ নেই; এবার কি অসুখ শক্ত বলে মনে হ'চ্ছে? আপনি আমার কাছে কিছু লুকোবেন না।"

অন্তঃপুরচারিণীর এইরূপ নির্ভীক কথাবার্ত্তায় ডাক্তারবাবু বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "এখনও ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না, তবে অসুখটা খুব শক্তই হ'য়েছে, দিন সাতেক ওষুধ চলুক, তারপর বুঝতে পারব অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।"

পুষ্প ধীরভাবে কহিল, "আপনি যখন দরকার মনে করবেন, এসে দেখে যাবেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন-কেউ নেই, ছোট ছোট তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে আছি।"

ডাক্তার কহিলেন, "সে জন্যে কিছু ভাববেন না, দেখি ওষুধের কাগজখানা।"

পুষ্প কাগজখানি ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার কহিলেন,

"না, ওষুধ বদলে দিই।" বলিয়া আবার নূতন করিয়া ওষুধ ও পথ্যের ছোট রকমের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া বলিলেন, "আমি এখন ডাক্তারখানায় ফিরব, ছেলেটীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওষুধ তৈরী করে পাঠিয়ে দেব'খন।"

গভীর কৃতজ্ঞতায় পুষ্পর মন ভরিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কত দাম দিতে হবে।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "দামের জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, হাতে হাতে দেবার দরকার নেই। আপনি পরে দেবেন।"

পুষ্প কহিল, "না, আমি সঙ্গে সঙ্গে দেব; সেই আমার সুবিধে হবে।"

ডাক্তারবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মনে করিলেন পুষ্পরাণীর অর্থের অভাব নেই, তিনি কাহারও কোন আগ্রহের প্রত্যাশী নহেন।

সুশীলকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলে, পুষ্প একবার রোগক্লিষ্ট স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের একটী অন্ধকার চিত্র কে যেন জোর করিয়া তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া ধরিল। যে কয়খানি অলঙ্কারের উপর ভরসা রাখিয়া সে স্বামীকে লইয়া বিদেশে আসিয়াছিল, তাহাও ত প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সে যে কি করিবে তাহা জানে না। ছেলেবেলা হইতে সে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখিয়াছে, সে নিজের

মনকে বুঝাইয়াছে, স্বামীকে আশ্বাস দিয়াছে, ছেলেমেয়েদের শিখাইয়াছে উপরে ভগবান আছেন, তিনি সব দেখিতেছেন, তিনি আমাদের এ দুঃখ কষ্ট দূর করিবেন। তবুও ডাক্তারবাবুর কথায় সে কিছুতেই নিজের মনকে আজ শান্ত করিতে পারিল না। স্বামী ও পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। এই নির্জ্জন কক্ষে রুগ্ন স্বামীর শিয়রে দাঁড়াইয়া সে নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু প্রতিদিন আসিতে লাগিলেন। ঔষধ ও পথ্য যথানিয়মে চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগের কোন উপশম হইল না। হরকুমার কোন দিন বা একটু ভাল থাকে, আবার রোগের যন্ত্রণায় বেহুঁস হইয়া পড়ে! এমনই করিয়া দুই মাস কাটিয়া গেল।

একদিন পুষ্প ডাক্তারবাবুকে কহিল, "আপনি বলে যান, উনি যেন অত ব্যস্ত না হন।"

ডাক্তারবাবু রোগীকে প্রায়ই আশ্বাস দিয়া যাইতেন, আজ আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া গেলেন।

দিন দুই তিন হরকুমার একটু সুস্থ রহিল। তারপর একদিন রাত্রে পুষ্পর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "পুষ্প কি করে চলছে?"

পুষ্প রাগের ভাণ করিয়া কহিল, "আবার ঐ কথা! ডাক্তারবাবু এত করে বারণ করলেন, তবু তুমি শুনছ না?" একটু

থামিয়া মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া আবার সে কহিল, "নীরো ঠাকুরঝি রয়েছে, খরচের জন্যে তোমার ভাবনা কি! সে সব করছে!"

হরকুমারের রোগপাণ্ডুর মুখে এক ঝলক রক্ত দেখা দিল। সে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, "নীরো আমাকে দেখতে আসে নি?"

পুষ্প সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "এই ত সে দিন এসেছিল, তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে?"

হরকুমার কহিল, "আমায় ডাকলে না কেন?"

পুষ্প বিরক্তির ভাব দেখাইয়া কহিল, "না আর তোমার সঙ্গে বকতে পারি না। এই অসুখ শরীরে মানুষের ঘুম ভাঙায়-না কি! আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, আমি আর বস্‌তে পারছি না, তুমিও ঘুমিয়ে পড়।" বলিয়া স্বামীর শিয়রে শুইয়া পড়িল।

হরকুমার নিদ্রিত হইলে, পুষ্প অতি সন্তর্পণে উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার বুকের ভিতরটা যেমন হু হু করিয়া উঠিল। আর বুঝি এ বিপদ সাগর সে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না! অসম্ভব, অসম্ভব। চারিদিকে সে ঋণজালে জড়িত। ঔষধের দাম, ডাক্তারের ফি, বাড়ীভাড়া সমস্তই বাকি পড়িয়াছে। এইবার রুগ্ন স্বামী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া অনাহারে দিন কাটাইতে হইবে। না খাইয়া মানুষ কয়দিন বাঁচিতে পারে! হা ভগবান্ শেষে এও তাহাকে দেখিতে হইবে! খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, এতদিন

কি বৃথাই ভগবানকে ডাকিলাম। তিনি আমায় যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন, একথা কেন আমি ভুলিয়া যাইতেছি। দেহের শক্তি ত তিনি কাড়িয়া লন নাই, কাজ করিব। তাঁহারই মুখ চাহিয়া তাঁহারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব। আর কাঁদিব না, আর ভাবিব না। পুষ্প প্রত্যুষের অপেক্ষা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

দুপুরবেলা হরকুমার নিদ্রিত হইলে পুষ্প ছেলেদের লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিল, কান্না পাইলেও তাহার চোখে জল আসিল না। এই কয় মাস ধরিয়া সে এত চোখের জল ফেলিয়াছে, যে জল আর কোথা হইতে আসিবে!

পুষ্প কহিল, "সুশীল তুমি বড় হ'য়েছ, বুঝতে শিখেছ, তোমায় আর কিছু আমার বলবার নেই। এরা ত কিছু বোঝে না, তাই এদের আমি একটু বুঝিয়ে দিতে চাই।"

করুণা বলিয়া উঠিল, "কি বুঝিয়ে দেবে মা?"

লীলা কহিল, "আমাদের পড়া বুঝিয়ে দেবে বুঝি মা?"

মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আঘাত সামলাইয়া লইয়া পুষ্প কহিল, "তোমাদের বাবার অসুখ হ'য়েছে দেখতে পাচ্ছ? সে অসুখ সারতে অনেক দিন লাগবে। তোমাদের মাঝে মাঝে উপোস করে থাকতে হবে।"

লীলা কহিল, "হ্যাঁ মা উপোস করলে বাবার অসুখ সেরে যাবে? আমি খুব উপোস করতে পারব।"

হা রে অবোধ বালিকা, এখনও ছবেলা ছমুটো ভাত পেটে যাইতেছে। এ উপবাস যে কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবে কি করিয়া!

পুষ্পর গলা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, ঢোক গিলিয়া সে কহিল, "তোমাদের মাসীমাকে টাকার জন্যে চিঠি লিখেছি, তিনি টাকা পাঠাতে পারবেন কিনা জানিনা, টাকা না এলে আমাদের এ বাড়ী ছাড়তে হবে।"

করুণা কহিল, "হ্যাঁ মা সেই ভাল এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, আমাদের কলকাতায় নিয়ে চল না মা? সেখানে আমরা বেশ ছিলাম। এখানে কিছু খেতে পাওয়া যায় না।"

লীলা কহিল, "হ্যাঁ মা মেজদাদা ঠিক বলেছে, এ জায়গা ভাল না, কলকাতায় আমরা কত খেতে পেতাম। এখানে সকালে শুধু ফ্যান, আর দুপুরবেলা ভাত আর নুন। এখানে মাছ নেই, দুধ নেই, কিচ্ছু নেই।"

পুষ্পরাণীর আর কিছু বলা হইল না। দুগ্ধপোষ্য শিশু এরা, এই নিদারুণ সংসারের কি ধার ধারে! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুশীলের দিকে চাহিয়া পুষ্প কহিল, "মাসীমার সঙ্গে কথা হ'য়েছে, তিনি একজন ভাড়াটে ঠিক করে দেবেন। তাঁরা নীচে থাকবেন, [illegible]তাতে বাড়ী ভাড়াটা আমাদের উঠে যাবে। তোমা[illegible] খাওয়ার জন্যে আমার যাহ'ক একটা কাজ করতে হ[illegible]ব।

সুশীলের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি কাজ করবে, সে কি মা ?"

পুষ্পরাণী কহিল, "না হ'লে তোমাদের খাওয়াব কি করে বাবা, ওঁর ওষুধ পথ্যেরই বা যোগাড় হবে কোত্থেকে।"

সুশীল ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "না মা, তুমি কাজ করতে যেও না মা, আমি কাজ করব।"

পুষ্প সুশীলের মাথায় হাত রাখিয়া কহিল, "ওঁর বড় ইচ্ছে ছিল, তোমাকে ভাল করে লেখা-পড়া শেখান, তা বুঝি আর হ'ল না! আমি একলা খেটে কি সব দিক সাম্‌লাতে পারব ? তোমাকেও যে কাজ করতে হবে বাবা। মাসী-মার সঙ্গে অনেকের আলাপ আছে, তিনি বলেছেন, তাঁদের কাছ থেকে কাপড় এনে দেবেন, আমি ছেলেমেয়েদের জামা তৈরী করে দেব। তাঁরা আমায় দু'চার পয়সা করে দেবেন।"

সুশীল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, করুণা ও লীলা এ উহার মুখের পানে চাহিতে লাগিল।

লীলা কহিল, "মা আমার যে জামা নেই, আমাকে একটা তৈরী করে দেবে মা ? মেজদাদারও জামা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, তাকেও একটা করে দিও মা ?"

পুষ্প আর কত সহ্য করিবে ? তাহার বুকের এক এক খানি পাঁজরা যে খসিয়া যাইতেছে! তবুও পুষ্পকে সহ্য করিতে

হইল। অন্তরের সমস্ত বেদনা চাপিয়া কহিল, "লীলা, একজন আছেন তাঁর কাছে চাইলে তোমরা সব পাবে।"

লীলা ও করুণা আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, "কে মা, আমরা এখনই গিয়ে তাঁর কাছে চাইব!"

পুষ্প কহিল, "তোমরা সব সময় ভগবানকে ডাকবে, যা দরকার তাঁর কাছে চাইবে।"

লীলা কহিল, "ভগবান্ কোথায় থাকেন মা? ডাকলে তিনি শুনতে পাবেন ত?"

পুষ্প জোর দিয়া কহিল, "পাবেন বৈ কি! আমার যখন খুব কষ্ট হয় আমি তাঁকে ডাকি, আমার কোন কষ্ট থাকে না। তোমরা তাঁকে ডাকবে তোমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। খুব ক্ষিদে যখন পাবে, তাঁকে ডেকো, ক্ষিদে থাকবে না।"

তিনজনে নিঃশব্দে তাহার কথাগুলি শুনিল। কি বুঝিল অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

৯

সন্ধ্যার সময় আপিস হইতে ফিরিয়া অমূল্য নীরদার হাতে একখানি চিঠি দিয়া কহিল, "আবার উকিলটা টাকার জন্যে লিখেছে, আর ত পারি না। এ পর্য্যন্ত কত টাকা দিলাম বল ত! সেই দিনই ত [illegible] শ টাকা দিতে হ'ল; তা কত সাধাসাধি করে তবে রাজি করিয়েছি। তারপর থেকে টাকা দাও টাকা দাও

করে পাগল করে তুলেছে। তবু কাগজখানা হাত করতে পারেনি, তাই রক্ষে। না হ'লে সব টাকাই ওর পেটে যেত।"

নীরদা কহিল, "আমি ত তোমায় বারবার মানা করছি, আর টাকা দিও না, তুমি ত শুন্‌বে না। চিঠি পেলেই যাহ'ক দশ পাঁচ টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছ, সেও বেশ মজা পেয়ে গেছে। করবে কি সে! আমি বলছি আর টাকা পাঠিয়ো না।"

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সাধ করে কি দি, ভয়ে দিতে হয়। উকিলজাতকে বিশ্বাস নেই! কি জানি কোথা থেকে কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে। তবে আসল উইল আমাদের কাছে রয়েছে এই যা ভরসা।"

নীরদা কহিল, "তা ত হ'ল কিন্তু হরদাদার কি ক'ল্লে, সেই অবধি সব সময় আমার মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে আছে। কবে আর তুমি তাদের নামে নালিশ করবে!"

অমূল্য কহিল, "নালিশ ত রুজু করেছি। আস্‌ছে সপ্তাহে দিন, সেই দিনই ডিগ্রী হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মাল ক্রোকের পরওয়ানা বার করে নেব। তারপর দেখ না কি হাল হয়।"

নীরদা সুস্থ হইয়া কহিল, "ওরা এখান থেকে বিদেয় হ'লে, আমি বাবা বিশ্বেশ্বরকে পূজো দিয়ে আসব। ততদিন তুমি একটু সাবধানে থেক, উকিলটা যেন কোন রকমে শুনতে না পারে যে হরদা এখানে আছে।"

অমূল্য কহিল, "শুন্‌তে পাচ্ছি তোমার হরদাদা যে রকম

অসুখ, তাতে আর বেশী দিন টিকচে না। ভাড়া দেবে এমন অবস্থাও তাদের নয়, কাজেই মালক্রোক গেলেই—বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালাতে পথ পাবে না। পঙ্কজ গেল কোথায়? ডাকত একবার; আজ আপিস থেকে অত সকাল সকাল চলে এল কেন জিজ্ঞেস করি। ও ত প্রায়ই একটা না একটা ছুতো করে আপিস কামাই করে, আবার শশধরও ঐ রকম করতে আরম্ভ ক'রেছে, কর্ত্তা আশ্বাস দিয়েছেন, শশধর কাজ শিখ্‌তে পারলে কারবারের একটা অংশ দেবেন, সে কথা ওকে আমি জানিয়েছি, তবু ও যে কেন মন দিয়ে কাজ করে না, তা ত বুঝতে পারছি না। ও রকম একটা কারবারের অংশীদার হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা!"

নীরদা ঝিকে ডাকিয়া কহিল, "যা ত তোর বড়দাদা বাবুকে ডেকে আন্‌ত? বল্‌গে উনি ডাকছেন।" ঝি চলিয়া গেলে সে কহিল, "দেখ, তুমি ওকে কিছু বল-টল না। ওরা কি এখন দিনরাত এক জায়গায় বসে কাজ করতে পারে! গরীবের ছেলে নয় যে দিনরাত শুধু খাটবে। তাছাড়া ওদের কি এখন কাজ করবার বয়েস হ'য়েছে? তুমি বার বার বল্‌লে, তাই যাচ্ছে।"

অমূল্য গম্ভীর হইয়া কহিল, "বেশ, কিছু বলব না; কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা ভাল হচ্ছে না।"

এমন সময় পঙ্কজ আসিয়া কহিল, "আমায় ডাকছিলেন?"

অমূল্য কহিল, "তুমি আজ আবার দুপুর বেলায় চলে গেছলে কেন, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

পঙ্কজ কহিল, "দরকার ছিল, গেছি।"

অমূল্য ধীরভাবেই কহিল, "দরকারটা কি শুনি?"

পঙ্কজ কহিল, "সব কথাই বা আপনাকে বল্‌তে যাব কেন।"

অমূল্য এবার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা বেশ, কিন্তু মনিবকে যে আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সেটা মনে রেখে চল।"

পঙ্কজ রুষ্ট স্বরে কহিল, "আমার হ'য়ে আপনি কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন কেন! আমার দরকার হ'য়েছে গেছি, তার আবার অত কৈফিয়ৎ কিসের! অমন চাকরি আমি করি না!"

নীরদা কহিল, "পঙ্কজ আমার ঠিক কথাই বলেছে, দরকার হ'য়েছে গেছে তার আবার কৈফিয়ৎ দিতে যাবে কেন! সত্যিই ত অমন চাক্‌রী ও করতে যাবে কোন্ দুঃখে, ওর বাড়ী কি হাড়ী চড়ে না!"

পঙ্কজ জোর পাইয়া বলিল, "ভারি ত চাকরী! আপনার মনিব যদি কিছু বল্‌তে আসে তখনই বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে আসব।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

পুত্রের এই উদ্ধত অশিষ্ট ব্যবহারে অমূল্যচন্দ্রের মনে আর নূতন করিয়া কোন আঘাত লাগিল না। এই মুখে মুখে উত্তর

দেওয়াটা তাহার এই পুত্রটীর মজ্জাগত অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিত, কিন্তু জানিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। নিষ্ফল বুঝিলেও কোন কাজ অন্যায় মনে হইলেই, সে তাহার উল্লেখ করিয়া সেই দিকে পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিত। আজও সেই অভ্যাসমত পুত্রকে বলিতে গিয়া যে কথা শুনিল তাহাতে সে মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। শেষে কি তাহার এতদিনের চাকুরীটা পর্য্যন্ত যাইবে! পঙ্কজের চাকুরীতে কাজ নাই, সে যেমন ছিল তেমনই থাক্। তাহা ছাড়া তাহার দেখাদেখি শশধরও কাজে অমনোযোগী হইয়া পড়িতেছে!

রাত্রে আহারে বসিয়া পাতে ডাল ঢালিয়াই পঙ্কজ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি পাঁচশ বার বারণ ক'রেছি, তবু সেই মটর ডাল আমায় দিয়েছে; ঠাকুর, ঠাকুর!" পাচক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই যাহা মুখে আসিল তাই ব'লয়া তাহাকে সে গালি-গালাজ করিতে লাগিল।

চীৎকার শুনিয়া নীরদা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি হ'য়েছে বাবা পঙ্কজ?"

পঙ্কজ বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ'য়েছে তোমার মাথা আর মুণ্ড; এই দেখ।" বলিয়াই ডালের বাটিটি উপুড় করিয়া ফেলিয়া [illegible]

নী[illegible] পাচকের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ রকম করলে ত

চল্‌বে না ঠাকুর। তুমি জান দাদাবাবু মটর ডাল খান না, কি বলে ওর পাতে দিয়েছ।"

পাচক আস্তে আস্তে কহিল, "আপনাকে জিজ্ঞেস করে ত রেঁধেছি মা।"

পঙ্কজ তেমনই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরের কি দোষ, দোষ ত তোমার, তুমি দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধাতে পার না, এমন করলে আমি বাড়ীতে খাওয়া ছেড়ে দেব।"

নীরদা মিনতির স্বরে কহিল, "লক্ষ্মী বাবা আমার, রাগ করিস্ নি। কি খাবি বল, আমি এখনই বাজার থেকে আনিয়ে দিচ্ছি।"

পঙ্কজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি তিন ঘণ্টা থালা কোলে করে বসে থাকব, দায় পড়েছে আমার! আমি গিয়ে হোটেলে খেয়ে আসছি, দাও টাকা।"

নীরদা কহিল, "তা দিচ্ছি।" বলিয়া আঁচল হইতে একটী টাকা খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

টাকাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পঙ্কজ কহিল, "তোমার বাবার হোটেল কি না যে এক টাকায় পেট ভরে খাওয়াবে! দশ টাকার কমে কিছুতেই হবে না।"

নীরদা আর কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া [illegible] এবং দশ টাকার একখানি নোট আনিয়া পঙ্কজের হাতে দিল।

শশধর কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া শুনিল, তাহার

দাদা মার নিকট হইতে দশ টাকা লইয়া হোটেলে খাইতে গিয়াছে। সে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল, খাইবার জন্যে ডাক পড়িলে সে আসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াই লাথি মারিয়া থালা খানা দূরে ফেলিয়া দিল ; ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সে আপন মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল, "দাদা খাবে হোটেলে আর আমি খাব এই সব পিণ্ডি ! কোথায় গেল মা ; মা, মা !"

নীরদা ব্যাপার বুঝিয়া দুইটী টাকা হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া কহিল, "তোদের জ্বালায় আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় ! এই নে, যা যেখানে খুসী খেগে যা।"

বলিয়া দুইটী টাকা অহার হাতে দিতেই সে এমনই জোরে টাকা দুইটী ছুঁড়িয়া ফেলিল, যে নীরদার পায়ের নখের কোণে গিয়া বিষম বাজিল।

নীরদা মেঝের উপর বসিয়া পড়িল, ক্ষতস্থান হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া কহিল, "এমন সব হতভাগা ছেলে পেটে ধরেছিলাম রে !"

'কি হ'ল কি।' বলিতে বলিতে অমূল্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শশধর চট্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

নীরদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছু হয় নি, চল ওপরে যাই "

অমূল্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "তবে অমন চেঁচিয়ে

উঠলে কেন! ঘরময় ভাত ছড়ালেই বা কে? তোমরা দেখছি আমায় পাগল না করে ছাড়বে না!"

নীরদা টাকা দুইটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, "তুমি কেন শুধু শুধু মাথা খারাপ করছ, চল ওপরে।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া এক রকম জোর করিয়া উপরে লইয়া গেল। খানিক পরে ঝির হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল, "যা তোর মেজদাদা-বাবুকে দিয়ে আয়।"

ইহারই দিন দুই পরে সকাল বেলা শিউশঙ্কর হালুইকরের পুত্র রামদীন্ আসিয়া অতুলকে খবর দিল, সাহাবাবুদের বাগানের মালি ভোরে উঠিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আজ পেয়ারা পাড়িবার ভারি সুযোগ। অতুলের স্ফূর্ত্তি দেখে কে! সে জননীকে গিয়া কহিল, "মা, মাষ্টার এলে তাড়িয়ে দিস্, আমি আজ পড়ব না।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে পড়িবার জন্য অতুলের ডাক পড়িলে, নীরদা ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, অতুলের অসুখ করেছে, সে আজ পড়বে না।

বেলা প্রায় এগারটার সময় অতুল এক কোঁচড় পেয়ারা লইয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। মুখে পিতাকে দেখিয়া কোন রকমে পাশ কাটাইয়া একেবারে জননীর নিকটে উপস্থিত হইয়া পেয়ারাগুলি মেঝের উপর ঢালিয়া দিল।

নীরদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত পেয়ারা কোথায় পেলি রে ?"

অতুল এক গাল হাসিয়া কহিল, "আজ ভারি মজা হ'য়েছে মা, সা'দের মালি বাগানে ছিল না, আমি আর রামদীন বেশ মজা করে পেয়ারা পেড়ে নিয়েছি। দেখেছিস সবগুলোই পাকা। বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে, আজ আর স্কুলে যাব না, কিন্তু।"

নীরদা কহিল, "এই রদ্দুরে আর স্কুলে যায় না, উঃ একেবারে ঘেমে নেয়ে গেছিস্ যে রে। ও ঝি ঝি গেলি কোথায়, হাওয়া কর না এসে।"

ঝি নিকটেই কোথায় ছিল। ডাক শুনিবামাত্র সেখানে আসিয়া পাখা লইয়া অতুলকে হাওয়া করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় অমূল্য জলযোগ করিতেছিল, নীরদা কাছে বসিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়ারা কেমন খেলে বল দিকি ; খুব সুস্বাদু নয় ?"

অমূল্য কহিল, "বেশ পেয়ারা, গাছ পাকা বলে মনে হ'চ্ছে ; কোথায় পেলে ?"

নীরদা হাসিতে হাসিতে কহিল, "সাবাবুদের বাগান থেকে অতুল পেড়ে এনেছে।"

অমূল্য আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পেড়ে এনেছে কি রকম

নীরদা কহিল, "রকম আবার কি! মালি কোথায় গেছল, সেই সময় অতুল আর রামদীন দু'জনে মিলে পেড়েছে।"

অমূল্য বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ, এ ভারি অন্যায়, কেউ দেখলে আমার যে মাথা কাটা যেত! এখানে আমার মান-সম্ভ্রম আছে, সবাই চেনে।"

নীরদা কহিল, "দেখলেই হ'ল বুঝি, অতুল তাতে খুব সেয়ানা, ও ত আমার বোকা ছেলে নয়!"

অমূল্য কহিল, "এ বোকা সেয়ানার ত কথা হ'চ্ছে না। পরের গাছ থেকে সে কেন পেয়ারা পাড়তে যায়? তুমি তাকে বক নি?"

নীরদা কহিল, "বা, সে আহ্লাদ করে নিয়ে এল, আর আমি তাকে বক্‌ব! তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই!"

অমূল্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "লেখাপড়া ত কারু হ'ল না, যাক, শেষকালে যে চোর হবে এ আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারি না। অতুল, অতুল?"

নীরদা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "না, আজ তুমি কিছুতেই ওকে বকতে পাবে না। যদি বক আমি ঠিক বল্‌ছি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব।"

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বেশ আমি কিছু বল্‌ব না।"

১০
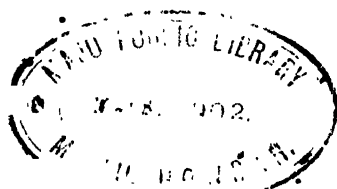
রোগীর দিকে চাহিয়াই ডাক্তারবাবুর মুখ সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি বার দুই তিন নাম ধরিয়া ডাকিলেন, রোগী উত্তর দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছু বলিতে পারিল না। একটা অস্পষ্ট ধ্বনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তিনি রোগীর দেহের স্থানে স্থানে চিমটি কাটিয়া দেখিলেন; কোন সাড়া নাই। পুষ্প শিয়রের কাছে শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন ?"

কম্পিত কণ্ঠে পুষ্প কহিল, "হ্যাঁ বলেছিলেন, ভোর রাত্রে আমার কাছে জল চাইলেন, কিন্তু খেতে পারলেন না. মুখে ঢেলে দিলাম, গড়িয়ে পড়ে গেল। সেই থেকে কথাও বন্ধ হ'য়ে গেছে।"

ডাক্তারবাবু আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত !"

পুষ্পর বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু কি হবে ?"

ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "এখনও নিরাশ হওয়ার কিছু হয় নি। তবে—"বলিয়া থামিয়া গেলেন।

তাঁহার এই আশ্বাসবাণী পুষ্প অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে না পারিলেও স্থির করিল, শেষ অবধি যুঝিতে হইবে, ইহারই

মধ্যে কাতর হইলে চলিবে কেন! সে কথঞ্চিৎ শান্ত ভাবে কহিল, "আমি ত সব দেখতে পাচ্চি, আপনি কেন বলতে ভয় পাচ্ছেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারবাবু তবুও একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "আমার পক্ষাঘাত বলে মনে হচ্ছে।"

পুষ্পরাণীর এবার সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত দেহ তাহার ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। তাহার চোখের সম্মুখে দিনের আলো ক্রমে যেন মলিন হইয়া গেল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, টলিতে টলিতে চারিদিকে আশ্রয়লাভের আশায় হাত বাড়াইতে লাগিল, গভীর অন্ধকার,—কিছুই সে দেখিতে পাইল না। সহসা ছিন্নদ্রুমের মত মেঝের উপর সে লুটাইয়া পড়িল।

যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সে চারিদিকে বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। দেখিল সেই বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে, আর ডাক্তারবাবু শিয়রের কাছে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। একে একে সব কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল, নিজের উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল। এমনই দুর্ব্বলচিত্ত সে! [illegible]ন যে তাহার মাথার উপর কত বড় ভার চাপাইয়া রাখিয়া[illegible] সে কথা একবার মনে করিল না? সে নিজেকে মুহূর্ত্তে শক্ত করিয়া

লইয়া ডাক্তারবাবুকে কহিল, "ডাক্তারবাবু, কি করব এখন ?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "ব্যস্ত হবেন না। আপনার শরীর ভারি দুর্ব্বল, আগে একটু সুস্থ হ'য়ে নিন। আমি আপনাকে বলছি এখনও আমার আশা আছে উনি ভাল হ'য়ে উঠবেন।"

পুষ্পরাণীর দেহের সমস্ত গ্লানি যেন এক মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। কোথা হইতে তাহার দেহে আবার পূর্ব্বের সেই শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিল।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আমি এখনই গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি; একটা খাওয়ার; আর একটা মালিশের। মালিশটা অনেকক্ষণ ধরে করতে হবে, অন্ততঃ দুবেলা দুঘণ্টা করা চাই। আর খাওয়ার ওষুধ তিনঘণ্টা অন্তর চলবে। তা তা আমি এখন যাই, বিকেলে এসে আবার দেখে যাব!"

পুষ্প কহিল, "আজ কি খেতে দেব ?" বলিয়াই তাহার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। পথ্য সে কি করিয়া সংগ্রহ করিবে! একটি পয়সা যে [illegible]র নাই। সে বারম্বার বিশ্বেশ্বরকে স্মরণ করিয়া ম[illegible]নে বলিল, আমি কেন ভাবিতেছি তুমি ত আছ বিশ্বেশ্বর।

এমন [illegible] ডাক্তারবাবু কহিলেন, "যা খেতে দিতে হবে আমি [illegible] ওষুধের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেব।"

পুষ্প গভীর ভক্তিভরে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

'আর দেরী করব না' বলিয়া ডাক্তারবাবু সুশীলকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতিবেশিনীর দিকে চাহিয়া পুষ্প কহিল, "জামা সেলাইয়ের দরুণ আর কিছু পাব কি মাসিমা ?"

মাসিমা কহিলেন, "পাবে বৈ কি মা! এখনও তোমার প্রায় আট আনা পাওনা আছে।"

আট আনা! এ যে তাহার স্বপ্নের ও অতীত! এ যে তাহার নিকট তখন লাক্ টাকার সমান! সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, ইহাতে দুই দিন তাহাদের চলিবে। সেই দু'দিন সে আরও বেশী করিয়া খাটিবে! কহিল, "মাসি মা আর কিছু বেশী [illegible] পাওয়া যায় না ?"

মাসিমা কহিলেন, "আর কত কাজ করবে মা! মানুষের শরীর ত। এমনই পোড়া অদৃষ্ট আমার যে সব দেখে শুনেও চোখ বুঝে থাকতে হ'চ্ছে!" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পুষ্প গাঢ়স্বরে কহিল, "মাসিমা আপনি যা করছেন, এর বেশী মানুষে করতে পারে না, আপনি না থাকলে, আমার যে কি হ'ত!"

মাসিমা জিভ্ কাটিয়া কহিলেন, "ছি মা ও সব কথা বলতে

নেই। এমন কোন্ পাষণ্ড আছে জানি না, তোমার এই বিপদ দেখে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে!"

পুষ্প মনে মনে কহিল, মাসিমা, তোমার কিছু নাই, তবু তুমি এই বৃদ্ধ বয়সে দেহের শক্তি দিয়াও আমাদের সাহায্য করিতেছ, সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়া আবার সংসারে জড়াইয়া পড়িয়াছ। আমাদের জন্যে তোমার চোখে জল আসিতেছে। তবু তোমার তৃপ্তি হইতেছে না। আর আমাদের অতি নিকট আত্মীয়েরা টাকার উপর বসিয়া থাকিয়াও পাছে একটা পয়সা দিয়া সাহায্য করিতে হয়, সেই ভয়ে আমাদের শিয়াল কুকুরের মত দূর্‌দূর্ করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন! এই ত সেদিন তাহার ভাগ্নে আসিয়া ভাড়ার জন্যে তাহাদের অকথ্য কুকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া গেল।

এমন সময় করুণা আসিয়া কহিল, "বাবা উঠেছেন মা।"

পুষ্প তাড়াতাড়ি হরকুমারের কাছে গিয়া উপ[illegible]ত হইল! তাহাকে দেখিয়া হরকুমার যেন কি বলিতে [illegible]ল, কিন্তু ঠোঁট দুখানি তাহার শুধু কাঁপিয়া উঠিল, কোন কথা বাহির হইল না. তাহার চোখের কোণ বাহি[illegible] [illegible]ল গড়াইয়া পড়িল। পুষ্পর বুকের ভিতরটাকে কে যে[illegible] [illegible]চড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, সে সোজা হইয়া দাঁড়া[illegible] সেই রাক্ষসের কঠিন গ্রাস হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ল[illegible]। ভোরে উঠিয়াই সে স্বামীর জন্য এক পোয়া দুধ আনি[illegible] গরম করিয়া রাখিয়াছিল; বাটীটি তুলিয়া লইয়া

এক ঝিনুক দুধ অল্প অল্প করিয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। সামান্যই তাহার পেটে গেল, বেশীভাগই কষ বাহিয়া বিছানার উপর পড়িল। পুষ্পর অন্তর হাহা-কার করিয়া উঠিল, বাবা বিশ্বেশ্বর: সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ মুদিত হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত পরেই চাহিতেই তাহার বোধ হইল স্বামীর শিয়রে একটি তেজপুঞ্জ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, স্মিত আননে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, ভয় নাই রে বেটী, ভয় নাই! চাহিতে চাহিতে হঠাৎ মূর্ত্তিটি যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পুষ্প আবার এক ঝিনুক দুধ স্বামীর মুখে দিল, তাহার মনে হইল, এবার বেশী ভাগটাই তাহার পেটে গিয়াছে! অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে তাঁহার মন ভরিয়া গেল! সুশীল যে ঔষধ ও পথ্য লইয়া কখন্ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সুশীল মা বলিয়া ডাকিতেই তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

সুশীল কহিল, "মা, এই ওষুধটা এখনই মালিশ করতে বলে দিয়েছেন। এক ঘণ্টা ধরে মালিশ করতে বলেছেন, তারপর আধ ঘণ্টা বাদে এই ওষুধটা খাওয়াবেন।"

মালিশ করার পর হরকুমার একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পুষ্প সুশীলকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া পূজা সারিয়া ছেলেদের মুখে কিছু দিবার ব্যবস্থা করিতে গেল।

সবে পুষ্প উনান হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়াছে এমন

সময় কিসের গোলমালের শব্দ তাহার কানে গেল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই সে শুনিল, কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ঘটি বাটি যা কিছু পাবি, সব টেনে বার করবি। বকসিস্ পাবি।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। পুষ্পর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ! মনে পড়িল দু'দিন আগেকার কথা, নীরদার জ্যেষ্ঠপুত্র পঙ্কজ শাসাইয়া গিয়াছিল, "যখন জিনিস টেনে বার করব, তখন ভাড়া না দেওয়ার মজাটা টের পাবে।" পুষ্প দরজা ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এই মাত্র কত করিয়া সে স্বামীকে ঘুম পাড়াইয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কাতর হইয়া পড়িবেন! তার পর এ কথা কোন রকমে যদি তাঁহার কানে যায়, তাহা হইলে? না, সে বাঁচিয়া থাকিতে কিছুতেই তার সামনে স্বামীকে এই ভাবে হত্যা করিতে দিবে না। আগে তাহাকে দলিয়া পিষিয়া মারুক, তার পর যাহা পারে করিবে।

লীলা আসিয়া ডাকিল, "মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত দেবে এস না মা?" কিন্তু জননীর মুখের দিকে চাহিয়াই সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

"এ ঘরটায় ত কিছু নেই, চল ভেতরে গিয়ে দেখা যাক্। যা পাব টেনে বের করব, আমাদের কি!" বলিতে বলিতে দুই ব্যক্তি সেই দরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

পুষ্প দুই হাতে দুই চৌকাট ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। স্থির দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তোমাদের আমি কিছুতেই বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দেব না।"

এক ব্যক্তি কহিল, "ডিগ্রির টাকা ফেলে দাও, আমরা চলে যাচ্ছি। শুধু চোখ রাঙালে ত চল্‌বে না! হাকিমের হুকুম, টাকা না পেলে আমরা সব জিনিষ রাস্তায় টেনে বার করব।"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। সে সভয়ে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

পুষ্প স্থির হইয়া মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহাদের সহিত বৃথা তর্ক করিয়া কোন ফল নাই; ইহাদের উপর রাগ করিয়াও কোন লাভ নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া দেখি, যদি তাহাদের [illegible] উদ্রেক হয়। শান্তকণ্ঠে সে কহিল, "বাবা আমরা বড় গরীব, আ[illegible]দের যে কিছু নেই।"

এক [illegible] "মা," বলিয়া উঠিল, "হাকিম ত আর সে কথা শুন্‌বে না। টাকা দিতে [illegible]রবে না, বাড়ী ভাড়া করেছিলে কেন! পাওনা টাকা দেওয়ার [illegible]বেন অমন ঢের লোক গরীব সাজে! দেখে দেখে আমরা বুড়ো হ[illegible]লাম, আমাদের কাছে ও সব চালাকি চলবে না।"

পুষ্প কহিল, "চালাকি করব কেন [illegible]বা, সত্যি আমাদের কিছু নেই। বাবুর ভারি অসুখ, না হ'লে বাবা ভাড়া পড়ে থাকৃত না। তোমরা বাবা যদি আমায় কিছু দিন সময় দাও"

পেয়াদা কহিল, "আমরা ত হুকুমের চাকর, আমরা কি সময় দেবার মালিক, হাকিমের কাছে সে কথা বললে না কেন। আগে কিছু খেতে দাও দিকি, তারপর দেখা যাবে।"

পুষ্প কহিল, "আমাদের ঘরে ত কিছু নেই বাবা, কি খেতে দেব।"

লোকটা হাসিয়া কহিল, "পয়সা ত আছে, তাই দাও!"

পুষ্প কহিল, "তাও নেই।"

লোকটা বিকৃতমুখে কহিল, "পথ ছাড়,—দেখছি পয়সা বেরোয় কিনা,—হাড় পেকে গেল এই করতে করতে।"

পুষ্প দেখিল, কাকুতি-মিনতি করিয়া কোন ফল নাই। তখন সে আবার দৃঢ়স্বরে কহিল, "কিছুতেই পথ ছাড়ব না।"

লোকটা চীৎকার করিয়া কহিল, "পথ ছাড় বলছি মাগী।"

পুষ্প চৌকাট হইতে হাত সরাইয়া লইয়া দুই হা[illegible] জোড় করিয়া বেদনা-ভরা কণ্ঠে কহিল, "ওগো তোমরা [illegible]চিয়ো না, এখনই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আমি [illegible] ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু বল তোমরা উপরে যাবে না।"

লোকটা বিদ্রূপ করিয়া ব[illegible] উঠিল, "ওপরে সব জিনিষ পত্তর নিয়ে বসে থাক, [illegible] আমরা একটা ভাঙ্গা হাড়ি নিয়ে চলে যাই! নাও, [illegible] ছাড়।"

পুষ্প সেই ভাবেই পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক পা নড়িল না।

লোকটা ক্রোধান্ধ হইয়া জোর করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য পুষ্পকে ঠেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে অপর পেয়াদাটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি করছিস্ ।"

বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তি ভ্রুকুটিকুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "ভারি দয়া দেখছি যে, তুই বুঝি লুকিয়ে মাগীর কাছে ঘুষ খেয়েছিস ; আমি জিনিষ টেনে বের করে তবে ছাড়ব, দেখি মাগী কি করে আটকায় ।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "খবরদার !" অনেক দিনের একটা কথা তাহার মনে পড়িল, তাহার পিতার মৃত্যুর পর, শত্রুরা তাহাদের জব্দ করিবার জন্য তা[illegible]নই বিপদে ফেলিয়াছিল ।

[illegible] ব্যক্তি নিষ্ফল আক্রোষে ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "অমূল্যবাবুকে ত চিনিস্ নি ! লুকিয়ে ঘুষ খাওয়া বার করে দেবে ।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "দেয় দেবে, অত ভয় আমি কারো রাখি না ।" পুষ্পর দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, তুমি যদি বাবুদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে আসতে পার ; না হ'লে তোমার জিনিষগুলো ত কিছুতেই রক্ষে পাবে না ।"

এইবার পুষ্পর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল । এই লোকটার দৈত্যের মত চেহারা দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল ।

কঠিন প্রস্তরের বুকেও যে নির্ঝরিণী বহিয়া থাকে এ কথা তখন তাহার মনে হয় নাই! পুষ্প চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "বাবা তাই যাচ্ছি, তাঁদের হাতে পায়ে ধরে সময় চেয়ে নিয়ে আসব।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "মা তুমি নির্ভয়ে যাও, যতক্ষণ না তুমি ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা বাড়ীর বাইরে বসে থাকব।"

পুষ্প কহিল, "বাবা এত বেলা পর্য্যন্ত ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে কিছু পড়ে নি। দুটি ভাত খাইয়ে যাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, "যত শীগ্‌গির পার গিয়ে একটা বন্দোবস্ত করে এস মা!"

পুষ্প তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া লীলার হাত ধরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মাসিমাকে স্বামীর কাছে বসাইয়া পুষ্প সুশীলকে সঙ্গে করিয়া বাটীর বাহির হইবে এমন সময় সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ মা?"

পুষ্প কহিল, "তোমার পিসিমার বাড়ী বাবা।"

সুশীল ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "সেখানে গিয়ে কাজ নেই মা।"

পুষ্প তাহাকে সব বুঝাইয়া বলিলে, সে কহিল, "তা হ'লে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি গাড়ী নিয়ে আসি।"

পুষ্প কহিল, "গাড়ী আনতে হবে না বাবা, চল আমরা হেঁটেই যাই।"

সুশীল কহিল, "সে যে অনেক দূর, বড় বড় রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, লোকে কি বলবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া পুষ্প কহিল, "বাবা, যারা গরীব, যাদের খাওয়ার পয়সা নেই, তাদের লোকের কথায় ভয় করলে চলবে কেন বাবা! তোমার লজ্জা করছে? এতে লজ্জা করবার কিছুই নেই ত বাবা!"

সুশীল আর কিছু না বলিয়া জননীর সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িল। পুষ্প পুত্রের হাত ধরিয়া জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন ছিল, কিন্তু ঘোমটায় একেবারে মুখ ঢাকা ছিল না। সে কোথাও একটু দাঁড়াইল না।

তাহারা যখন অমূল্যচরণের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে তাহার বৈঠকখানায় একটা বড় রকমের তাসের আড্ডা বসিয়াছে, এবং স্ফূর্ত্তির চীৎকারে সমগ্র পাড়াটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া কে এক জন বলিয়া উঠিল, "বাবা এই দুপুর রোদেও নিস্তার নেই। ভিক্ষে করবার সময় বটে।"

পঙ্কজ কহিল, "আর বল কেন দাদা! দিনরাত একেবারে অস্থির করে তুলেছে। শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে পারিনি, তাই সব বেটাবেটীরা তারি যো পেয়ে গেছে। ইচ্ছে হয়, তাড়িয়ে দি, কিন্তু চিরকালের অভ্যাস, তাড়াতে পারিনি।"

একজন কহিল, "এমন দাতাকর্ণ করে থেকে হ'লে হে পঙ্কজ কুমার?"

পঙ্কজ সে কথায় কান না দিয়া একটা পয়সা বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "পালা, পালা!"

সুশীলের চোখ ছলছল করিতেছিল, পুষ্প সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "এ দিকে একবার শুনে যাও বাবা।"

পঙ্কজ রুক্ষস্বরে কহিল, "আর কিছু হবে না, সরে পড়।"

পুষ্প কহিল, "তোমার সঙ্গে দরকার আছে বাবা।"

পঙ্কজ বলিয়া উঠিল, "এ ত ভারি আপদ এসে জুটল দেখছি।" উঠিয়া দরজার নিকট গিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, "তোমাদের জ্বালায় কি দুপুরবেলাও একটু সুস্থ হয়ে থাকবার জো নেই! পয়সা বড় সস্তা কি না!"

পুষ্প কহিল, "তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করব। তিনি ওপরে আছেন?"

পঙ্কজ এতক্ষণ ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই। এইবার তাহার [illegible] চাহিতেই তাহাকে চিনিতে পারিল! ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া [illegible] উঠিল, "বাবা তার কি করবে! তিনি ঘুমুচ্ছেন, [illegible] তাঁকে বিরক্ত কর না। সে দুবেটাও ত ভারি বজ্জাত দেখছি, এদের কি বলে বেরুতে দিয়েছে। বেটাদের দেখে নেব।"

নিমাই তাসটা ফরাসের উপর রাখিয়া কহিল, "কি হে পঙ্কজ ব্যাপার কি ?"

পঙ্কজ কহিল, "দেখ না লোকের দৌরাত্ম্য, উনি পরের বাড়ীতে চেপে বসে থাকবেন, উঠবেনও না, ভাড়াও দেবেন না ! এ কি রকম আব্দার ! এইবার ডিগ্রিজারি করা হয়েছে তাই এখন এয়েছেন বাবার কাছে !" তারপর পুষ্পরাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা তার কি করবে, ভাড়ার টাকা ফেলে দিলেই ত আর কোন গোল থাকে না ! আর বাড়ীও ত আমাদের নয়। পরের বাড়ী বাবার জিম্মায় আছে, শেষকালে কি তোমাদের জন্যে বাবা নিজে চোর হ'তে যাবে না কি। তবু দাঁড়িয়ে রইলে ? বেশ ত চুপ করে দিন রাত দাঁড়িয়ে থাক্তে পার থাক কিন্তু যদি নাকে কাঁদ কিম্বা ওপরে যাওয়ার চেষ্টা কর ত্যা হ'লে বের ক'রে দেব বল্‌ছি। তোমরা সব খেলা বন্দ করলে কেন ?"

পুষ্পরাণী [illegible]রূপ আশা নাই বুঝিয়াও পঙ্কজের কথায় পুড়িতে পুড়িতে কাহিল, "বাবা, টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলে এতটা পথ হেঁটে তোমাদের [illegible]ব আসতাম না !"

পঙ্কজ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "[illegible]কে আবার তেজ আছে ! যেন আমরা এখানে আসবার জন্যে ওঁকে মা[illegible]ব দিব্যি দিয়েছি ! বেরোও বলছি।"

নিমাই তাস ক'খানা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে

পুষ্পর কাছে উঠিয়া গিয়া কহিল, "যাঁর বাড়ী তাঁকে গিয়ে ধরুন, কাজ হ'বে। এখানে মাথা খুঁড়লেও কিছু হবে না।"

পুষ্প কহিল, "তাঁর ঠিকানাটা যদি একবার বলে দাও?" নিমাই ঠিকানা বলিয়া দিলে, পুষ্প সুশীলকে লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

জগদীশবাবু তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া তিন চারি জন ভদ্রলোকের সহিত কি কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় পুষ্প গিয়া দরজার পাশটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সেই দিকে চাহিয়া জগদীশবাবু হঠাৎ মধ্যপথে কথা বন্ধ করিয়া উঠিয়া আসিলেন; কহিলেন, "কি চাই মা আপনার?"

এই স্নেহময় মাতৃসম্বোধনে পুষ্পর হৃদয় গলিয়া গেল। খানিক ক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল, "আপনি দয়া করে আমায় যদি দিনকতক সময় দেন।"

জগদীশবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কিসের সময় মা?"

পুষ্প কহিল, "ছ'মাস আপনার বাড়ী ভাড়া দিতে পারিনি। টাকার জন্যে লিখেছি, এলেই আপনার সমস্ত টাকা শোধ করে দেব। সেই কারণে আমি সময় চাই।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আপনি আমার কোন্ বাড়ীতে আছেন?"

পুষ্প তাঁহার এই প্রশ্নে মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আমরা আপনার ২নং বাড়ীর ভাড়াটে।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আমি ত তা জানতাম না, বাড়ী ভাড়া দেওয়া, ভাড়া আদায়ের ভার সমস্তই আমার ম্যানেজার অমূল্যবাবুর হাতে। তাঁকে কিছু বলেছেন কি ?"

পুষ্প কহিল, "তাঁর বাড়ী গেছলাম, তিনি ওপরে ছিলেন দেখা হ'ল না, তাঁর ছেলে বল্লেন কিছু হবে না। আমার স্বামী মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছেন, এ সময় যদি আদালতের পেয়াদারা ঘটিবাটি কেড়ে নিয়ে যায়, তাঁর তক্তাপোষ ধরে টানাটানি করে, তা হ'লে তাঁকে আর বাঁচাতে পারব না।"

জগদীশবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "ভাড়ার জন্যে ক্রোক জারি করা হ'য়েছে না কি ?"

[illegible] কহিল, "হ্যাঁ, দু'জন পেয়াদা দরজায় বসে আছে, আপনি যদি দ[illegible] না করেন, তারা এখনই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সব টেনে বার কর[illegible]

জগদীশবাবু অত্যন্ত [illegible]ীর হইয়া কহিলেন, "অমূল্যবাবু এ কাজ কেন করেছেন তা [illegible]তে পারছি না! আমি ত কোন দিন মা কারুর নামে ভাড়া[illegible]ন্য নালিশই করিনি,— ডিগ্রি জারি ত দূরের কথা। এমন দুই এ[illegible]জন ভদ্রলোক ত ভাড়া না দিয়েও চলে গেছেন। আচ্ছা আপনি একটু বসুন, আমি দেখ্‌ছি ব্যাপার কি ?"

পুষ্প কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে ডাকিল, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বর !

মিনিট দশেকের মধ্যে জগদীশবাবু প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, গাড়ী ইতিপূর্ব্বে ফটকের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি পুষ্পকে কহিলেন, "আসুন মা ?"

পুষ্প সুশীলের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। জগদীশবাবু কহিলেন, "আপনি উঠুন মা !" পুষ্প বিশ্বেশ্বরকে মনে মনে প্রণাম করিতে করিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

জগদীশবাবু পুষ্পর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিলেন, দুই জন পেয়াদা বসিয়া কলহ করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া উভয়ে সেলাম করিয়া চুপ করিয়া গেল। জগদীশবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তোমরা আমায় চেন ?"

পেয়াদারা বলিল, "চিনি হুজুর !"

জগদীশবাবু কহিলেন, "এই চিঠি এখনই অমূল্যবাবুকে দিয়ে এস, বলবে তিনি যেন এখনই আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া একজন পেয়াদা পত্রখানি লইয়া চলিয়া গেল। অপর পেয়াদাকে জগদীশবাবু কহিলেন "তুমি এখন যেতে পার।" সে লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পুষ্পর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি মা ভেতরে যান ; আপনার

যখন সুবিধে হবে ভাড়া দেবেন। ভাড়ার জন্য কেউ আপনাকে আর তাগিদ করতে আসবে না।”

পুষ্প গলায় অঞ্চল দিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া উজ্জ্বল মুখে ভিতরে চলিয়া গেল। জগদীশবাবু রাস্তার উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পত্র পাইয়া অমূল্যচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। জগদীশবাবুর সেই আদেশের কথা তাহার মনে পড়ায় তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। ‘আমার লোকজন বা প্রজা কাহারও নামে যেন কখনও আদালতে নালিশ করা না হয়।’ পত্নীর পরামর্শে সে এ কি করিয়া বসিল। এখন কি করিয়া সে এ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে! আর ত ভাবিবারও সময় নাই। তিনি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

এমন সময় নীরদা হাসিতে হাসিতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “কি গো, জিনিষপত্তর সব ক্রোক দেওয়া হ'য়ে গেছে ত?” বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেই তাহার হাসি মিলাইয়া গেল।

অমূল্যচরণ বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, “তোমার বুদ্ধি শুনে কি বিপদে পড়েছি দেখ।” বলিয়া পত্রখানি তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

নীরদা কম্পিত হস্তে পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ

করিল। পড়া শেষ হইলে বিবর্ণমুখে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি হবে ?"

অমূল্য কহিল, "পথে বসতে হবে ! যাই দেখি কোন রকমে যদি এ যাত্রা চাকুরীটা বজায় রাখতে পারি।" এই বলিয়া সে পেয়াদার সহিত তখনই গৃহত্যাগ করিল।

জগদীশবাবুকে নমস্কার করিয়া হেঁটমুখে দাঁড়াইতেই তিনি কহিলেন, "কার হুকুমে আপনি এ কাজ করেছেন ?"

অমূল্য ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে অতগুলো টাকা মারা যাবে—"

বাধা দিয়া জগদীশ বাবু কহিলেন, "মারা গেলে আপনার কাছে ত আর আদায় করতে যেতাম না ! জানেন, এ জীবনে আমি কখনও কারুর ওপর কোন অত্যাচার করিনি? তা আপনি জেনে শুনে এমন কাজ করলেন ? যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করবেন না। [illegible]দের কাছে ভাড়ার তাগিদ করবারও দরকার নেই; সুবিধামত এঁরা ভাড়া পাঠিয়ে দেবেন।"

চাকুরীটি এত সহজে বজায় থাকিবে অমূল্য তাহা ভাবিতে পারে নাই। তাই জগদীশবাবুর কথায় সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহার বুকের মধ্য হইতে যেন একটা গুরু ভার নামিয়া গেল।

আহারের সময় জগদীশবাবুর গৃহিণী কহিলেন, "হ্যাঁ গো, ও মেয়ে তোমার সঙ্গে গাড়ীতে গেল ?"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আমাদের ভাড়াটে।" বলিয়া পুষ্পরাণী কি জন্য আসিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে জানাইলেন।

গৃহিণী কহিলেন, "তুমি অতগুলো টাকা ছেড়ে দেবে ?"

জগদীশবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ছেড়ে দেব কেন, ওরকম লোকের কাছে কখনও ভাড়া মারা যাবে না তুমি দেখ। আর একটা কথা মনে ভেবে দেখ দেখি, কত বড় বিপদে পড়লে কতখানি অর্থাভাব হ'লে একজন হিঁদু ঘরের মেয়ে-ছেলে এমনই ভাবে রাস্তায় বেরুতে পারে; সুধু বেরুন নয়, আপনার জন ছাড়া বাইরের কোন লোকের সঙ্গে যাদের কখনও কথা বলবার অভ্যাস নেই, সেই রকম একজন হিঁদুর মেয়ে সোজা এসে আমার সঙ্গে কথা কয়ে গেল !"

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

১১

এত বড় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও পুষ্পরাণী হাঁপ ছাড়িবারও অবসর পাইল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখনও ডাক্তার বাবু আসিলেন না। পুষ্প অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হরকুমার কিছু না বলিতে পারিলেও, তাহার মুখ দেখিয়া পুষ্প বুঝিল, সকালের অপেক্ষা এ বেলাটা যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে !

কিন্তু কোথায় কিসের যন্ত্রণা তিনি অনুভব করিতেছেন, পুষ্প তাহা বুঝিবে কি করিয়া ? ডাক্তার বাবুর অভাবে অন্তরের মধ্যে সে ছটফট করিতে লাগিল। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না, সুশীলকে ডাক্তারবাবুর নিকট পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বসিয়া স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

খানিক পরে সুশীল শুষ্কমুখে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা, ডাক্তারবাবুর ভারি অসুখ।"

পুষ্পরাণীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। অসুখ! বলিয়াই সে আড়ষ্ট হইয়া গেল। সামনে বজ্র পতন হইলে মানুষের অবস্থা যেরূপ হয়, তাহার অবস্থা তদ্রূপ হইল। ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার কিছুক্ষণের জন্য লোপ পাইল। ধীরে ধীরে যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, সে শিহরিয়া উঠিয়া একবার যন্ত্রণাকাতর স্বামীর দিকে চাহিতেই দুই চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল। নির্ম্মল উদার আকাশের পানে চাহিয়া সে বার-ম্বার ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, ডাক্তার বাবুকে ভাল করিয়া দাও, আমার স্বামীর যন্ত্রণা দূর করিয়া দাও।" সে মন বাঁধিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। নানা রকম দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহার মন অধিকার করিতে লাগিল। 'আর যে পারি না ঠাকুর' বলিয়া সে ছাদের উপর লুটাইয়া পড়িল।

খানিক পরে লীলা তাহার কোলের কাছে বসিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিল, "ও মা, ওঠ না মা, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।"

পুষ্পর সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া লীলাকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল ; তাহার মন ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি ! এই কি কাঁদিবার সময়. যাহাকে নিজে খাটিয়া মুমূর্ষু স্বামীর ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, ছেলে মেয়েদের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার এমন দুর্ব্বলচিত্ত হইলে চলিবে কেন। বিপদের সহিত যুদ্ধ কর, নির্ভয়ে তাহার সম্মুখীন হও, দেখিবে সে পরাজয় স্বীকার না করিয়া পারিবে না। পুষ্প কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর একবার বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। লীলাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া তিন তিনবার স্বামীর মাথায় হাত দিয়া সে যে কি প্রার্থনা করিল, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে পুষ্প তাহার মাসিমার নিকট গিয়া বসিল ; কহিল, "মাসি মা, আজ কিছু কাজ পেয়েছেন ?"

মাসিমা কহিলেন, "চারটে জামার কাপড় এনেছি মা ; তাঁরা স্তোও দিয়েছেন। মনে হ'চ্ছে অনেক কাজ পাওয়া যাবে মা, সবাই জামা দেখে ভারী খুসী হ'য়েছে। সে দিন কে একজন বলছিল মা, অমন জামা নাকি ভাল দর্জ্জিতেও তৈরী করতে

পারে না। দামেও নাকি তাদের খুব সস্তা পড়েছে। তারা জিজ্ঞেস করছিল, এই চারটে জামা কাল সন্ধ্যের মধ্যে তৈরী হবে না?"

পুষ্প কহিল, "তা করে দেব মাসিমা, বেশী ক'রে খাটলেই হবে। মাসিমা ডাক্তারবাবুর ভারি অসুখ।"

মাসিমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি হবে মা?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া পুষ্প কহিল, "তাই বলছিলাম মাসিমা, সুশীলকে কোথাও যদি একটা কাজ-কর্ম্ম জুটিয়ে দিতে পারেন। দু'জনে খাটলে এক রকম চালাতে পারব। হ্যাঁ মাসিমা, ভাড়াটেরা কবে আসবে?"

মাসিমা কহিলেন, "এই যা, সে কথা ভুলেই গেছলাম, তারা ত কালই আসতে চায়। সকালে উঠেই আমরা দু'জনে ঘর-দোরগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখব, কি বল ?"

পুষ্পর ভারাক্রান্ত অন্তরের একদিক হালকা হইয়া গেল। বাড়ী ভাড়ার কথা ত আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। প্রকাশ্যে কহিল, "বাঁচা গেল মাসি মা, বাড়ী থেকে ত আর বার করে দেবে না! জামার কাপড় দিন মাসিমা, রাত্রে যদি কিছু করতে পারি।"

পুষ্পকে ত সারারাত্রি জাগিতেই হইত। হরকুমারের শিয়রের কাছে মেঝের উপর বসিয়া সে জামা তৈয়ারী করিতে

লাগিল। প্রায় ভোর হয়-হয় এমন সময় তাহার তিনটি জামা শেষ হইয়া গেল এবং আর একটারও অনেকটা কাজ সে আগাইয়া রাখিল। তখনও হরকুমার ঘুমাইতেছিল। পুষ্প ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া নীচের ঘরগুলো ধুইতে আরম্ভ করিল। মাসিমা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন তিনটা ঘরই ধোয়া হইয়া গিয়াছে, পুষ্প দরজাগুলি মুছিতেছে। তিনি অবাক হইয়া কহিলেন, "ওমা এর মধ্যে তুমি যে সব কাজ সেরে ফেলেছ। একলা এত কাজ করা কেন, আমায় ডাকলে না কেন মা ?"

পুষ্প কহিল, "মাসিমা আপনার বয়েস হ'য়েছে, আপনার যে বেশী খাটলে অসুখ করবে। আমাদের এই ত খাটবার বয়েস।"

মাসিমা আর কিছু বলিলেন না।

পুষ্পর দিন কাটিতে লাগিল। নিঃসহায়, দীন-দুঃখীর দিন যে ভাবে কাটে সেই ভাবেই কাটিতে লাগিল। যাহারা সুখের কোলে লালিত, যাহারা স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর বর্দ্ধিত তাহারা পুষ্পর অবস্থা কল্পনা করিতে পারে, কি করিয়া পারিবে ? তাহারা ত পারিবেই না, আর পারিবেন না অপর এক শ্রেণীর লোক, যাঁহারা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া অভাব অভাব বলিয়া সোরগোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা হয় ত কোন্ এক পূজার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিবারের মত সিল্কের জামা কিনিয়া দিতে পারেন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে ছিটের জামা কিনিতে বাধ্য হইয়াছেন ;

তাঁহাদের পত্নী সুধু এক জোড়া চুড়ি হাতে দিয়া আছে, গলায় এক ছড়া হার, হাতে আর এক জোড়া চুড়ি তাঁহারা গড়াইয়া দিতে পারিতেছেন না, এই প্রকারের নানাবিধ অভাবে পড়িয়া তাঁহারা ভাবিয়া আকুল হ'ন, বন্ধুবান্ধবের কাছে দুঃখ করিয়া বেড়ান, এমন কি সময়ে সময়ে আহারে তাঁহাদের রুচি থাকে না। তাঁহারা পুষ্পর অভাবের কথা একবার ভাবিয়া দেখেন না কেন? এ সংসারে পুষ্পর মত দুঃখিনী একেবারে বিরল নহে। আজ রাত্রে পুষ্প জানে না, কাল তাহার ছেলেমেয়েদের মুখে দুটি ভাত দিতে পারিবে কি না! সকালে উঠিয়াও সে জানে না, রুগ্ন স্বামীর ঔষধ পথ্য কি করিয়া কোথা হইতে আসিবে! সে এই পর্য্যন্ত জানে কাল সারারাত্রি খাটিয়া চারটি জামা সেলাই করিয়া মাসিমার হাতে দিয়াছে, সকালে যদি মাসিমা বার আনা আনিয়া দেন, তাহা হইলে যা'হক করিয়া দিন কাটাইয়া দিবে। না হইলে, সে আর কি করিবে! ভাবিয়া কোন একটা কুলকিনারা পাইবার যো তাহার উপায় নাই। কিন্তু পুষ্প কিছুতেই দমিল না। প্রকৃত বীরের মত ধীর শান্ত ভাবে বিপদের সাম্‌নে বুক পাতিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিনিয়ত আঘাতের পর আঘাতে তাহার বুকের এক একখানি পাঁজরা খসিয়া যাইবার মত হইতেছে, তবুও সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে! এই ভাবে আর কতদূর চলিতে পারিবে, কে বলিতে পারে!

সেদিন মালিশ একেবারে ফুরাইয়া গিয়াছে। পথ্যও কিছু নাই। কপর্দ্দকহীন পুষ্প অন্তরে ছট্ফট্ করিতে করিতে স্বামীর শিয়রে বসিয়া ছেলেমেয়েদের পায়জামা সেলাই করিতে লাগিল, চারটি শেষ করিয়া দিতে পারিলে দশ আনা পাইবে। তাহা ছাড়া সন্ধ্যার সময় সে একটি বড় পাঞ্জাবী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পারিশ্রমিকস্বরূপ ছয় আনা পাইবে। তাহার হাত যেন কলের মত চলিতে লাগিল। খানিক পরে সে জামা কয়টি শেষ করিয়া মাথা ঠেকাইয়া বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। টাকাটি পাইলে ঔষধ পথ্যের আর অভাব হইবে না!

জামা দিয়া ফিরিতে মাসিমার প্রায় নয়টা হইয়া যায়। যাইবার সময় মাসিমা পুষ্পাকে চারটি পয়সা দিয়া গিয়াছিলেন, তাই দিয়া সে স্বামীর জন্য দুধ কিনিয়া আনিল, এবং খানিকটা খাওয়াইয়া দিয়া মাসিমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

মাসিমা মলিনমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “মা, এবেলা মোটে পাঁচ আনা পাওয়া গেল, বাকি সন্ধ্যের পর দেবে বলেছে।”

পুষ্পর মুখের রক্ত যেন কোথায় উবিয়া গেল। সে যে বড় আশা করিয়াছিল, টাকাটি পাইলেই সে আগে মালিশ কিনিয়া আনিবে, মালিশে যে তাহার স্বামীর যন্ত্রণা কিছুক্ষণের জন্য কম পড়ে, তিনি একটু আরাম পান। আট আনার কমে ত মালিশ

পাওয়া যাইবে না! পুষ্প ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিল, ওগো রাত্রি এস, এস! পাঁচ আনা পয়সা হাতে করিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল,—কি করিবে? ছেলেমেয়েদের জন্য চাল কিনিয়া আনিবে, না রাত্রের জন্য রাখিয়া দিবে? যদি রাত্রে বাকি এগার আনা পয়সা না দেয়! এক বেলা উপোস করা ছেলেমেয়েদের একরকম অভ্যাসের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! দু'পয়সার মুড়ি আনিয়া দিই, তাই খাইয়া এ বেলাটা তাহারা কাটাইতে পারিবে।

পুষ্প স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দেখিল, তিনি জাগিয়াছেন। সে অনুভব করিল, তাঁহার যন্ত্রণাটা যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালিশ করিতে পারিলে তাঁহাকে এ কষ্ট আর পাইতে হইত না। পুষ্পর বুকের ভিতরটা অনবরত কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দিলে বোধ হয় যন্ত্রণা কমিতে পারে। তাহার সংসারে তেলের সহিত সম্পর্ক ত বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে, সে সুশীলকে ডাকিয়া এক পয়সার তেল কিনিতে দিল।

মধ্যাহ্নে পুষ্পরাণীর নামে একখানি ইন্‌সিওর করা চিঠি আসিল। তাহার দিদি রাধারাণী টাকা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পিয়ন কিছুতেই পত্রখানি দিতে চাহিল না। পুষ্পকে কেহ সনাক্ত করা চাই। শেষে অনেক কাকুতি মিনতির পর চারি আনা পয়সা দক্ষিণা লইয়া পিয়ন পত্রখানি পুষ্পকে দিয়া গেল!

খামখানি সন্তর্পণে ছিঁড়িতে পুষ্প কয়েকখানি নোট দেখিতে পাইল। সেই সঙ্গে রাধারাণীর একখানি পত্রও ছিল। পুষ্প হিসাব করিয়া দেখিল, যে টাকা আসিয়াছে তাহাতে বাকি ভাড়াটা ঠিক সঙ্কুলান হইবে, একটি টাকা বেশী বা কম হইবে না। একটা বড় ঋণ হইতে মুক্তি পাইবে ভাবিয়া তাহার পীড়িত মন খানিকটা সুস্থ হইল। সে স্থির করিল, এখনই টাকা কয়টি জগদীশবাবুকে দিতে হইবে! বাড়ীতে সে কিছুতেই রাখিতে পারে না। তখনই সে মাসিমাকে ডাকিয়া আনিল; হরকুমারের কাছে বসাইয়া রাখিয়া সুশীলকে সঙ্গে করিয়া হাটিয়া জগদীশ-বাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বাড়ী ছিলেন না, পুষ্প ভিতরে গিয়া গৃহিণীর হাতে টাকাগুলি দিয়া আসিল।

আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া জগদীশবাবু টাকার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে গিন্নি মানুষ চিনি কিনা।"

একদিন মাসিমা আসিয়া পুষ্পকে কহিলেন, "আজ খবর পেলাম, বেনারসী কাপড়ের কারখানায় একটা কাজ খালি আছে। সুশীল কি তা পারবে?"

পুষ্প উৎসাহভরে কহিল, "কেন পারবে না মাসিমা; তার ইংরেজী বাঙ্গালা হাতের লেখা দুই-ই খুব ভাল। ওঁর কাছে শুনেছি, বাঙ্গালা ইংরেজি সংস্কৃত তিনটেই সে শেষ শিখেছে।"

মাসিমা কহিলেন, "সে ত লেখাপড়ার কাজ নয় মা; সেখানে নাকি সুতোটুতো কি বাছ্‌তে হবে।"

পুষ্প হঠাৎ কেমন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সুশীল কি এ কাজ করিতে চাহিবে? তাহার আশা যে অনেক উচ্চ, তাহা ত পুষ্পর অবিদিত ছিল না। কিন্তু যাহ'ক কিছু যে সুশীলকে করিতেই হইবে। সে নিজের মনকে বাঁধিয়া কহিল, "তা মাসিমা ও শিখে নেবে, এমন কি আর শক্ত কাজ।"

মাসিমা কহিলেন, "যাকে কাজের জন্য বলেছিলাম, সে বল্‌ছে কাল থেকেই লোকের দরকার। তা হ'লে কাল সকালেই আমি সুশীলকে তার কাছে নিয়ে যাব, কি বল মা?"

পুষ্প কহিল, "বেশ ত মাসিমা, আমি সুশীলকে বলে রাখব'খন।"

করুণা ও লীলা ঘুমাইয়া পড়িলে পুষ্প সুশীলের কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, "বাবা তোমাকে ত কাল থেকে কাজে বেরুতে হবে।"

সুশীল উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা বেরুব মা; যতদিন বাবার অসুখ না সাবে ততদিন কাজ করব, তার পর আবার পড়লেই হবে, কি বল মা?"

পুষ্প কহিল, "তা বৈ কি বাবা, মন দিয়ে পড়লে দু'বছরের পড়া, দুমাসে তৈরী করে ফেল্‌তে পারবে। আমরা এখন কষ্টে পড়েছি, সবাই মিলে কাজ করে এ বিপদটা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলে আর ভাবনা কি! কিন্তু বাবা একটা কথা এখনও তোমায় বলিনি। তুমি ছেলেমানুষ তোমাকে এখন খুব ছোট

হ'য়ে ঢুকতে হ'বে।" বলিয়া তিনি পুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন কি কাজ করিতে হইবে।

সুশীলের মুখ সহসা কালী হইয়া গেল। পুষ্প তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "এতে কোন অপমান নেই বাবা। তুমি সুতোই বাছ, মোটই বও, আর ঘরদোর ঝাঁট দাও, তাতে অপমান বোধ করবার কোন কারণ নেই। মান অপমান সব নিজের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। তুমি যে কাজই কর না কেন, যদি নিজেকে ভুলে না যাও, প্রতি কাযে প্রতি কথায় তুমি এইটে যদি দেখাতে পার যে তুমি ভদ্রবংশের ছেলে তা হ'লে দেখবে সবাই তোমায় আদর করবে। ছোট কাজ করলেই মানুষ ছোটলোক হয় না। সুশীল একটু ভেবে দেখলেই তুমি অনায়াসেই এ সব কথা বুঝতে পারবে বাবা; তুমি ত আমার অবুঝ ছেলে না, তোমার ও আমার দু'জনের মাথায় যে কত বড় দায়িত্ব রয়েছে একবার ভাব দিকি বাবা! ওঁকে সারিয়ে তুলতে হবে, করুণা ও লীলাকে পেটভরে খাওয়াতে হবে। করুণার পড়াশুনারও যাহ'ক একটা সুবিধে করে দিতে হবে।"

সুশীলের মুখের সে বিবর্ণভাব দুর হইয়া গেল। সে কহিল, "মা, যে কাজ তুমি বলবে তাই আমি এখন করতে পারব মা।"

সুশীল ঘুমাইলে পুষ্প অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল।

পরদিন সকালেই সুশীল কাজে ভর্ত্তি হইল। বারটা অবধি সুতা বাছিয়া তখনকার মত কাজ শেষ করিয়া সে খাইবার জন্য দু ঘণ্টা ছুটি পাইল। বাড়ী পৌঁছিয়া দুটি ভাত মুখে দিয়াই সে ঔষধ ও পথ্য কিনিয়া আনিল, তার পর মিনিট পনর বিশ্রাম করিয়া সে কাজে চলিয়া গেল।

বৈকালে অমূল্যচরণ এক জনকে ডাকিয়া কহিল, "ওহে আজ যে নতুন ছোকরা ভর্ত্তি হ'য়েছে তাকে একবার ডাক ত।"

সুশীল আসিয়া দাঁড়াইতেই অমূল্য কহিল, "এক কল্‌কে তামাক সেজে আন্‌ত রে।"

সুশীল হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। অমূল্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা শীগ্‌গীর সেজে নিয়ে আয়।"

সুশীল এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "আমি তামাক সাজতে পারব না।"

অমূল্যচরণ ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এখানে ওসব চলবে না, যা বল্‌ব শুন্‌তে হবে। তোর কাজ ত আমি ভাগ করে দিয়েছি। সকালে সুতো বাছবি, বিকেল বেলা তামাক সাজবি, ঘর ঝাঁট দিবি আর ফাই ফরমাস খাটবি। যা তামাক সেজে আন।"

সুশীল রাগের মাথায় কি বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার জননীর সেই উপদেশের কথা তাহার মনে

পড়িল। আর মনে পড়িল রুগ্নশয্যায় শায়িত পিতার কষ্টের কথা, ভাই বোন্‌দের অপর্য্যাপ্ত আহারের কথা। সে নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ তাহার অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না, শুধু বাতাস এই দীর্ঘশ্বাসটুকু বহিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন সুশীল তামাক সাজিল, ঘর ঝাঁট দিল, ফরাসের চাদর গুলি ঝাড়িয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। আটটার সময় ছুটি পাইয়া যে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

পুষ্প জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, কি রকম কাজ দেখ্‌লি ?"

সুশীল একটা অসংলগ্ন উত্তর দিয়া জননীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল এবং পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

খানিক পরে খাইবার জন্য করুণাকে দিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া পুষ্প উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া রহিল। করুণা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদার বড্ড মাথা ধরেছে মা, সে কিছু খাবে না।" পুষ্প কহিল, "আচ্ছা তোরা দু'জন খেতে বস্। আমি তাকে ততক্ষণ দেখে আসি।"

ভাত দেখিয়া করুণা বলিয়া উঠিল, "এ কি রকম ভাত মা ?"

জামা সেলাই করিয়া পুষ্প যাহা পাইয়াছিল, তাহা প্রায় রোগীর ঔষধ ও পথ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে, সামান্য যাহা ছিল

তাই দিয়া খুদ কিনিয়া আনিয়া ছেলেমেয়েদের জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ক্ষুধার জ্বালা ত মিটিবে!

লীলা কহিল, "মা, আজও শুধু ভাত খাব। একটু দুধ দাও না মা?"

করুণা কহিল, "সত্যি মা শুধু নুন দিয়ে খেতে ভারি কষ্ট হয় মা,—খানিকটা গিলে যেন আর গিলতে পারি না।"

লীলা কহিল, "আমরা ত স্বুধু ভাত খাব না মা, তুমি দেখ ঠিক খাব না। রাস্তা দিয়ে কেমন ভাল ভাল খাবার নিয়ে যায়, তাই কিনে খাব। আমাদের একটা পয়সা দাও না মা?"

লীলার কোঁকড়া চুলের রাশির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে পুষ্প কহিল, "যারা গরীব তাদের এই রকমেই খেতে হয়। যাদের বাপ অসুখে প'ড়ে থাকেন তারা ত যা পাবে তাই খাবে! কোন রকমে পেটটা ভ'রলেই হ'ল। উনি সেরে উঠুন তখন কত খাবে খেওনা মা।"

লীলা ও করুণা আর কিছু না বলিয়া এ উহার মুখের পানে চাহিতে চাহিতে ক্ষুদ সিদ্ধ খাইতে লাগিল। পুষ্প সুশীলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

সুশীলের কাছে বসিয়া তাহার মাথাটি সস্নেহে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সে কহিল, "বাবা, এর মধ্যে কাতর হ'লে চল্‌বে কেন! এখন যে কাজটা তোমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু কালে দেখ্‌বে, তার থেকেই তোমার কত উন্নতি হবে।"

সুশীল আর নিজের মনোভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না; ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "মা শেষকালে ছোটলোকের ছেলেদের মত আমায় তামাক সাজতে, ঘর ঝাঁট দিতে হ'ল মা। আমি যে আর সইতে পার্‌ছি না।"

পুষ্প মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, "বাবা কি করবে বল; তোমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, তোমার ভাই বোনেরা খুদ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, তোমার যে অনেক কাজ বাবা! না হ'লে এ বয়সে তোমায় চাক্‌রী করতে হবে কেন! চল, যা হ'ক দুটি মুখে দেবে, চল বাবা। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে?"

সুশীল উত্তেজিত হইয়া কহিল, "ক্ষিদে ত সব সময়েই পায় মা, পেট ভরে কি খেতে পাই। আমার চেয়ে ছোটলোকের ছেলেরা ভাল, তারা কত খেতে পায়! আজ তাদের দেখে আমার হিংসে হচ্ছিল মা।"

পুষ্পর চোখের জল আর যে বাধা মানিতে চাহে না। তবু সে জোর করিয়া তাহা রোধ করিয়া কহিল, "সুশীল, এর চেয়ে হয় ত তোমার আরও বেশী দুরবস্থা হ'তে পারত। তা কি একবার ভেবে দেখেছ।"

সুশীল কহিল, "এর চেয়ে আর কি দুরবস্থা হবে মা? আমি ত চাকরের কাজ করছি!"

পুষ্প জোর দিয়া কহিল, "করছ ঠিক কথা বাবা, কিন্তু ওদের মত যদি তুমি নিরক্ষর মূর্খ হ'য়ে থাক্‌তে,তা হ'লে তোমার অবস্থাটা

কি হ'ত একবার ভেবে দেখ দিকি? ঐ তামাক সেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে তোমায় সারা জীবন কাটাতে হ'ত! তুমি জান ওরা ঐতেই কত সুখী, তুমি কি তা হ'তে পার বাবা ?".

জননীর কথাগুলি সুশীলের মনের সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া দিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে কহিল, "মা, আমি বুঝতে পারিনি। আর কখনও দুঃখ করব না। সত্যি যদি তাদের মত হ'য়ে জন্মাতাম তা হ'লে কি হ'ত মা!"

পুষ্প শান্তভাবে কহিল, "সুশীল, তোমার ও আমার যত কষ্টই হ'ক না কেন, সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। সব সময় যেন এই কথা মনে থাকে, যেমন করে হ'ক এ বিপদ কাটিয়ে উঠবই। এক এক সময় মন ভেঙ্গে যায় সে কথা সত্যি বাবা, কিন্তু তখনই আবার শক্ত হ'তে হবে। তার একমাত্র উপায় সব সময় ভগবানকে ডাকা। আমি কখনও মনের বল হারাই নি! যখনই ভাবনা আসে তখনই মনে করি, ওপরে ভগবান আছেন তিনি সব দেখছেন,—তিনি শুধু শুধু আমাদের এই বিপদের মধ্যে ফেলেন নি। তাঁর নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে; আমরা সেইটা কেবল বুঝতে পারি নি। তিনি ঠিক সময়ে আমাদের সব দুঃখ কষ্ট দূর করে দেবেন একথা আমি জোর করে বলতে পারি। বাবা মনকে শক্ত করে, নিজের কর্ত্তব্য করে যাও, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। এখন আমাদের মধ্যে

একজন যদি কাতর হ'য়ে পড়ি তা হ'লে এতদিনকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে বাবা।"

সুশীল দৃঢ়স্বরে কহিল, "মা, তুমি দেখ্ আজ থেকে আর কিছুতেই দমব না। তোমার উপদেশ সব সময় মনে রেখে কাজ করে যাব।"

পুষ্প কহিল, "বাবা, আমি জানি বলেই এত কথা তোমায় বল্‌লাম ;" বলিয়া পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তাহ খানিক পরে সুশীল আড়াইটি টাকা আনিয়া জননীর হাতে দিয়া কহিল, "মা আমার মাইনে।" তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

পুষ্পর মুখও লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "আমি এত আশা করিনি বাবা। ভেবেছিলাম টাকা দেড়েক দেবে বোধ হয়।"

সুশীল কহিল, "ম্যানেজার দেড় টাকা ঠিক করে দিচ্ছ্‌লেন। বাবু কেটে আড়াই টাকা করে দিয়েছেন।"

পুষ্প আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "জগদীশবাবু ?"

সুশীল কহিল, "হ্যাঁ মা।"

করুণা ও লীলা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। সুশীলকে টাকা দিতে দেখিয়া করুণা কহিল, "দাদা মাইনে পেয়েছে, না মা ? আজ আর আমরা ক্ষুদ সিদ্ধ খাব না মা, চারটি ভাত খাব !"

লীলা কহিল, "সুধু ভাত কিন্তু খাব না মা, দাদা এত টাকা এনেছ, আজ মা দুধ দিয়ে ভাত খাব !"

কথাগুলা পুষ্পর বুকের মধ্যে গিয়া বিষম বাজিলেও সে স্থির করিল, ছেলেদের আশা দিয়া নিরাশ করা অপেক্ষা সোজা কথা বলাই ভাল ; কহিল, "কাল ডাক্তার ডাকৃতে হ'বে, তার জন্যে টাকার দরকার, আরও ক'দিন তোমাদের শুধু ভাত খেয়ে থাকৃতে হবে বাবা। তোমার বাবার এত অসুখ, আর তোমরা একটু কষ্ট করতে পারবে না ?"

করুণা কহিল, "কেন পারব না মা, আমরা শুধু ভাতই খাব।"

লীলাও সঙ্গে সঙ্গে কহিল, "কি হ'বে মা দুধ খেয়ে।"

পুষ্পর বুক চিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এই কচি বয়সে তাহারা আর কত সহ্য করিবে ঠাকুর !

মা ও ছেলে দুইজনে পরিশ্রম করিয়া সংসারটা কোন রকমে খাড়া করিয়া তুলিল, হরকুমারের ঔষধ পথ্য যোগাইয়া যাহা কিছু বাঁচিত তাই দিয়া শুধু দুটী ভাত কোনদিন শাক সিদ্ধ খাওয়াইয়া ছেলেমেয়েদের কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিল। হরকুমারের নূতন কোন উপসর্গ না আসিলেও রোগ সারিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পুষ্প প্রাণপণ করিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

সেদিন ছুটির কিছু আগে জগদীশবাবু সুশীলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি বড় ডাকঘর চেন ?"

সুশীল বিনয়নম্রবচনে কহিল, "আজ্ঞে চিনি।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "এই চিঠিখানি ভারি দরকারী, আজকের ডাকে যাওয়া চাই।" বলিয়া পত্রখানি সুশীলের হাতে দিলেন।

সুশীল পত্রখানি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দ্রুতপদে ডাক-ঘরের অভিমুখে রওনা হইল। খানিকদুর গিয়া দেখিল, পথের মাঝখানে খুব জনতা হইয়াছে। পথ একেবারে বন্ধ। সে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেই, একটী বালকের কান্নার শব্দ তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে পায়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। দুই তিনজন লোক অতুলকে খুব প্রহার করিতেছে। অতুল কখনও হাত জোড় করিয়া কখনও বা পায়ে ধরিয়া তাহাদের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"আর কখনও এমন কাজ করব না, তোমাদের পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও।" কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই তিন ব্যক্তি চড়ের পর চড়, কিলের পর কিল ও লাথির পর লাথি মারিতেছে। কিল খাইয়া সে বসিয়া পড়িতেছে, লাথি খাইয়া পথের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে, তবুও কাহারও দয়া হইতেছে না! তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"রোজ রোজ চুরি করে লোভ বেড়ে গেছে। আজ আর আস্ত

ছাড়ছি না।" সুশীলের কোমল অন্তরে ভারি আঘাত লাগিল। সে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া অতুলকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "ছেড়ে দিন আর মারবেন না।" কে একজন চীৎকার করিয়া কহিল, "বেটা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এয়েছেন, ও ছোঁড়াও নিশ্চয় ওর সঙ্গে ছিল, মার মার ওটাকে সুদ্ধ মার।" তখন অতুলকে ছাড়িয়া দিয়া দুইতিন ব্যক্তি সুশীলের উপর আসিয়া পড়িল। কিল চড় লাথি খাইতে খাইতে সুশীলের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল. সে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে গিয়া আরও প্রহার খাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অতুল সুযোগ পাইয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া পলাইয়া বাঁচিল। এমন সময় নির্ব্বাক দর্শকবৃন্দের মধ্যে দুই ব্যক্তি জোর করিয়া সুশীলকে ছাড়াইয়া দিয়া কহিল, "এ কি রকম অন্যায়, সুধু সুধু একে ধরে মারছ কেন। যাও হে ছোকরা বাড়ী যাও।"

সুশীল দেহের ধূলা ঝাড়িয়া আস্তে আস্তে গৃহের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। চিঠির কথা সে একেবারেই ভুলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া হাত পা গা ধুইয়া যখন সে শুইয়া পড়িল তখন সমস্ত দেহে তাহার অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতে লাগিল। পাছে জননী কষ্ট পান বলিয়া সে তাঁহাকে কিছু বলিল না। রাত্রে আহার করিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ তাহার চিঠির কথা মনে পড়িয়া গেল, সারা দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! কোঁচার

খুঁটটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, চিঠিখানি তেমনই ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। আহারের কথা সে ভুলিয়া গেল, তাড়াতাড়ি জননীকে কি বলিয়া সে বাটী হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। কোন জায়গায় না দাঁড়াইয়া সে একেবারে বড় ডাকঘরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং চিঠিখানি বাক্সে ফেলিয়া দিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া হাঁপাইতে লাগিল। নিকটে একজন পিয়নকে দেখিয়া সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন চিঠি ফেল্‌লে আজকের ডাকে যাবে? পিয়ন কহিল, ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আজ আর যাইবে না। সুশীলের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। কি ভুলই করিয়াছে! এখন উপায়? ভাবিতে ভাবিতে মন্থর পদে সে গৃহে গিয়া পৌঁছিল, অসুখ করিয়াছে বলিয়া রাত্রে সে কিছু খাইল না। সারারাত্রি বিনিদ্রাবস্থায় কত কথাই ভাবিতে লাগিল; পত্রখানি সময়মত পৌঁছিতে না পারায় হয় ত বাবুর কত ক্ষতি হইবে। এই অবহেলার জন্য তিনি হয় ত তাহাকে তাড়াইয়া দিবেন। তাহার মাসিক দশ টাকার উপর সংসারের যে কতখানি নির্ভর করিতেছে তাহা সে জানিত। এখন যদি চাকুরী যায়, তাহা হইলে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। সারারাত্রি বিছানায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহার জননীর নিকট সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া কহিল, "কি করব মা?"

পুষ্প কহিল, "সে কথা আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন বাবা? তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

সুশীল কহিল, "আমি সারারাত ঐ কথাই ভেবেছি মা! সত্যি কথাই বলব, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে।"

পুষ্প কহিল, "সত্যি কথা বলা সব সময় ভাল,—শেষকালে যে ফল ভালই হয় একথা আমি জোর করে বল্‌তে পারি। একটা ভুল যখন হয়ে যায় তখন সেটাকে চেপে না রেখে, স্বীকার করাই ভাল সুশীল।"

১২

গুরুভারাক্রান্ত হৃদয়ে সুশীল কর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল। তখনও জগদীশবাবু আসেন নাই। সুশীল তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কাজ করিতে লাগিল। কাজে তাহার কিছুতেই মন লাগিতেছিল না। জগদীশবাবুকে চিঠির কথা না জানাইতে পারিলে তাহার মনটা যে কিছুতেই শান্ত হইতে চাহে না! অতি শিশুকাল হইতে সে জননীর কাছে শিখিয়াছে সব সময় সত্য কথা বলিবে। ফলে যাহাই হউক না কেন সে দিকে তাকাইবে না। আজ তাহার পরীক্ষার দিন আসিয়াছে। চাকুরী থাকুক আর যাউক সে মিথ্যা কথা বলিবে না, প্রভুর নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। এমন সময় সে সংবাদ পাইল জগদীশবাবু তাঁহার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। সে ধীরে

ধীরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই ?"

সুশীলের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। ভুলের জন্য তাহার অন্তরের মধ্যে যে ধিক্কার জন্মিয়াছে তাহারই ছায়া মুখের উপর প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। জগদীশ-বাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "কি হে তুমি অমন করছ কেন!"

সুশীল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে কালকের সেই চিঠিখানি—"

জগদীশবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "চিঠিখানা ? কোন্ চিঠিখানা ? কাল যেখানা তোমায় ডাকে ফেলতে দিয়েছিলাম ?"

সুশীল বক্ষের দ্রুতস্পন্দন চাপিয়া কহিল, "আমি ভুলে গেছলাম।"

জগদীশবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, "ডাকে দিতে ভুলে গেছ! ভারি অন্যায়, এ রকম ভুল্ হ'লে ত কাজ চল্‌বে না। কই চিঠিখানা ?"

সুশীল আস্তে আস্তে কহিল, "চিঠিখানা ডাকে দিয়েছি—কিন্তু ফেলতে রাত হ'য়ে গেছে। পিয়নকে জিজ্ঞেস করে জান্‌লাম কালকের ডাকে সে চিঠি যাবে না।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "অত দেরী করলে কেন ? আমি তোমায় এখান থেকে সোজা ডাকঘরে যেতে বলি নি ? তুমি তা না করে পথে দেরী করলে কেন ?"

কল্যকার পথের হাঙ্গামার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিলে তিনি কহিলেন, "কাজ ফেলে তোমার ও রকম হাঙ্গামার ভেতর যাওয়া উচিত হয় নি। এ রকম ভুল আর কর না।"

সুশীল কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে আর ভুল করব না।"

জগদীশবাবু কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন। সুশীল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু ভুলের জন্য কি শাস্তি পাইবে তাহাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল। খানিক পরে জগদীশবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, "এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?"

সুশীল শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না বাবু!"

জগদীশবাবু মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "এবারকার মত তোমায় মাপ করলাম; কেন করলাম জান? সত্যি কথা বলেছ বলে, যদি লুকোতে তা হ'লে আমি তোমায় তাড়িয়ে দিতাম। যদি কখনও কোন দোষ করে ফেল, তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবে,—জেন ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মানুষ হতে পারবে। যাও কাজ করগে।"

সুশীল প্রফুল্লমুখে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া জগদীশবাবু ভাবিতে লাগিলেন, খুব ভাল ছেলে,—সে আমাকে কিছু না জানাইলেই পারিত, অনায়াসেই ভাবিতে পারিত চিঠি দেরীতে ফেলার কথা আমি পরে না জানিতেও পারি। শতকরা নিরেনব্বই জন

ছেলেই তাহাই করিত। মায়ের শিক্ষা না পাইলে ছেলে কখনও এত ভাল হইতে পারে না।

সুশীল সবে কাজে বসিয়াছে এমন সময় তাহার ডাক পড়িল। অমূল্যচরণ ব্যবসায় সংক্রান্ত কি একটা কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন, তাই আপিসে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, আসিয়াই তিনি সুশীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুশীল সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "বেরিয়ে যা এখনই,—খুনী বদমায়েস,—আর একটু হ'লে ছেলেটাকে খুন করেছিলি। হতভাগা ! ছ'দিনের মাইনে পাবি, এক পয়সাও দেব না।"

সুশীল হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেন যে অমূল্যচরণ তাহাকে এই ভাবে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

অমূল্যচরণ আরক্ত চোখে কহিল, "বেরুবি, না দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।"

সুশীল আস্তে আস্তে কহিল, "আমি ত কারুর সঙ্গে মারামারি করি নি ! আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ?"

অমূল্য চীৎকার করিয়া কহিল, "না তোকে পূজো করব ! কাল সন্ধ্যের সময় আমার ছেলেটাকে রাস্তায় একলা পেয়ে মেরে আধমরা করেছিস্, ভেবেছিলি সে কথা আমি জান্তে পারব না। তোকে যে জেলে দিলাম না এই তোর বাপের ভাগ্যি। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা।"

সুশীল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে যে কাল নিজে মার খাইয়া অতুলকে রক্ষা করিয়াছে, কেহ নিশ্চয় ভুল করিয়া তাহার কাছে লাগাইয়াছে। এই ভাবিয়া সে কহিল, "আমি ত মারিনি ম্যানেজারবাবু; আমি তাকে ছাড়িয়ে দিতে গেছলাম।"

ইহাই প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার ভাবিয়া অমূল্য ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আবার সাধু সাজা হ'চ্ছে বদমায়েস্, মিথ্যেবাদী!"

সুশীলের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। দৃঢ়স্বরে সে কহিল, "আমি মিথ্যে কথা বলতে কখনও শিখিনি। আপনি আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মিথ্যেবাদী বলবেন না।"

বালকের এই স্পর্দ্ধায় অমূল্যচরণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি আমায় চোখ রাঙান!" বলিয়া 'দরওয়ান দরওয়ান' করিয়া হাঁকিলেন। গোলমাল শুনিয়া কাজ ফেলিয়া অনেকেই ম্যানেজারের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কি ব্যাপার জানিবার জন্য জগদীশবাবুও নিজের ঘর ছাড়িয়া ম্যানেজারের কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীলের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

জগদীশবাবু ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে অমূল্যবাবু?"

অমূল্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনি কষ্ট করে এলেন

কেন, এমন কিছু হয় নি। ছোঁড়াটা মুখে মুখে উত্তর করছিল, বেরিয়ে যেতে বল্‌লাম তা কিছুতেই যাবে না, তাই দরওয়ানকে ডাকছিলাম।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "সুশীল, এ ত ভারি অন্যায়। তুমি ম্যানেজারবাবুর মুখের ওপর উত্তর কর।"

সুশীল চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "উনি আমায় সুধু সুধু মিথ্যেবাদ বল্‌লেন। আমি ত ওঁকে কিছু বলিনি।"

জগদীশবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অমূল্যর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বেয়াদবি করলে তাকে এখানে কিছুতেই রাখা চল্‌বে না। কি হ'য়েছে, বলুন দেখি?"

অমূল্য কহিল, "আমার ছোট ছেলেটার ওপর ওর অনেক দিন থেকে রাগ ছিল, আমি আগে তা জান্‌তাম না, কাল বাড়ীতে শুন্‌লাম। তাই নাকি কাল তাকে রাস্তায় একলা পেয়ে খুব মেরেছে। সেই জন্যে আমি ওকে জবাব দিয়েছি।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "তা বেশ করেছেন, কিন্তু ও যে আপনার ছেলেকে মেরেছে এটা আপনি ঠিক জানেন?"

এই প্রশ্নে অমূল্য ঈষৎ চঞ্চল হইয়া কহিল, "বাড়ীতে ত তাই শুন্‌লাম। তারা সুধু সুধু ওর নামে মিথ্যে কথা বল্‌তে যাবে কেন?"

জগদীশবাবু কহিলেন, "এ বড় শক্ত সমস্যা; একটু আগে সুশীল আমাকে যা বলেছে তা ত ঠিক উল্টো।" সুশীলের দিকে

ফিরিয়া আবার কহিলেন, "সুশীল, তা হ'লে তুমি আমার কাছে যা বলেছ সে কথা ঠিক না ?"

সুশীল আস্তে আস্তে কহিল, "আমি যা সত্যি তাই বলেছি।"

জগদীশবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীর-ভাবে কহিলেন, "সুশীল মিথ্যে বলেছে বলে ত আমার মনে হয় না ; কিন্তু আপনি বল্‌ছেন বাড়ীতে শুনেছেন ; এর একটা মীমাংসা হওয়া ত দরকার।"

অমূল্যচরণ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "আমি আর কি বলব, আপনি যা হয় বিচার করুন। এই ব্যাপারে সমস্ত লোকজন কিন্তু খারাপ হ'য়ে যাবে।" সে মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অতুল যে মিথ্যা বলিতে অভ্যস্ত এ কথা সে জানিত এবং তাহার পত্নী নীরদা যে তাহার পুত্রদের অন্যায় কাজে প্রশ্রয় দিয়া থাকে তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। যদি সুশীলের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে কিরূপ অপদস্ত হইতে হইবে ভাবিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, এখন ফিরিবারও কোন উপায় নাই।

জগদীশবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন। সুশীলই যে সত্য কথা বলিয়াছে, এ বিশ্বাস তাঁহার এতটুকু শিথিল হইল না। অমূল্যচরণের তিন পুত্রই যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদও তিনি জানিতেন। কাজেই তাহারা যে অনায়াসে

মিথ্যা কথা বলিতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। অমূল্যবাবু তাহার ম্যানেজার, সুশীল সামান্য মজুর মাত্র। এ অবস্থায় সুশীলের পক্ষ সমর্থন করিলে অমূল্যবাবু বিশেষ অপমানিত বোধ করিবেন। কিন্তু সুশীল যত ছোট কাজই করুক না কেন, সে যে বিনাদোষে বিতাড়িত হইবে, তাহাও ত হইতে পারে না। সত্যের আদর করিতেই হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি অন্য সব লোকজনকে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "দেখুন অমূল্য বাবু আমি সুশীলের কথা কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না। আপনি বাড়ীতে একটু বিশেষ খোঁজ করে দেখবেন, তা হ'লে বোধ হয় সত্যি ব্যাপারটা প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। এ জন্যে আমি সুশীলকে তাড়াতে পারি না।"

অমূল্যও হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদীশবাবু আর কিছু না বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সুশীলও নিজের কাজে চলিয়া গেল।

অপমানাহত ক্রুদ্ধ অমূল্যচরণ বাড়ী গিয়াই রুদ্রমূর্ত্তিতে অতুলের চুলের মুটি ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাজি, ছুঁচো কোথাকার, বল কাল কে তোকে মেরেছিল?"

অতুল কোন উত্তর না দিয়া, প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া নীরদা সেখানে আসিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বামীর এরূপ রুদ্রমূর্ত্তি সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

অমূল্য সজোরে অতুলের পিঠে এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল, "চুপ, চেঁচালি ত খুন করে ফেলব। বল কে তোকে মেরেছিল ?"

অতুলের কান্না থামিয়া গেল, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "আর মের না, বল্‌ছি বাবা।" এই বলিয়া সে অন্য সব কথাই বলিল, কিন্তু কেন যে মার খাইয়াছে তাহা গোপন করিয়া গেল।

অমূল্য তখনও তাহার চুলের মুটি ধরিয়াছিল, সেই ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মারলে বল্‌ ?"

অতুল তখন ভয়ে ভয়ে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

অমূল্য তাহার গালে সজোরে তিন চারিটি চড় মারিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।" তারপর নীরদার দিকে ফিরিয়া কহিল "সব রত্ন তৈরী করেছ !"

নীরদা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ও কি আর সত্যি চুরি করেছিল, মার খাওয়ার ভয়ে মিথ্যে কথা বলেছে ; একটু মায়াদয়া নেই, অমন করে ছেলেটাকে মারে। কি আর বল্‌ব।"

অমূল্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ঢের বলেছ আর কিছু বলতে হবে না ! আজ বিশ বছর চাকুরী করে আসছি, একদিনও অপমান হইনি, আজ কিনা আপিস শুদ্ধ লোকের সামনে আমায় অপমান হ'তে হ'ল। অমন ছেলেকে খুন করে ফেল্‌লে তবে—"

নীরদা মধ্যপথে বলিয়া উঠিল, "ওকে কেন আমাকে শুদ্ধ খুন কর, তোমার আপদ বিদেয় হ'য়ে যাক্।" বলিয়া সে কক্ষত্যাগ করিয়া গেল।

দিন কতক পরে অমূল্য সুশীলকে কহিল, "তুই ত ভারি বেয়াদব! বাবুর ভুল ধরিস। লেখাপড়ার তুই জানিস্ কি? বাবুর কাছে নাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছিস্, কেমন?"

সুশীল বিনীতভাবে কহিল, "আজ্ঞে আমি ত তাঁর নামে কিছু বলিনি, ভুল মনে হ'ল তাই বল্‌লাম।"

অমূল্য কহিল, "দাঁড়া তোকে এই চিঠি দিয়ে বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সামান্য একটা কুলিমজুরের এরকম স্পর্দ্ধা বাবু কি করে সহ্য করেন তা দেখছি!" এই বলিয়া সে একজন কর্ম্মচারীকে সঙ্গে দিয়া, সুশীলকে জগদীশবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিল।

কর্ম্মচারী জগদীশবাবুকে নমস্কার করিয়া চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া কহিল, "ম্যানেজারবাবু বল্লেন সুশীল নিজের কাজ ফেলে পাঁচজনকে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে বলে বলে বেড়াচ্ছে বাবু ইংরেজি জানেন না। এ রকম করলে ত কারখানার সমস্ত কুলিমজুর বিগ্‌ড়ে যাবে সেই কথা ম্যানেজারবাবু বলে পাঠালেন।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "সুশীল এ সব কি? তুমি আমার ভুল ধর। তুমি ইংরেজি পড়েছ? দেখি কোথায় ভুল?"

সুশীল কম্পিত হস্তে চিঠিখানি লইয়া একটী কথা দেখাইয়া বলিল, "এই কথাটা ঠিক হয় নি। আমি ত একথা পাঁচজনকে বলে বেড়াইনি বাবু, আপনার যে লেখা তাও আমি জানতাম না। চিঠিখানা পড়েছিল, ভুলটা চোখে পড়ল তাই ম্যানেজারবাবুকে বল্‌লাম।"

জগদীশবাবু বার দুই পত্রখানি পড়িয়া বলিলেন, "সত্যিই আমারই ভুল হ'য়েছে, লেখার সময় বুঝতে পারিনি। তুমি তা হ'লে ইংরেজি জান দেখছি, বেশ কাল থেকে তোমায় আর সুতো বাছার কাজ করতে হবে না; কাল থেকে তোমাকে লেখাপড়ার কাজ দেব। আমি বলে যাব, তুমি লিখবে, পারবে ত হে?"

সুশীল উৎসাহভরে কহিল, "খুব পারব বাবু।"

জগদীশবাবু কর্ম্মচারীকে কহিলেন, "তুমি যেতে পার, ম্যানেজারবাবুকে বল সুশীল কাল থেকে আমার চিঠিপত্তর লেখার কাজ করবে, ওর জায়গায় অন্য লোক ঠিক করতে।"

অমূল্য সংবাদ শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল! সুশীল যে কি গুণে জগদীশবাবুর সুনজরে পড়িল, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছেলেদের কথা তাহার মনে পড়িল; এমন অদৃষ্ট তাহার! তাহারা যদি মানুষ হইত!

সুশীল যখন জননীকে এ সংবাদ জানাইল, তাহার চোখ

দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সুশীলের মাথায় হাত দিয়া পুষ্প কহিল, "বাবা সৎপথে চললে উন্নতি হবেই।"

একদিন ফরাসের উপর একটি আনি দেখিয়া জগদীশবাবু অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আনি কোথ থেকে এল ?"

অমূল্য কহিল, "বোধ হয় আপনি ফেলে গেছলেন, কেউ কুড়িয়ে পেয়ে রেখে গেছে।"

জগদীশবাবু খুব হিসাবী লোক, একটা পাই পয়সার পর্য্যন্ত তিনি হিসাব রাখেন। খানিকক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "কই আমার ত মনে পড়ছে না। খোঁজ করুন দেখি কে এখানে আনিটা রেখে গেল ?"

এমন সময় সুশীল আসিয়া উভয়কে নমস্কার করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। জগদীশবাবু কহিলেন, "ওহে সুশীল তুমি জান এ আনিটা এখানে এল কি করে ?"

সুশীল কলিল, "কাল ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় আমি ছেঁড়া কাগজের মধ্যে আনিটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "তা হ'লে তুমিই রেখেছ। হ্যাঁ ভাল কথা তোমার ত ঘর ঝাঁট দেওয়ার কথা নয়, তুমি যে বড় ঝাঁট দিয়েছ।"

অমূল্যর মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সুশীল কহিল, "ম্যানেজার-বাবু আমাকেই এ ঘরটা ঝাঁট দিতে বলেছেন।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "তা আমি জানতাম না; দেখুন

অমূল্যবাবু অন্য কাউকে বল্‌বেন, ঝাঁট দিতে; আচ্ছা তা হ'লে আপনি এখন যেতে পারেন। হ্যাঁ দেখুন, শুন্‌লাম আপনার ছেলেরা নাকি কাজকর্ম্ম কিছুই শিখ্‌ছে না। এ রকম হ'লে কি ক'রে চলবে। তাদের ভাল করে দেখবেন।"

অমূল্য যে আজ্ঞে বলিয়া চলিয়া গেল।

জগদীশবাবু কহিলেন, "সুশীল, আনিটা কুড়িয়ে পেয়ে এখানে রেখে গেলে যে?"

সুশীল কহিল, "আজ্ঞে ও আমার নয় আমি কি করে নেব।" একটা কথা মনে পড়ায়, তাহার মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল।

জগদীশবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কুড়িয়ে পাওয়া টাকা পয়সা তুমি কখ্‌খনও নাও নি?"

সুশীল কহিল, "আজ্ঞে তা নিতে যাব কেন। মা বলেন, কুড়িয়ে পেলেও ত সে পরের জিনিষ।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আনিটা নিতে ইচ্ছে হয় নি?"

সুশীলের মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

জগদীশবাবুর কৌতুহল বাড়িয়া গেল। তিনি জোর দিয়া কহিলেন, "চুপ করে থাকলে ত চল্‌বে না। তোমায় যা জিজ্ঞেস করেছি উত্তর দাও?"

সুশীল কহিল, "কাল যখন আনিটা কুড়িয়ে পাই, একবার আমার খুব লোভ হ'য়েছিল বাড়ী নিয়ে যাই। আমার ছোট

যোন চারটি ভাত খাবার জন্য ভারি কেঁদেছিল। মার কাছে মোটে আট আনা ছিল তাই দিয়ে বাবার ওষুধ কেনা হ'য়েছে। বিকেলবেলা তাই আমাদের কারু খাওয়া হয় নি। একবার ইচ্ছা হয়েছিল আনিটা নি, কিন্তু মার কথা তখনই মনে পড়্‌ল, আনিটা তাড়াতাড়ি ফরাসের ওপর রেখে বাড়ী চলে গেলাম।"

জগদীশবাবু মনের ব্যথা চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

এ সপ্তাহে সুশীল মাহিনা হাতে লইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল ম্যানেজারবাবু নিশ্চয় ভুল করিয়া তাহাকে বেশী দিয়া ফেলিয়াছেন। সে কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আপনার বোধ হয় ভুল হ'য়েছে ?"

অমূল্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তুমি বুঝি খালি আমাদের ভুল ধরতেই আছ! ভুলটা কি করেছি ?"

সুশীল কহিল, "আপনি আড়াই টাকার জায়গায় আমায় পাঁচ টাকা দিয়েছেন।"

অমূল্য গম্ভীর হইয়া কহিল, "এবার থেকে বাবু তোমার সপ্তাহে পাঁচ টাকা করেই দিতে বলেছেন। তুমি খুব কাজের লোক হ'য়ে উঠেছ কি না!"

সুশীল উচ্ছ্বসিত আনন্দে গৃহে চলিয়া গেল, জননীর পায়ের কাছে পাঁচ টাকা রাখিয়া কহিল, "মা বাবু আমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। লীলা আর করুণা অনেকদিন দুধ খেতে পায় নি, আজ একটু দুগ্ধ কিনে আন্‌ব মা ?"

পুষ্প কহিল, "আন, কিন্তু বাবা এখন ত আমাদের সে সময় আসে নি। ওঁর খাওয়া দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল ডাক্তার দেখান ত আগে দরকার, তার পর করুণাকে স্কুলে ভর্ত্তি করতে হ'বে; সে আমার কাছে রোজ পড়ে কিন্তু স্কুলে না গেলে পড়াশুনার তেমন সুবিধে হ'চ্ছে না।"

সুশীল কহিল, "তুমি যা করতে বল্‌বে আমরা তাই করব মা।"

এই সাপ্তাহিক আড়াই টাকা আয় বৃদ্ধি হওয়াটা যে পুষ্পর নিকট কত বড় ব্যাপার তাহা তাহার অবস্থায় না পড়িলে কেহ কল্পনা করিতে পারিবে না।

হরকুমারির অবস্থা মন্দের ভাল। সে এখন পূর্ব্বের মতই কথা বলিতে কিম্বা পাশ ফিরিয়া শুইতে পারে না। কিন্তু দুধ বা জল মুখে ঢালিয়া দিলে তাহা আর কষ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে না। ডাক্তার দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, এ রোগকে বিশ্বাস নাই, কখন যে কি অবস্থা হইবে তাহা বলিবার উপায় নাই। এমনই ভাবে পুষ্পর দিন চলিতে লাগিল।

একদিন সুশীল শুষ্কমুখে আপিস হইতে বাড়ী ফিরিল। পুষ্প তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে সুশীল?"

সুশীল ম্লানমুখে কহিল, "ভারি বিপদ হ'য়েছে মা। বাবুর ঘর থেকে একশ টাকার একখানি নোট চুরি গেছে। আমি

ছাড়া ত আর কেউ সে ঘরে যায় না. কি করে চুরি গেল কিছু ত বুঝতে পারছি না। বাবু ভয়ানক রেগেছেন। অবশ্য তিনি আমায় মুখে কিছু বলেন নি. কিন্তু কারখানার সকলের বিশ্বাস আমিই চুরি করেছি, বাবুর যদি তাই মনে হয় মা ?"

পুষ্প খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিলেন. "বাবা তুমি কেন মিছে ভয় পাচ্ছ। তিনি সে রকমেরই লোক নন। তিনি বেশ জানেন, তুমি কখনও এমন কাজ করতে পার না। আর কেউ না জানুক ভগবান ত দেখছেন, তিনি তোমায় রক্ষে করবেন. ভয় কি বাবা।"

সুশীল কহিল, "কি জানি মা, আমার ভয় ক'রছে. বাবু যদি তাড়িয়ে দেন। তা হ'লে কি হবে মা ? চাকুরী গেলে যে আবার সবাইকে উপোস করে থাক্‌তে হবে।"

পুষ্প জোর দিয়া কহিল, "আমি বলছি, তোমার চাকুরী যাবে না। আমার ত মনে হয়, নিশ্চয়ই তোমার কোন শত্রু এই কাজ করেছে। তুমি কি সব সময় সেই ঘরে থাক, এক-বারও বাইরে যাও না ?"

সুশীল কহিল, "যাই মা, তখন চাবি দিয়ে যাই। আজ দু'মিনিটের জন্য একবার বাইরে গেছলাম, সেই সময় আর চাবি দিই নি। নোটখানা যে কোথায় গেল তা ত বুঝতে পারছি না।"

পুষ্প কহিল, "কেউ নিশ্চয়ই নিয়েছে, সে ধরা পড়ুক আর

নাই পড়ুক, তোমার ওপর কোন দোষ পড়বে না। যাও হাত মুখ ধুয়ে জিরোয় গে।"

পরদিন সুশীল যথাসময়ে আপিসে গিয়া উপস্থিত হইয়া শুনিল, নোটের জন্য জগদীশবাবু মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছেন। অমূল্যচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "যেমন করে হ'ক এ নোট চুরির সন্ধান আপনাকে করতেই হবে। এ রকম হ'লে ত আমি কারবারই রাখতে পারব না!"

অমূল্যচরণ আস্তে আস্তে কহিল, "আপনি যদি অভয় দেন, আমি একটা কথা আপনাকে জানাই।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আপনাকে আমি সমস্ত কারবার দেখবার ভার দিয়ে রেখেছি, আপনার ত কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই। কি বলবেন বলুন।"

অমূল্য কহিল, "আমার বিশ্বাস সুশীলই নোট নিয়েছে।"

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আপনি ধরিয়ে দিন, আমি এখনই তাকে জেলে পাঠাব। চোরকে আমি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

অমূল্য কহিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, কাল ওকে এখানে আটকে রাখি; তা হ'লে টাকাটা পাওয়া যেত; এখন কি আর পাওয়া যাবে, তবে সে যে নিয়েছে এর প্রমাণ দিতে পারি!"

জগদীশবাবু দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কি প্রমাণ আপনি দিতে পারেন? কেউ নিতে দেখেছে?"

অমূল্য কহিল, "শশধর দেখেছে, সুশীল তখন চারিদিকে চাইতে চাইতে কোঁচার খুঁটে বাঁধছিল।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "আপনার ছেলেদের কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

অমূল্য কহিল, "কারখানার আর দু'জন লোক দেখেছে, শশধরের একলার কথা আমিও বিশ্বাস করতাম না।"

যাহার উপর সমস্ত ব্যবসায়ের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহার এই ব্যবহারে জগদীশবাবু বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "ডাকুন তাদের।"

অমূল্য চলিয়া গেল এবং খানিকপরে শশধর ও আর দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

শশধর কি বলিতে যাইতেছিল, জগদীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "ওরা দুজন কি বলে আগে শুনি, তারপর তোমার যা বলবার আছে বল।"

জগদীশবাবু কর্ম্মচারীদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সুশীলকে টাকা নিতে দেখেছ, আমার দিকে চেয়ে সত্যি কথা বল?"

তাহারা হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারপর কম্পিতকণ্ঠে একজন কহিল, "আমরা কিছু জানিনা বাবু—ম্যানেজার—"

জগদীশবাবু তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, "হ'য়েছে, যাও।"

তাহারা চলিয়া গেল, অমূল্য পাণ্ডুর মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগদীশবাবু শশধরের দিকে চাহিয়া ধীরভাবে কহিলেন, "শশধর এ কাজ কে করেছে, তুমি নিশ্চয়ই তা জান।"

শশধর আস্তে আস্তে কহিল, "জানি সুশীল—" এমন সময় একটী লোককে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শশধরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

জগদীশবাবু সেই লোকটীর হাত হইতে একখানি নোট লইয়া অমূল্যর হাতে দিয়া কহিলেন, "নম্বর মিলিয়ে দেখুন দিকি, এই নোট কিনা?" একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "আপনার ছেলে যেন আর আপিসে না ঢোকে; আপনি এখন যেতে পারেন।"

দিন কতক পরে জগদীশবাবু সুশীলকে কহিলেন, "কাল থেকে তোমায় হিসেব পত্রের খাতা রাখতে হবে। কি করে খাতা রাখতে হয় আমি তোমায় শিখিয়ে দেব।"

পরদিন সুশীল খুব উৎসাহের সহিত নূতন কাজ করিতে লাগিল। জগদীশবাবু তাহার বেতন পঞ্চাশ টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন।

১৩

একদিন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া অমূল্য উপরে খুব গোলমাল শুনিয়া তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া কাণ্ড দেখিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। নিকটেই মেঝের উপর ক্যাস বাক্সটি কে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছে, আর পঙ্কজ জোর করিয়া চাবি কাড়িয়া লইবার জন্য নীরদার আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। নীরদা যতই কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—"বাবা তুই আমার কথা বিশ্বাস কর। সিন্দুকে ক'খানা গয়না ছাড়া আর একটা টাকাও নেই। যতদিন হাতে টাকা ছিল, তোরা যখন যা চেয়েছিস দিয়েছি। আর নেই কোথথেকে দেব বাবা।" পঙ্কজ চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "নেই বল্‌লে চল্‌বে না। আমি লোকের কাছে অপমানিত হতে পারব না। আমার আজ পাঁচ শ টাকা চাই; যেখান থেকে হ'ক চাই।" নীরদা শেষকালে কিছুতে না পারিয়া মাঝে মাঝে বলিতেছে, "আমি কি তো'র জন্যে টাকা চুরি করতে যাব না কি!" অমূল্যকে দেখিয়া নীরদা বলিয়া উঠিল, "দেখ কি করছে, এত করে বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না।"

অমূল্য ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া পঙ্কজের ঘাড় ধরিয়া টানিয়া নীরদাকে মুক্ত করিয়া দিল এবং পঙ্কজকে দরজার দিকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "বেরিয়ে যা

বাড়ী থেকে।” পঙ্কজ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শাসাইয়া বলিল; “যাচ্ছি বেরিয়ে, কিন্তু এর শোধ নিয়ে তবে ছাড়ব।” বলিয়া সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “খুব সব ধনুর্দ্ধর ছেলে তৈরী করেছ নীরো! মেজোটা একশ টাকা চুরি করে ধরা পড়ে ফেরার হয়েছে, বড়টা এই বেরুল কার গলায় ছুরি দিতে, ছোটটা জেলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে!”

নীরদা এবার আর স্বামীর মুখের উপর কিছু বলিতে পারিল না, নিঃশব্দে উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

মাসের শেষে সুশীল পঞ্চাশ টাকা জননীর হাতে দিয়া কহিল, “মা আর তুমি জামা সেলাই ক'র না।”

পুষ্পর চোখে আজ বহুদিন পরে আনন্দাশ্রু বহিল, সে চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, “ওতে ত আমার কোন কষ্ট হয় না। মাসে কুড়ি টাকা আসছে তাতে ক্ষতি কি? আমাদের আসল বিপদটা ত বাবা এখনও কাটেনি! ওঁর জন্যে বড় ডাক্তার দেখান, ভাল খাওয়া দাওয়ার আগে ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে ত অনেক টাকার দরকার। আমার জন্যে তুমি কিছু ভেব না। সারাদিন তিন চারটে জামা সেলাই করতে আমার কোন কষ্ট হয় না বাবা।”

সুশীল কহিল, “খেটে খেটে তুমি মা একেবারে রোগা হ'য়ে গেছ, তুমি যদি অসুখে পড় আমাদের কি হবে মা!”

পুষ্প কহিল, "আমার অসুখ হবে না সুশীল। কাল সকালে চল বাবা বিশ্বেশ্বরকে পূজো দিয়ে আসি।"

সুশীল আগ্রহভরে কহিল, "তাই চল্ মা।"

করুণাকে ইতিপূর্ব্বেই পুষ্প স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। সকালবেলা সে নিজে তাহাকে পড়াইত, রাত্রে সুশীল কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে অঙ্ক কষাইত। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই করুণা স্কুলে বেশ নাম করিয়া ফেলিল।

কান্তি তাহার সমপাঠী। একদিন বৈকালে সে তাহাকে বলিল, "আজ সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ী তোমার খাওয়ার নেমন্তন্ন ভাই, বাবা তোমায় যেতে বলেছেন। শান্তি, কানাই, যদু এরাও আসবে।"

করুণা কহিল, "আমি ত এখন কিছু বলতে পারিনি। মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, মা যদি বলেন ত যাব।"

নিমন্ত্রণে যাইতে করুণার কিছু বিলম্ব হইল। কান্তি কহিল, "এত দেরী হ'ল যে, তোমার মা বুঝি আসতে দিচ্ছিলেন না?"

করুণা কহিল, "মা বারণ করলে ত আমি আসতামই না। রোজ সন্ধ্যের সময় আমার বোন্‌কে পড়াই কিনা, তাই আসতে দেরী হ'ল।"

কান্তি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "একদিন না পড়ালে বুঝি আর চলে না, আমি হ'লে কখ্‌খনও পড়াতাম না।" একটু থামিয়া হাসিয়া কহিল, "মার ভয়ে বুঝি পড়িয়েছ?"

করুণা কহিল, "তা কেন। মা ত আমাদের কখ্খনও বকেন না, মা সব সময় আমাদের বলেন, তোমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য নিজেরা বেছে নেবে।" সন্ধ্যের সময় আমার একবার আসবার ইচ্ছে হ'য়েছিল, কিন্তু ভেবে দেখলাম সেটা ঠিক না, আমার বোনের একদিনকার পড়া বন্ধ যাবে। তাই তাকে পড়িয়ে এলাম।"

কান্তি তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহার পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একমনে বালকের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইলে সস্নেহে করুণার হাত ধরিয়া কহিলেন, "তোমার মা খুব ভাল, না করুণা?"

করুণা উৎসাহভরে কহিল, "খুব ভাল, তিনি সব সময় আমাদের কত ভাল ভাল কথা শেখান। তিনি বলেন, ছেলে-বেলা থেকে আমরা যদি নিজেদের কর্ত্তব্য বেছে নিয়ে না চল্‌তে পারি, বড় হলে আমরা ভারি কষ্টে পড়ব, যেটা উচিৎ নয়, সেইটাই করে বসব।"

কান্তির পিতা কহিলেন, "কান্তি, করুণার কথাগুলো যেন মনে থাকে, কাল স্কুলের ছুটির পর করুণার সঙ্গে গিয়ে তার মাকে প্রণাম করে আসিস্।"

এমনই করিয়া পুষ্প ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। এখন তাহার অর্থের কোন অস্বচ্ছলতা না থাকিলেও হরকুমারের জন্য তাহার মনটা অস্থির হইয়া রহিল। একি

দুরন্ত ব্যাধি! আগে মনে হইত ভাল ডাক্তার দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়াই হয় ত তাঁহার রোগ সারিতেছে না। কিন্তু এখন ত সে ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইয়াছে, ঔষধ পথ্যেরও রীতিমত ব্যবস্থা করিয়াছে, তবুও ত রোগ সারিতেছে না। তাহার এত চেষ্টা এত পরিশ্রম সবই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? সে কি ভগবানকে মন প্রাণ দিয়া ডাকিতে পারে না? নিশ্চয়ই তাহার কোথায় কি ত্রুটি হইতেছে। না হইলে ভগবান্ কি তাহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন? আবার ভাবিল, ভবিতব্য, আবার ভাবিল, নিজে হয় ত পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছে তাহারই ফল সে এই জন্মে ভোগ করিতেছে।

এমন সময় একদিন সেই ডাক্তার বাবুটি হঠাৎ পুষ্পর গৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা আমি এসেছি।"

পুষ্প গভীর আনন্দে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বেশ সেরে গেছেন?"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "হ্যাঁ মা আপনার আশীর্ব্বাদে আমার আর কোন রোগ নেই, দেখি একবার উনি কেমন আছেন।"

পুষ্প কহিল, "সেই একই ভাবে আছেন, তবে ভালর মধ্যে এখন খাওয়ার জিনিষ সব পেটে যাচ্ছে, কথাও বল্‌তে পারেন না, নড়ে শুতেও পারেন না।"

ডাক্তারবাবু আর কিছু না বলিয়া রোগীর কক্ষে গিয়া

উপস্থিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেখি মা, আপনার আশীর্ব্বাদে কি করতে পারি। ওষুধের—না থাক্‌গে। আমি এখনই গিয়ে ওষুধ তৈরী করে নিয়ে আসছি।" বলিয়া ডাক্তারবাবু চলিয়া গেলেন।

সেই দিন হইতে তিনি রোগীর সম্পূর্ণ ভার লইয়া দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

১৫

অমূল্য একদিন কাজ সারিয়া আপিস হইতে বাহির হইবে, এমন সময় একজন মহাজন এক হাজার টাকা লইয়া উপস্থিত হইল। তখন অমূল্য তহবিল মিলাইয়া টাকাগুলি সিন্দুকে পুরিয়া ঘর বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন ঘর খুলিয়া টাকা রাখিতে গেলে অনেক রাত্রি হইয়া যাইবে, তাই একখানি রসিদ লিখিয়া দিয়া টাকাগুলি সে বাড়ী লইয়া গেল।

বাড়ী পৌঁছিতেই নীরদা ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "ওগো তুমি আমার পঙ্কজকে বাঁচাও, তার ফাঁসি হ'লে আমি যে বুক ফেটে মরে যাব! আহা শশধর আমার জেলে পড়ে আছে—তারপর পঙ্কজের—"

অমূল্য কাঁপিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে আগে ছাই ভেঙ্গে বল, তারপর চেঁচিয়ো'খন।"

নীরদা কহিল, "পাড়ার একটা ছোকরা এসে এই মাত্র বলে

গেল তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, সে কাকে নাকি খুন করেছে, ও নিশ্চয়ই তার মিথ্যে কথা। আট শ টাকা হ'লে তাকে ছেড়ে দেয়, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এস।"

অমূল্যর মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে চোখে অন্ধকার দেখিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল। নোটের তাড়াটি তখনও তাহার হাতে ছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, এখন কি করা যায়। ছেলেটা ফাঁসি যাইবে? সে কথা কি করিয়া শুনিব। বাপের প্রাণ ত! কিন্তু আট শ টাকা কোথায় পাইব? নগদ টাকা সমস্তই গিয়াছে, উপরন্তু চারিদিকে দেনা। আর যে দেনা করিবারও উপায় নাই। কেহ তাহাকে আর টাকা দিতে চায় না! এত রাত্রেই বা টাকা কোথায় পাইব? দিন হইলে না হয় চেষ্টা করিতাম। হঠাৎ সেই হাজার টাকার কথা তাহার মনে পড়িল। না না, মনিবের তহবিল কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিব না। ছেলে খুন করিয়া থাকে ফাঁসি যাইবে। আমি তাহার কি করিব! তাই বলিয়া আমিও চোর হইব নাকি? না, কিছুতেই না! এখনই আমি টাকার থলি বাবুকে দিয়া আসিব। থলিটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর কম্পিতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় বাহির হইয়া খানিক দুর গিয়াই সে হঠাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল। আহা, আটশ টাকার জন্য ছেলেটা

ফাঁসি যাইবে? আর আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না! না বুঝিয়া হয় ত সে একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে সে হয় ত আর কখনও অমন কাজ করিবে না। নীরদার গয়না কখানা ত এখনও আছে, তাহা বেচিলেও ত দুই হাজার টাকা হইবে। সকালে উঠিয়া তাহার কতক বিক্রয় করিয়া তহবিল পূরণ করিয়া রাখিব। এই স্থির করিয়া সে তখনই থানায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পরে পঙ্কজকে লইয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিল। পথে আসিতে আসিতে পঙ্কজকে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এমন কাজ আর করিসনি বাবা।"

পঙ্কজ নাকে কানে হাত দিয়া কহিল, "এই নাক কান মল। খাচ্ছি বাবা, আর কখনও এমন কাজ করব না।"

গৃহে পৌঁছিতেই নীরদা তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাথাটি বুকের উপর রাখিয়া কহিল, "আর আমার কাছ থেকে কোথাও যাস্‌নি বাবা।"

পঙ্কজ নিঃশব্দে জননীর বুকের উপর পড়িয়া রহিল।

সকালে সিন্দুক খুলিয়া অমূল্য একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সিন্দুকে একখানি গহনাও নাই। নীরদা খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিল, "ওমা, এমন সর্ব্বনাশ আমার কে করলে গো, আমায়

যে একেবারে পথে বসিয়ে গেল ! আমি যে কাল সন্ধ্যার সময়ও সিন্দুকে গয়নাগুলো দেখেছি।"

অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার কেশ উচ্ছৃঙ্খল, তাহার দুইটী চোখ জবাফুলের মত লাল। সে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল, "পঙ্কজ, পঙ্কজ !"

নীরদা কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "সে নাকি দুপুর রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, আর ফেরেনি। তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন ? ওকি, কোথায় যাচ্ছ ?"

আর কোন কথাই অমূল্যর কানে গেল না। সে তখনই গৃহত্যাগ করিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সে স্থির করিল, চাকুরী রাখিবার এক শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। রসিদ বইখানা কোন রকমে হাত করিতে পারিলে হয় ! সে পাতাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই হইবে ! মহাজন ত আর ছয়মাস আসিবে না। ততদিনে যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করা যাইবে।

আপিস ঘরে প্রবেশ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া সে দেখিল, রসিদের খাতাখানি নাই। প্রতিদিনের মত সুশীল হিসাব মিলাইবার জন্য তাহা লইয়া গিয়াছে। সে উন্মত্তের ন্যায় জগদীশবাবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলের দিকে চাহিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "দে রসিদের খাতা ?" জগদীশবাবু যে ঘরে ছিলেন তাহা সে দেখিতেও পায় নাই

সুশীল ভয় পাইয়া জগদীশবাবুর দিকে চাহিল, তিনি ডাকিলেন, "অমূল্যবাবু!"

অমূল্য শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি!" আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তবিল ভেঙ্গেছি; আমায় পুলিশে দিন।"

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া জগদীশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর সুশীলকে কহিলেন, "দেখ ত একবার তবিল মিলিয়ে।"

অমূল্য দেওয়ালে ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুশীল ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "হাজার টাকা কম পড়ছে। একখানা হাজার টাকার রসিদ র'য়েছে কিন্তু টাকা নেই।"

জগদীশবাবু কহিলেন, "রসিদে কার সই আছে?"

সুশীল কহিল, "ম্যানেজার বাবুর।"

জগদীশবাবু খানিকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন, তারপর আস্তে আস্তে কহিলেন, "দেখুন অমূল্যবাবু, আপনার ওপর আমি কারবারের সমস্ত ভার দিয়ে রেখেছিলাম। আপনিও এতদিন নিজের কর্ত্তব্যের এতটুকু ত্রুটী করেন নি; কিন্তু যে কারণেই হ'ক আপনি তবিল ভেঙ্গেছেন, তখন আপনাকে আমি আর রাখতে পারব না। তবে পুলিশে আমি কখনও কাউকে দিই

বরং দেবও না। ও হাজার টাকা জমা-খরচের খাতায় আপনার নামে বকশিশ বলে লিখে রাখব। আপনি বোধ হয় এ অবস্থায় কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে পারবেন না; সে সব আমি নিজেই দেখে শুনে নেব।"

অমূল্য কোন উত্তর দিল না। জগদীশবাবুকে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৈকালে জগদীশবাবু সুশীলকে ডাকিয়া কহিলেন, "অমূল্য-বাবুর কাগজপত্তরগুলো তুমি সব বুঝে নাও দিকি। এবার থেকে তোমাকেই সব কাজ দেখ্‌তে হবে।"

সুশীল নত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।

মাস খানেক পরে একদিন জগদীশবাবু তাঁহার গৃহিণীকে কহিলেন, "চল আজ তোমায় দেবীদর্শন করিয়ে আনি।"

গৃহিণী কহিলেন, "কোথাকার দেবী গো?"

জগদীশবাবু কহিলেন, "এস ত, আগে শুনে কি হবে।"

পুষ্পর গৃহের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইতেই গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "এ যে আমাদের সেই ভাড়াটে বাড়ী, এখানে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জগদীশবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিলেন, "নাম।"

গৃহিণী আর কিছু না বলিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন।